প্রেম যুগে যুগে

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদিত

দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড
২২-১ কর্নওআলিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
সূর্য রায়

প্রকাশক
প্রশান্তকুমার সিংহ
বুক এমপোরিঅম লিমিটেড
২২।১ কর্ণওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর
শক্তি দত্ত
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা ৯

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৫২
আট টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

'প্রেম যুগে যুগে' বাংলা সাহিত্যের আদিম যুগ হইতে অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত রচিত শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতার একখানি উপাদেয় সংকলন গ্রন্থ। ইহাতে প্রাকৃত-পৈঙ্গল ও বড়ু চণ্ডীদাস হইতে গোপাল ভৌমিক ও কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রমুখ তরুণ কবিদের রচনা যথাযথভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে! এই সংকলনগ্রন্থে প্রেমের মৌলিক প্রেরণার অভিন্নতা ও ইহার প্রকাশভঙ্গি ও ভাবধারার অফুরন্ত বৈচিত্র্য যুগপৎ উদাহৃত হইয়াছে। প্রেমের এই শোভাযাত্রা সমারোহে মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকা হইতে নাটোরের বনলতা সেন ও কলিকাতার মণিমালা রায় পর্যন্ত স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ভাব-তন্ময়তা ও ঐশী সাধনা হইতে নিছক খেয়াল ও দেহলোলুপতা—প্রেমের সর্ববিধ স্তর ও প্রকারভেদ এই সংগ্রহে রূপায়িত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে প্রেমের অসাধারণ বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা, ও সমস্ত নিখিল ও মানস অভিজ্ঞতার বিরাট পরিধিকে ইহার কেন্দ্রাকর্ষণে নিয়মিত করিবার শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দরসে মন পরিপ্লুত হইয়া উঠে। মনে হয় যেন প্রেমের অগ্রগতি ভাব-নিবিড়তা হইতে পরিধিবিস্তারের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। আধুনিক মন আর প্রেমের সহজ, সরল, মর্মভেদী অনাড়ম্বরতার আবেদনে সাড়া দিতে চাহে না: ইহার রহস্যময় অনুভূতিকে নানা জটিল ভাবগ্রন্থির মধ্য দিয়া, নানা দুষ্প্রবেশ্য বনবীথির স্বল্পালোকিত অবসর পথে, জীবনের দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতার আবরণজালের অন্তরালে অনুসরণ করাতেই ইহা তৃপ্তি অনুভব করে। প্রেমের এই ভাবপ্রবাহ যুগ-পরিবর্তনের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া মহাসমুদ্রসঙ্গমে চলিয়াছে। ইহার বাঁকে বাঁকে কত নবীন দৃষ্টির সৌন্দর্য, কত নব-প্রস্ফুটিত ফুলের সুরভিত বিকাশ, হৃদয়-চাঞ্চল্যের কত নূতন স্পন্দন, আত্মানুভূতির কত অচিন্তিতপূর্ব গভীরতা। প্রেম কবিতার ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুতে মানব-হৃদয়ের অপরিমেয় রহস্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই সংকলন গ্রন্থটি বাঙালীর যুগে যুগে পরিবর্তনশীল মানস পটভূমিকার পরিচয় বহন করিয়া চলিয়াছে ও আমাদিগকে একেবারে অতি আধুনিক যুগের সীমারেখায় পৌছাইয়া দিয়াছে। নিছক কাব্যসৌন্দর্য ছাড়াও প্রাণের নিগূঢ় আকুতির পরিচয়পত্র হিসাবে ইহার অতিরিক্ত সার্থকতা।

পরিশেষে, এই সংকলন-গ্রন্থে কবিতাগুলির সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সম্পাদক বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। তিনি বাংলার কাব্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া যে ফুলগুলি আহরণ করিয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা যে মাল্য রচনা করিয়াছেন, উভয়ই অনবদ্য সৌন্দর্যের দাবি করিতে পারে। এইরূপ একটি সুনির্বাচিত কবিতা-সমষ্টি প্রকাশ করিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যের একটি বহুকাল হইতে অনুভূত অভাব মোচন করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই-এর পারিপাট্য প্রশংসনীয় ও প্রকাশকের মার্জিত রুচির পরিচায়ক। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০শে মে, ১৯৪৮

প্রাকৃত পৈঙ্গল

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চলা এ॥

সেই আমার কান্ত এখন দূর দিগন্তে; বৃষ্টি আসে, চিত্ত বিচলিত

* *

কাঅ হুউ দুব্‌বল তেজ্‌জি গরাস
খণে খণে জানিঅ অচ্ছ নিশাস।
কুহুরব তার দুরন্ত বসন্ত
নিদ্দঅ কাম কি নিদ্দঅ কন্ত॥

শরীর দুর্বল হ'ল, আহারে আর রুচি নেই, ক্ষণে ক্ষণে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। কোকিলের ডাক বড় তীব্র, বসন্তও দুরন্ত। কান্ত না কাম, কে যে নির্দয় জানি না।

* *

তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবন বহ খরা
লগ ণহি জল বড় মরু-থল।
জণ-জীবন-হরা।
দিসই বলই হিঅঅ দুলই
হমি একলি বহু
ঘর ণহি পিঅ সুণ হি পহিঅ
মন ইচ্ছই কহু॥

প্রেম যুগে যুগে

তরুণ সূর্যের তাপে পৃথিবী তপ্ত, বায়ুর বেগ প্রচণ্ড, কাছে কোথাও জল নেই, শুধু নিষ্প্রাণ নির্জন বিশাল মরু প্রান্তর। আমি একাকিনী বধূ, দিগন্তের পানে চেয়ে আমার বুক দুলে ওঠে। ঘরে প্রিয় নেই, হে পথিক শোন, তোমায় মনের কথা বলি।

ফুল্লিঅ কেসু
চন্দ তহ পহলিঅ
মঞ্জরি তেজ্জই চুআ।
দক্‌খিন বাঅ সীঅ ভই পবহই
কম্প বিওহিণী হিআ॥
কেঅলি-ধূলি সব্ব দিস পসরিঅ
পীঅর স‍ব্বউ ভাসে।
আই বসন্ত কাই সহি করিহই
কন্ত ন থক্কই পাসে॥

কিংশুক ফুটেছে, তাতে চন্দ্রালোক পড়েছে, আমের মঞ্জরি ঝরে পড়ছে। ঠাণ্ডা দক্ষিণ বাতাস বইছে, বিরহিণীর হৃদয় তাতে কেঁপে উঠছে। কেয়াফুলের চূর্ণ পরাগ সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে সব হলুদ রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে। বসন্ত এল, কি যে করি সখি, কান্ত যে কাছে থাকে না!



বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নাহিক ওর।
এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

* *

আজু রজনী হাম্ ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥

সোই কোকিল অব্ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব্ লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব্ মঝ যবহু পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগী নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

* *

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছনু কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত কত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভাব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

* *

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে　　　　তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি　　　　আধ বদনে হাসি
আধই নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি　　　　আধ আঁচর ভরি
তব্ ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা　　　　কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন　　　　জনু বুঝি ঐছন
পাশ পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি　　　　অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ　　　　অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পুরল আশা॥

* *

রয়ণি কাজর বম　　　　ভীম ভুঅঙ্গম
কুলিস পর এ দুরবার।
গরজ তরজ মন　　　　রোসে বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥
সজনী বচন ছড়ইতে মোহি লাজ।
জো হো এত সে হো অওবরু সবে হমে অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ॥
আপন অহিত লেখ　　　　কহইতে পরতেখ
হৃদয়ক ন পাইঅ ওল।

চাঁদ হরিণ বহ   রাহু কবল সহ
পেম পরাভব থোল ॥
চরণ বেধিল ফণি   হিত কএ মানিল ধনি—
নেপুর ন করএ রোল।
সুমুখি পুছঞো তোহি   সরুপ কহসি মোহি
সিনেহ কতদূর ওল ॥
ঠামহি রহিঅ ঘুমি   পরসে চিহ্নিঅ ভুমি
দিগ মগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি শিব শিব   তাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ ॥
ভনই বিদ্যাপতি   সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্বে।
রাজা শিবসিংহ   রূপ নরাএন
সকল-কলা-অবলম্বে ॥

* *

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনক কুম্ভ করি কুচ-যুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচ-ভার ॥
কদলি রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প ॥

দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ—পূরব আশ।
দুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

* *

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজরে ঝাঝর ভেলা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি—শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে, মিলব মুরারি॥

* *

কামিনী করএ সিনানে।
হেরইতহি হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণে॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
জনি মুখ-শশী-ভরে রোঅএ অন্ধারা॥
তিতল বসন তণু লাগু।
মুনিহুক মানস মনোভাব জাগু॥

কুচ-যুগ চারু চকেবা।
নিঅ-কুলে আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঁঞে শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব অকাশে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥

* *

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে
মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণি নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বন-বাসে॥
সুন্দরি, কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥
কুচ-ভয়ে কমল কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু
কর-ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ— কত কত ঐছন
করহ দমন পরতাপে॥

* *

গেলি কামিনী গজহু-গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।

প্রেম যুগে যুগে

ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বরনারী ॥
জোড়ি ভুজযুগ মোড়ি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ-চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু ।
পবন-পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু ॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর ।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুনহ যদুপতি
চিত থির নাহি হোয় ।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব তোয় ॥



বড়ু চণ্ডীদাস

চারিদিকে তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্ব ডালে বসি কুইলি কুহলে
লাগে বিষ-বাণ ঘাএ॥
চান্দ শুরুজের ভেদ না জানো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিনি মোর এবেঁ একখন
এক কলি যুগ ভাএ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিনি সকল অন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে॥

* *

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥

কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেনকালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবে কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতেঁ চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবেঁ বুক॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবেঁ কাহ্ন বিনি হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

* *

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলা॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা॥

কনকচম্পক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেল পর্বতকুহরা॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলীতরুসমা॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোক্ষারে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥

* *

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কর্ণযুগ তোর এ বগহুলে॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে
খস্তরী কুসুম তোর বসনে॥
ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
আশোকতবক করযুগলে॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে॥

চরণ কমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥



চণ্ডীদাস

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে তায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল-কুল॥
আঁখি-তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত-ভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণমালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল যুগল জিনি কুচ-যুগ
পাতলা কাঁচলী তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী জিনি কৃশ মাঝখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করী-কর পারা॥

চরণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য-ফলে বল বল সখা
সে রমা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে— ভেবনা ভেবনা
ওহে শ্যাম গুনমণি।
তুমি সে তাহার সরবস-ধন
তোমারি আছে সে ধনী॥

* *

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌঙকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥

তোরা পর-পতি সনে শয়নে স্বপনে
সতত করিবি লেহা।
তোরা সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
কহে চণ্ডীদাস— এমতি হইলে
তবে ত পীরিতি সাজে।
তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি ধরণী-মাঝে॥

* *

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র বাঢ়ল
মানিক হারালুঁ হেলে॥
নগর বসালেম সাগর বাঁধিলাম
মানিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মানিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে॥

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ—
বজর পড়িয়া গেল।
চণ্ডীদাস কহে— কানুর পিরিতি
মরণ অধিক শেল॥

* *

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈল কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে—ধনি, সব পরমান॥

* *

সই, কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াঞা
যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া—
এমতি পুড়িয়া মরে॥

হায় অভাগিনী দুখের দুখিনী
প্রেম-ছলছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল
পরাণে সংশয় দেখি॥

* *

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি—সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি—সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি—সেহো নহে তুল।
না আইসে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ—দুহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

* *

বধুঁ তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরিতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস— পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণখানি ॥

* *

পিরিতি পিরিতি সব জন কহে
পিরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরিতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরিতি অন্তরে পিরিতি মন্তরে
পিরিতি সাধিল যে।
পিরিতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পিরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।

পরকে আপন   করিতে পারিলে
পিরিতি মিলয়ে তারে ॥
পিরিতি সাধন   বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ।
দুই ঘুচাইয়া   এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরিতি আশ ॥

* *

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি ।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরিতি ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর ।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি ।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোর নিদারুণ হও ।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

* *

সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম ।
কানের ভিতর দিয়া   মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানিয়ে কত মধু   শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে রসতি তার নয়নে দেখিলে গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে চাহি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥



রামী

তুমি দিবাভাগে   লীলা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ   না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সম কাল   মানি সুজঞ্জাল
যুগ-তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে   মন স্থির নহে
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল   কত সুনির্মল
শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে   এ দুই নয়নে
নিমেষ দিয়েছে কেবা॥
তুমি যে আমার   আমি যে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়   প্রাণনাথ বিনা
ভাগ্য দেখি আঁধার॥



কবিকঙ্কণ

নাথ শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
যতেক বিবিধ সুখ পাইবে ফাল্গুন॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে॥
• সখিগণ আসিবে সুন্দর বেশ করি।
হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারি॥
সখী সব মিলি আসি গাইব গীত।
দোলাইব জগন্নাথ হইয়া মোদিত॥
মৃদঙ্গ পাখোয়াজ বীণা একত্র করিয়া।
নাচিবে নর্তকগণ সুবেশ ধরিয়া॥
মধুমাসে মালতী কুসুমে মধুকর।
মধুমত্তে মাতোয়াল ভ্রমরা ভ্রমর॥
কুসুম কাননে কান্ত করিবে নিবাস।
বিষম মদন তাপ হইবে বিনাশ॥
যেই মধুমাস যাইবে কুতুহলে।
শীতল যোগাব আমি চিয়ান বিকালে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়ে শয়নে।
•• মধুমাস যাইবে মধুর আলাপনে॥
মোহন চৈত্রমাস মোহন চৈত্র মাসে।
মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে॥



জ্ঞানদাস

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া— বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মুছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে— এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে॥

* * *

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরানে পরানে নেহা।
কি জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

প্রেম যুগে যুগে

সই কিবা সে পিরিতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ-সৌরভ
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পাসরিয়া বাউল হইয়া
তখন সেদিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায়॥

* *

মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরানের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনা আর কারু নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরি বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।

৪

ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকি সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সোহ হৃদয়ে লাগিল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণের ভূষণ অঙ্গ
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরান কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

* *

এ ঘোর রজনী মেঘ-গরজনী
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ পিছাইয়া রহিঁলু বসিয়া
পথ-পানে নিরখিয়া ॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব-অনুরাগ ভরে ॥

এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বঁধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল মোর মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি
পরান-মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে— শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুর সনে ॥

* *

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয় ॥
আলো সই সেজন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরিতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥
সহজে রসের আকর সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি ও গীম-দোলনি
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে— সে পিয়া-পিরিতি
মরমে পশিল তোর ॥

● ● ●

গোবিন্দ দাস

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাখে বিষম বিশিখে
পরান বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী-ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উঠিয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল—
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরান—
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

* *

শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল" কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথী
মত্ত মধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি শ্যামর মোহন মদন মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরনি॥
সুতল গোপী প্রেম রোপি মনহি মনহি আপিনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কলরোলনি।
বিছুরি গেহ নিজহি দেহ একু নয়নে কাজরয়েহ
বাঁহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥
শিথিল ছন্দ নীবি বন্ধ বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ
খসত বঁসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনি।
ততহি বেলি সখিনী মেলি কেহ কাহুক পথ না হেরি
ঐছন মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দ দাস বোলনি॥

* *

ঝর ঝর জলধর-ধার।
ঝঞ্ঝা-পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী-মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা॥
ঝূট কি কহব কানাই।
ঝূরত তুয়া বিনু রাই॥

ঝন ঝন বজর-নিশান।
ঝাঁপি রহত দুহুঁ কান॥
ঝিঙ্গিরি-ঝঙ্কারু রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি॥
ঝুমরি দাদুরী বোল।
ঝুলত মদন-হিলোল॥
ঝটকি চলহ ধনি পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দ দাস॥



নিতাই দাস

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
সই কেন অঙ্গ অবশ হইল
সুধা বরষিল শ্রবণে।
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত
জড়বৎ কোন কারণে।
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ
তরু হেলে বিনে পবনে॥
একি একি সখি একি গো নিরখি
দেখ দেখি সব গোধনে
তুলিয়ে বদন নাহি খায় তৃণ
আছে যেন হীনচেতনে॥
হায় কিসের লাগিয়ে বিদরে এ হিয়ে
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ এ কি প্রেম উপজিল
সলিল বহিল নয়নে॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী
বেজেছিল সই কাননে।
কুল লাজ ভয় হরিল তাহাতে
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥



প্রেমদাস

এ সখি অদভুত প্রেমতরঙ্গ।

দুহুঁ অদরশে দুহুঁ অতি সে বিয়াকুল

দরশনে ঐছন রঙ্গ ॥

মরকত-কনক— মুকুর জিনি দুহু তনু

দুহুঁ ছাহ হেরি দুহুঁ অঙ্গে।

দুহুঁ জন দেখি হৃদয়ে দ্বিধা উপজল

দুহুঁ বৈঠল মুখ বঙ্কে ॥

কিয়ে দুহুঁ মনহিঁ রোখ অতি বাঢ়ল

দোঁহে চলু তেজইতে প্রাণে।

নিবিড় কুঞ্জে দোঁহে দৈবে মিলায়ল

কোরে কয়ল আন ভানে ॥

কোরহি পরশে মদন দুহুঁ উপজল

গেলহিঁ দুর দুরভান।

কত কত চুম্বন কতহি আলিঙ্গন

প্রেমদাস রসদান ॥



বলরামদাস

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি-মরকত-অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল-নয়ন কোণে জাতিকুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নগর রঙ্গী॥
মন্থর চলনখানি আধ আঁধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥

* *

রাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়া আছে মনে।
যারে বিদগধ-রায় বলিয়া জগতে গায়—
মোর আগে কিছুই না জানে॥

প্রেম যুগে যুগে

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি—
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে খেনে করে উতরোলে
তিলে শত বার মুখ চুমে॥
খেনে বুকে খৈনে পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে
হিয় হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান—
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
খেনে ধরে হিয়ার উপরে।
খেনে পুলকিত হয় খেনে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥



শ্রীনিবাস দাস

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥
রতন-কড়িয়া কে বা যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়া-মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো—
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও॥
মদন ফান্দিয়া ও না চূড়ার টানানি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ মুকুতা গো
সোনায় মড়িত তার পাশে।
বিজুড়ি-জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
সুন্দর কপালে শোভে চন্দন-তিলক গো
তাহে শোভে অলকার-পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝল মল করে গো
চাঁদে যেন ভ্রমরার ভাঁতি॥

প্রেম যুগে যুগে

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥
নাটুয়া-ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়—
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাস কয়— লখিলে লখিল নয়
রূপ-সিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥



ঘনশ্যাম দাস

ডাকে ডাহুক ঝমক ঝমকল
ঝারি ঝলকত ঝরিয়া।
ডিণ্ডি মারিত মণ্ডুকীবর
ময়ুর নাচত সাজিয়া॥
রে ঘঁন ঘন ঘন গহন দূর গহ
গগনে ঘন ঘন গর্জিয়া।
আওয়ে রতি পতি মত্ত-গজ-পর
বিরহিণীগণ তর্জিয়া॥
হানে তনুমন পলক পলকন
ঝলকে যামিনী-কাঁতিয়া।
খুর-ধার খরণ উঘারি ঝাঁকত
বীর-রস-ভরে মাতিয়া॥
অরবিন্দ নাহি পর জীউ-সংহর
অসম শর বরখন্তিয়া।
নন্দ-নন্দন চরণে ভণ
ঘনশ্যাম দাস নমস্তিয়া॥



নরহরি দাস

প্রাণনাথ পরাণ কেমন করে।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে যাব ঘরে ॥
পুরুবে যতেক করিলুঁ সুতপ—
তপের নাহিক সীমা।
সেই সব তপ বিফল নহিল
তেঞিসে পাইলুঁ তোমা ॥
মৃগমদ বলি ঝাঁপিয়া কাঁচলি
রাখিব হিয়ার মাঝে
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া
রাখিব লোকের মাজে ॥
কিম্বা কেশপাশে কুবলয়-দামে
রাখিব যতন করি।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া
দেখিব নয়ান ভরি।
যদি কদাচিত হয় জানাজানি
কহিব বেকত করি।
সে ভয়ে সভয় নহি কদাচিত—
কহে-দাস নরহরি ॥



বাসুদেব ঘোষ

না জানিয়া না শুনিয়া পিরিতি করিলাম গো
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে
এমতি ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
হের যে আমারে দেখ মানুষ-আকার গো
মনের অনলে আমি পুড়ি।
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো
পাকানিয়া পাটের ডুরী॥
আল্পুয়া পুখরে যেন দীনহীন মীন হেন
নিশ্বাস ছাড়িতে ঠাঞি নাই।
বাসুদেব ঘোষ কহে— ডাকাত্যা পিরিতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥



মুরারি গুপ্ত

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ন-পুতলি করি লয়্যাছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি—
জাতি কুলশীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি—
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে—
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে— পিরিতি এমতি হইলে
তার যশ তিন লোকে গায় ॥



রাধাবল্লভ

সখিহে অপরূপ পেখলু বালা।

হিমকর-মদন— মিলিত মুখমণ্ডল

তা পর জলধর-মালা॥

চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী মুচকায়ই ফিরি গেল।

তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল জীবইতে সংশয় ভেল॥

অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরি,

অণুখন সোই ধেয়ান।

তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি সমুঝিয়ে

আকুল অথির পরাণ॥

মরমক বেদন তোহে পরকাশল তুহু অতি চতুর সুজান।

সো পুন মধুর-মূরতি দরশায়বি এ রাধাবল্লভ গান॥



রায়শেখর

সই পিরিতি পিয়াসে জানে।

যে দেখি যে শুনি　　　চিতে অনুমানি

নিছনি দিয়ে পরাণে॥

মো যদি সিনাঙ　　　আগিলা ঘাটে

পিছিলা ঘাটে সে নায়।

মোর অঙ্গের জল　　　পরশ লাগিয়া

বাহু পসারিয়া রয়॥

বসনে বসন　　　লাগিবে লাগিয়া

একই রজকে দেয়।

মোর নামের আধ　　　আখর পাইলে

হরিষ হইয়া লেয়॥

ছায়ায় ছায়ায়　　　লাগিব লাগিয়া

ফিরয়ে কতেক পাকে।

আমার অঙ্গের　　　বাতাস যে দিগে

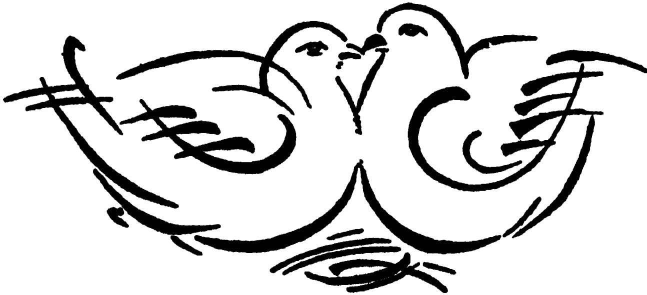
সে মুখে সিদিন থাকে॥

মনের আকুতি　　　বেকত করিতে

কত না সন্ধান জানে।

পায়ের সেবক　　　রায় শেখর—

কিছু বুঝে অনুমানে॥



শেখর

সেকাল গেল বৈয়া বন্ধু
সেকাল গেল বৈয়া।
আঁখি-ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতা রৈয়া॥
ঘেশের লাগিয়া দেশের ফুল
না রহিত কিছু বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা—
আর যে চিনিবা কেনে॥
কুলি বেড়াইয়া নাম লইয়া
ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতেহ কত
লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিলুঁ
কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে— পরের বেদন
নাহি জানে কালা॥



লোচনদাস

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ান ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
মনি নও মানিক নও হার করি পরি গলে
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লৈয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
কাজর করিয়া তোমা নয়নেতে রাখি যদি
তাহে গুরুজনা অপবাদ।
ও রাঙ্গা চরণে নূপুর হইতে
লোচন দাসেরই সাধ॥



বসন্ত রায়

ওহে নাথ কিছুই না জানি
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি
পরাণ-পুতলি তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ-আভরণ তুমি শ্রবণ-রঞ্জন
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন।
নিমিখে শতেক যুগ হারাই যেন বাসি
রায় বসন্ত কহে—পহু প্রেমরাশি।



নরোত্তম দাস

কিবা সে তোমার প্রেম— কত লক্ষ কোটি হেম
নিরবধি জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি তেঞি পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের তরে ॥
কালিয়া বরণখানি আমার মাথার বেণী—
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ পূরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপ লোকে ॥
মণি মুকুতা নও গলায় গাঁথিয়া লব
ফুল নও কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতুঁ দেশ দেশ ॥

* *

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস ॥
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল একসঙ্গ ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস ॥



সৈয়দ মর্ত্তুজা

ওহে পরাণ বঁধু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব
তোমারে তোমার দিয়া তোমার হইয়া রইব॥



আলাওল

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।
বরবালা দুই ইন্দু   স্রবে যেন সুধা বিন্দু
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম   মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত বাসে।
মলয় সমীর   সুসৌরভ সুশীতল
বিলোলিত পতি অতি রস ভাসে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি   ফুটিল তমালদ্রুম
মুকুলিত চ্যুতলতা কোরক জালে।
যুবজন-হৃদয়   আনন্দে পরিপূরিত
রঙ্গ মল্লিকা মালতী মালে॥



ভবানীদাস

তোমা সঙ্গ প্রীতি করি আনলে দহিয়া মরি
পাঞ্জার বিন্ধিল কাল ঘুণে।
যদি মণি মুক্তা হৈত হার গাথি গলে দিত
পুষ্প নহে কেশেত রাখিতাম॥
আসিব আসিব করি আমি রইলাম পন্থ হেরি
নয়ান হইয়া গেল ঘোর।
যেদিন আসিলু শিশু না জানিলাম দুঃখ কিছু
এবে যৌবন হইল পূরণ।
যৌবন হইল কাল মরিলে সে হয় ভাল
এরূপ যৌবন বৃথায় গেল॥
এরূপ যৌবন-ধন হারাইলাম অকারণ
বৃথায় বৃথায় গেল দিন গণিয়া।
যৌবন হৈল বৈরী সম্বরি রাখিতে নারি
না ভজিল প্রিয়া গুণনিধি॥



ময়নামতীর গান

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
নিদের স্বপনে রাজা হবে দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত—নাই প্রাণের ধন॥
দশ গৃহের মা-বহিন রবে স্বামী লইয়া কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
জায়ব জীবন-ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রান্ধিয়া দিমু অন্ন (তোমার) ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
শীতলপাটি বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।
হাউম রঙ্গে সাঁতিমু হস্ত পাও॥
গ্রীষ্মকালে বদন ত দিমু দণ্ড-পাখা বাও।
মাঘ মাসের শীতে ঘেঁসিয়া রমু গাও॥



মৈমনসিংহ গীতিকা

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায় ॥
এই তো কেশ কন্যার লাখ টাকার মূল ।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল ॥
ডাগল দীঘল আঁখি যার পানে চায় ।
একবার দেখলে তারে পাগল হইয়া যায় ॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন ।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন ॥
জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশির স্বপন ।
কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন ॥
জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া ।
আস্মানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া ॥

—অজ্ঞাত কবি

* *

বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে
মালতী বকুল ।
আঞ্চল ভরিয়া তুল্‌ব
তোমার মালার ফুল ॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে
রক্তজবা সারি ।
তোমারে করিব পূজা
প্রাণে আশা করি ॥

বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে
মল্লিকা মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন
তোমার মত পতি॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে
কেতকী দুস্তর।
কি জানে লেখ্যাছে বিধি
কপালে আমার॥

—নয়ানচাঁদ ঘোষ

* *

যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তোমায়
মৈষালের বাড়ী।
সেইদিন হইতে বন্ধু আমি
পাগল হৈয়া ফিরি॥
আন্দাইরে ডুবাইছে বন্ধু আরে বন্ধু
চন্দ্র সূর্য তারা।
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু
হৈছি আপন-হারা॥
বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু
তোমার পায়ের ধ্বনি।
ঘুম হইতে জাইগা উঠি
আমি অভাগিনী॥
বুক ফাটিয়া যায় রে বন্ধু আরে বন্ধু
মুখ ফুটিয়া না পারি।
অন্তরের আগুনে আমি
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি॥

প্রেম যুগে যুগে

পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু
রাখতাম হৃদপিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু
গাঁইথা রাখতাম তোরে॥
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু
জাইগা সারা নিশি।
চান্দ-মুখ দেখিতাম
নিরালায় বসি॥
বাটা ভরি বানাইয়া পান রে বন্ধু
তোরে দিতে লাজ বাসি।
আপনার চক্ষের জলে আরে বন্ধু
আপনি যাই ভাসি॥

—দ্বিজ ঈশান

* *

কইও কইও কইও দূতী
কইও মায়ের আগে।
আমারে যে লইয়া যায়
দেওয়ান ভাবনার চরে॥
(ভাবনায় লইয়া যায় রে।)
কইও কইও কইও দূতী
কইও মামীর আগে।
আমার কাঁখের কলসী পইড়া রৈলা
অইনা নদীর ঘাটে॥
(ভাবনায় লইয়া যায় রে।)
কইও কইও কইও দূতী
প্রাণ-বন্ধুর আগে।

প্রেম যুগে যুগে

বন্ধুরে জানাইও সুনাই রে
খাইছে ভাবনা-বাঘে ॥
সাক্ষী হইও চান্দ সুরয
দিবস রজনী।
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইও
দুঃখের কাহিনী ॥

উইড়া যাওরে বনের পংখী
নজর বহুদূরে।
বন্দেরে কহিও সুনাই
লইয়া গেছে চোরে ॥

গাঙের পারের হিজল-গাছ
শুন আমার কথা।
প্রাণ-বন্ধুরে লাগাল পাইলে
কইও যত কথা ॥

গাঙের পারের কেওয়া-ফুল
ফুট্যা রইছে ডালে।
দুক্কের কথা কইও মোর
বন্ধুর লাগাল পাইলে ॥

সাক্ষী হইয়ো নদী নালা
আর পশু পংখী।
অভাগী সুনাইরে দিল
কাল বিধাতা ফাঁকি ॥

সত্যযুগের বায়ু সাক্ষী
আর তো সাক্ষী নাই।
বন্ধুর আগে কইও তোমার
মইরাছে সুনাই ॥

কি করিলাম দুক্কের কপাল
কেন বা আইলাম জলে।
সেই কারণে যজ্ঞের ঘির্‌ত
খাইল চণ্ডালে॥

আগে যদি জানতাম দুক্কুরে
এই ছিল কপালে।
কাষ্ঠের কলসী গলাত বান্ধ্যা
ডুব্যা মর্‌তাম জলে॥

(ভাবনায় লইয়া যায় রে।)

আসিব বলিয়া বন্ধু
না আসিল কেরে।
না জানি পরাণের বন্ধু
পড়িল কি ফেরে॥

না আইল না আইল বন্ধু
ক্ষতি নাই সে তাতে।
না জানি বিপদে বন্ধু
পড়িল কি পথে॥

বিষম নদীর ঢেউ রে
অলছ-তলছ পানি।
কি জানি পন্থেতে বন্ধুর
ডুবেছে নাওখানি॥

উইড়া যাওরে বনের পংখী
খবর দিও তারে।
তোমার স্থনাই লইয়া যায়
দেওয়ান ভাবনার ঘরে॥
(ভাবনায় লইয়া যায় রে।)

প্রেম যুগে যুগে

সুন্দর দেখিয়া ভাবনায়
লইয়া যায় রে।
লইয়া যায় লইয়া যায়
লইয়া যায় রে॥

—অজ্ঞাত কবি

* *

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়া বনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান।
রাত্রি-নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি॥
একেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই॥
যে দিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে মন ফিরে বাটে বাটে॥

—চন্দ্রাবতী

* *

আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বইস আমার কাছে।
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে॥
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইরা রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা॥
তোমারে শুইতে দিবরে বন্ধু অঞ্চল বিছান।
মুখেতে তুলিয়া তোমায় দিব সাচী পান॥
গলেতে গাঁথিয়ারে দিব মালতীর মালা।
ঝাড়িয়া পুঁছিয়া দিব তোমার গায়ের ধূলা॥

প্রেম যুগে যুগে

তুমিরে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতিকুল ॥
ধেনু বৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে।
বন্দের লাইগা থাকি চাইয়া পথপানে ॥
পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আখি জলে।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে ॥
নয়নের কাজল রে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা ॥
না যাইও না যাইও বন্ধুরে আরে চরাইতে ধেনু।
আতপে শুকাইয়া গেছেরে বন্ধু তোমার সোনার তনু ॥
আইস আইস বন্ধু খাওরে বাটার পান।
তালের পাংখায় বাতাস করি জুড়াকরে পরান ॥
আহারে প্রাণের বন্ধু তুমি ছিলে কৈ।
তোমার লাইগা ছিকায় তোলা গামছা বান্দা দৈ ॥
গামছা বান্দা দৈরে বন্ধু শালি ধানের চিড়া।
তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থাক্যা খাড়া ॥
শ্রীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জ্বালা।
দণ্ডেক অদেখা কন্যা না হও উতলা ॥

—শ্রীনাথ বানিয়া



চাঁদ কাজি

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
(তুমি) নাম ধরিয়া বাজাও বাঁশী আর আমি মইরি
লাজে॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
(আর) অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে-মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাওঁ॥
চাঁদ কাজি বলে—বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥



বংশীবদন

আগে পাছে চলে মোর   কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ   নয়ানে লাগিয়া গেল
সরম রহিল সেই ঠাঞি॥
আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর   না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিক ধিক জ্বলে॥
কেন বা চঞ্চল চিত   নিবারিতে নারি গো
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে   মুরুছা পাইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে॥
ধীরে ধীরে পা-খানি   বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদন কহে   শুন অনুরাগিনি
পিরিতি অনল না নিভাই॥



রাধামোহন ঠাকুর

হরি হরি কোহই অপরূপ বালা।
কুন্দন কনয়া কান্তি কলেবর
নিরূপম রূপক শালা॥
চিকন চামরি চামর-চয়-রুচি
পদম বিলম্বিত-কেশা।
কান্তি-কলাযুত কামিনী-মদহর
ত্রিভুবন-বিজয়ী-বেশা॥
ইন্দীবর-বর গরব-গরাসিত
খঞ্জন-গঞ্জন-নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল
জিত স্মিত-বিকশিত-বয়না॥
থল-কমলারুণ রাতুল পদতল
জিত-চাঁদ নখ-চাঁদ-শোভা।
হেরইতে লাবনি অমিয়াসার জিনি
রাধামোহন মনোলোভা॥



ভারতচন্দ্র

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে।
প্রাণনাথ এইখানে বারমাস রহহে,॥
বার মাস ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গণগণি
প্রলয় মলয় গন্ধ বহ হে॥
বিজুলী জলের ছাট মত্ত ময়ুরের নাট
মণ্ডেকর কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমলকুল সাজাবে মূলার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥

* *

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে
একথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা
জান কত খেলা দেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র যত ভারত গোচর॥

* *

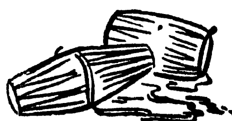
প্রেম যুগে যুগে

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যেও নালো যেও না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমল-কানন পানে চেও না লো চেয়ো না॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেও নালো পেও না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায়ে পাছে ভাঙে কটি ধেও না লো ধেও না॥



রামপ্রসাদ

ঘন ঘন ঘন রব অবশ শরীরে সব
মনোভাব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্ব কুসুম ফুটে বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে
যাতায়াতে সকলে রহিত।
ঘর ছাড়া পতি যার অভাগা কপাল তার
ধীরে ধীরে বিধি বিড়ম্বিত॥
ধরাধর গুরু গর্জে যে বুলি মদন তর্জে
আটনি দামনী বাহু লাড়া।
দেবরাজ দগ্ধে মর্ম দেখ কি অনীত কর্ম
মড়ার উপরে হানে খাঁড়া॥
সিংহে মহী একাকার জল ভিন্ন স্থল আর
তিল অর্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ কাল কোকিলের দুখ
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র॥
দিবা যায় গৃহ নাটে রজনীতে বুক ফাটে
আবেশে বালিশ চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে॥



বাউল

আমার　　ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।
　　　　কমল যে তার দল গুটালো আঁধারের তীরে।
　　　　গভীর কালোয় যমুনাতে
　　　　চলছে লহরী
　　　　—রসের লহরী।
ও তার　　জলে ভাসে
　　　　কানে আসে
　　　　রসের বাঁশরী।
আমি　　বাইরে ছুটি বাউল হয়ে
　　　　সকল পাসরি।
　　　　ঘর ছাড়িয়ে কেঁদে মরি
　　　　ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।
　　　　আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে।

* *

　　　　আমি মজেছি মনে।
　　　　না জানি মন মজ্‌ল কিসে
　　　　　　আনন্দে কি মরণে।
ওরে　　আমায় এখন ডাকা মিছে
　　　　নাই যে হিসাব আগে পিছে
　　　　আনন্দে মন নেচে ওঠে
তার　　নূপুর বাজে রাত্রে দিনে।
　　　　কই সে সাগর কই এ নদী
　　　　তবু চলছে খবর নিরবধি

প্রেম যুগে যুগে

আজব রঙ্গ দেখবি যদি
মিলা নয়ন হৃদয় সনে।

* *

নয়ন আমি মেলুম না
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল বলরে শ্রবণে॥
তোরা বলগো ঘ্রাণে বল শ্রবণে
তোর বন্ধু এসেছে পূরব গগনে।
কমল মেলে কি আঁখি
তারে সঙ্গে না দেখি
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে।
নয়ন আমি মেলুম না
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।

* *

ওগো দরদি।
আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
তার ডাক নাহি হাঁক নাহি গো
আপনে আপনে চলে যায়।
ধৈরজ না ধরে অন্তরে
মন শিহরি নয়ন পরে
মন নীরবে সরবে সদা
বলে আয় গো আয়।
ভাটী সোঁতে ভাটারি গড়ান
সাগর যেমন সদা টানে নদীর পরাণ।
সে টান এতই প্রবল মনের গরল
অমৃত হইয়ে যায়।

কেমন করে দেয় গো মন্ত্রণা
উড়ায়ে দেয় মনের পাখী
মানা মানে না।
উড়ে যায় বিমানের পানে
শীতল বাতাস লাগে গায়।



অজ্ঞাত গ্রাম্য কবি

মনের অনুরাগী পোষা পাখী আমার গিয়াছে উড়ে।
যখন পাখীর মন ছিল সরল ফাকি দিয়া কাট্যা গেল
তিন পেঁচের শিকল।
ফাতেমা তোর পায়ে ধরি আমার পাখী দাও'ধরে
মনের অনুরাগী পোষা পাখী আমার গিয়াছে উড়ে।
পাখীর সাথে ময়ূরের পাখা গৌরবরণ সেই না পাখা
চোখ দুইটি রাঙ্গা
হিঙ্গুল বরণ সেই না পাখী দেখলে মুনির মন ঝুরে
মনের অনুরাগী পোষা পাখী আমার গিয়েছে উড়ে।

* *

বাড়ীর কাছে কামার ভাই খাইয়া যাও পান
ভাল করে গড়াইও কাঁচি আলি কাটবে ধান।
দুঃখরে যৌবন প্রাণের বৈরী।
আলি যাবে ধান কাটিতে খায়া যাবে কি।
মেনা গাবীর ছানা দুগ্ধ গমের রুটি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে না পারি,
যৌবন জ্বালা তেজ্য করি গলায় দিব দড়ি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
ঝাড়ের বাঁশ কাটেরে যাদু বন্দিও বাঙ্গেলা
তুমি যাদু বাণিজ্যে গেলে কে খাবে কাথলা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।

হাটে যাও বাজারে যাও গাছে পাকা বেল
তুমি যাদু বাণিজ্যে গেলে রাখালে মারবে ঢেল।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
হাটে যাও বাজারে যাও কিনে আনো কলা
তুমি যাদু বাণিজ্যে গেলে কে ধরিবে. গলা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
যৌবন জ্বাঁলা বড় জ্বালা সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে জলে ডুবি মরি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া যাদু বান্দিও লাওয়ের গুড়া
তুমি যাদু না যাইও বাণিজ্যে যাবে তোমার খুড়া।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া যাদু বান্দিও লায়ের বাতা
তুমি যাদু না যাইও বাণিজ্যে যাবে তোমার দাদা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
লাউসাক দিব লাল পাগড়ী মাঝিরে দিব সোনা
আমার যাদু বাণিজ্যে যা'তে তোমরাই কর মানা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
যৌবন জ্বালা বড় জ্বালা সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দেব ছুরি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।

* *

ও রায় কিশোরী তোর সনে মোর কথা ছিল কি।
ঐ কাল জলে চান করাব সই
ও সইরে ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি।

বেড়াই আমি তোমার লাগে
অস্ত্রধারী হলাম সাথী তোমার লাগে
ঘুরছি আমি রাত্রদিন, করিছো কেন চাতুরী।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি।
ও সইরে তোমার লাগে পাক পাড়িয়ে
পথের দুর্বা মাইরাছি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি।
ও রায় কিশোরী তোর সনে মোর কথা ছিল কি।

* *

নটবর গত নিশি কোথায় কল্লেন ভোর।
বেলা গেল সন্ধ্যা লাগ্‌ল গৃহে দাও বাতি
রাঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন হে জাগব কত রাতি হে।
ভাত হ'ল কড়কড়া হ'ল হে নটবর
ব্যঞ্জন হলরে বাসী
শিকার উপর দুধের বাটী
হানা গেল সাছি হে (নটবর)।
আম্র ধরে ঝোঁপা ঝোঁপা তেঁতুল ধরে বেকা
বাছিয়া বাছিয়া কর পিরিত্‌ যাহার হাতে শ্যাঁকা হে। (নটবর)
বেলা গেল সন্ধ্যা হল কাক কোকিল গেল বাসা
উঠ উঠ প্রাণ শয্যা ছাড়ি দেও একবার দেখা। (হে নটবর)
বড় পাতারি চাকল চুকল বাঁশ পাতারি সরু
দেখে শুনে ক'রো পিরিত যাহার মাজা সরু। (হে নটবর)

* *

মালা কার গলে দিবরে ও প্রাণ ভ্রমরা
চাঁপা ফুলের মোহন মালা।
আমি না জানি উঠিতে না জানি বসিতে না জানি
এ কেশ বাঁধিতে

প্রেম যুগে যুগে

সরু সুতার বস্ত্র না জানি পড়িতে মুই নারী অল্প বয়সে।
রাজার ঝিয়ারী মাটির কলসী
যায় কন্যা যমুনার জলে।
কলসীর ভারে চলিতে না পারে
হেলে দুলে পড়ে বন্ধুর গায়ে।
(মালা কার গলে দিবরে।)

জলেতে রাঁধিব জলেতে বাড়িব জলেতে ভাসাব হাঁড়ি
যে মোরে ভাঙ্গিল এ নবীন পিবিতি তাঁই যেন হয়
এ পাপের দায়ী।
(মালা কার গলে দিবরে।)

আমারি বন্ধু অন্যেরি বাড়ি যায় আমারি বাড়ী দিয়া ঘাটা
আরকে দিন দেখিলে আপন নজরে পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা
(মালা কার গলে দিবরে।)

বন্ধুরী বাড়ীতে একজোড়া কবিতর আভাগার বাড়ীতে চার
এক মুষ্টি শরিষা ফিঁকিয়া মারিলে খায় আর বাকুম
বাকুম করে।
(মালা কার গলে দিবরে।)



রতিরাম

গাদলা নাই ঝড়ি নাই
কাশিয়ার ফুল ফুটে।
নাচিয়া বেড়ায় খঞ্জনগুলা
ইতি-উতি ছুটে॥
নদীর জল টলমল
দেখা যায় ভালা।
মাথার উপর আকাশখানি
খালি সব নীলা॥
সাঁঝের বেলা পূরব দিগে
ঝলক দিয়া চান্দ।
আকাশের গায় উঠে অই
কেমন তার ছান্দ॥
সিঙ্গাহারের ফুলে ফুলে
ঢাকিল সব বন।
সুবাস পায়া ঘরে থাকিব
কাহারো না-হয় মন॥
সব ঠাঁই ছড়ায় বসে
ফুর ফুরা বায়।
লাখে লাখে ভ্রমরা উড়ে
যুতি ফুলের গায়॥

এমন সময় নদীর কূলে
বাঁশীত দিল সান।
গলে মালা চিকণ কালা
করে রাধা রাধা গান॥

* *

রূপসী যতেক ছিল ব্রজের বউরী।
সকলে বাহির হইল কেহ নাই বৈরী॥
সকলি মিলিল আসি নিকুঞ্জের বনে।
ডালি ভরি তুলি ফুল আনে জনে জনে॥



জয়নারায়ন সেন

অন্য নায়িকার ঘরে নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে
মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া মন-রাগ না সহিয়া
মন্দ কাজ করেছিনু আমি॥
রঙ্গনের মালা দিয়া দুহাতে বন্ধন দিয়া
কর্ণ-উৎপলে ভাঙিছিলে।
সেই অভিমান মনে করিয়া আমার সনে
রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥
আর দুঃখ মনে জ্বলে একদিন নৃত্য কালে
পদের নূপুর খসেছিল।
ত্বরা তুমি দিতে পায় বিলম্ব হইল তায়
দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হইল॥
তাতে আমি মান করি নৃত্যগীত পরিহরি
বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে।
যত সাধ কৈলা তুমি পুনঃ না নাচিনু আমি
তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে॥



আনন্দময়ী

ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্টমনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কানে॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥
আর তব স্থাপ্যধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥



নিধুবাবু

কাজল নয়নে আর দিওনা কখন।
শরে কেবা নাই মরে
বিষ যোগ তাহে কেন॥
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণে
বাঁচিবার এক হেতু আছে তাহে শুন।
সুধা হলাহল সুরা নয়নের তিন গুণ॥

* *

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয় তাত নয় গো।
সুখের জলধি স্রোত নিরবধি বয় গো॥
সদা নেত্র উন্মীলনে হেরি সে মনোরঞ্জনে।
প্রতি পলক পতনে অঞ্জনে মিশায় গো॥
যখন থাকি নিদ্রিত স্বপনে প্রাণ পুলকিত।
সে মনে হয়ে উদিত যেন কথা কয় গো॥

* *

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নী।
মৃগের গমন দ্রুত আমি পলাইব কত
পথ না পাই ধনি।
তাহার সহিত হাসি দেখ আর কেশ ফাঁসি
শ্রবণেরে তব আঁখি কহে কি না জানি না।
আমি হইয়াছি ভীত ভরসা বচনামৃত
বাঁচিবার হেতু জানি।



কালী মির্জা

সই যে যার মরম জানে
    সে কি তারে ত্যজিতে পারে।
না ঘুচে আঁখির আশা
        ও মুখ হেরে।

যার যাতে মজে মন
সে তার পরম ধন
সতত সে প্রাণপণ করে তাহারে।



রাম বসু

তুমি হও মহাজন অবলার।
বাঁধা রেখে মন লব প্রেমধন
আমার যৌবন হবে জামিনদার ॥
পিরিতেরি খাতক আমি হবো হে তোমার
পরিশোধ না হবে প্রণয়।
মন বাঁধা থাকবে আমার প্রাণ যতদিন রয় ॥
সুদে সুখ ভুঞ্জ চিরদিন
মলে এ ধারে হবে উদ্ধার।
এসেছি পিরিতের দেশে প্রাণ প্রেমিক না পাই
হেন স্থান নাহি প্রাণ সঁপে প্রাণ জুড়াই।
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়
বঞ্চিত কোরো না বঁধু কিঞ্চিতো আমায়।
আপনার কোরে লও আমারে
প্রেমনিধি দিয়ে ধার ॥

* *

হর নই হে আমি যুবতী
কেন জ্বালাতে এলে রতি-পতি।
কোরো না আমার দুর্গতি ॥
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥

প্রেম যুগে যুগে

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ

আজ অনঙ্গ একি রঙ্গ হে তোমার।

হর ভ্রমে শরাঘাত

কেন করিতেছ বার বার॥

ছিন্ন ভিন্ন বেশ দেখে কও মহেশ

চেন না পুরুষ প্রকৃতি।

হায় শুন শম্ভু-অরি ভেবে ত্রিপুরারি

বৈরী হয়ো না আমার।

বিচ্ছেদে এ দশা বিগলিত-কেশা

নহে এতো জটাভার।

বয়সে নবীনা প্রাণপতি বিনা

যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি॥

কণ্ঠে কালকূট নয় দেখ পরেছি নীলরতন

অরুণ হল নয়ন কবে পতি বিরহে রোদন।

এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর

মাখি নাই বিভূতি॥



মধুসূদন

কে জানে আগুন তার গুণাগুণ
সেই জানে এ কেমন আগুন যার মনে এ আগুন।
দেখিলাম নানা স্থানে না দেখি নয়নে,
মনে মনে জ্বলে এ আগুন।
প্রজ্বলিত অন্তরে হয় নাকো সৎকার
কেবল দেহদাহ সদাই হাহাকার।
পিপাসায় প্রাণ জ্বলে
যদি যাইরে জলে
আরও জ্বলে জ্বালা হয় দ্বিগুণ।
সে না হয় নির্বাণ
এম্নি এ আগুন।
নিবালে চতুর্গুণ এমনি তার বিগুণ।
সুদন বলে হরি উহু মরে যাই
তার বলিহারি যে দিলে আগুন॥



হরু ঠাকুর

যার স্বভাবে যা থাকে প্রাণনাথ
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন তোমারে ॥
শুনেছো কখনো অঙ্গারের মলিনো
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।
নিম্বতরু যদি রোপণো হয়ো
শত ভারো শর্করে।
সে মিষ্ট রসো না হয়ো কখনো
নিজ গুণ প্রকাশো করে ॥

* *

পিরিতি নাহি গোপনে থাকে
শুনলো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছো কখন জ্বলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধনো বাধে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষে-বিষাদ
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিৎ প্রকাশ
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে ॥



দাশরথি রায়

বধিব না আয়রে নলিনীর অবোধ ভৃঙ্গ।
কি যশ আছে লোকের কাছে
তোরে ব'ধে রে পতঙ্গ ॥
ডাকে যত পলায় তত অলি পাইয়ে আতঙ্ক।
মান বাড়াতে মান ভরে ছিলাম মান সরোবরে
সে মান হরে হাসালি রে বৈরঙ্গ।
কমল ফেলে রস কি পেলে
করে মালতীর সঙ্গ।
তোর কি দুধের তৃষ্ণা ঘোলে হয়েছে রে ভঙ্গ ॥

* *

মন দিয়ে অরসিকে মরি।
মরি মরি মনাগুনে মরি গুমরি যায় বুঝি যায় গো
ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে
বিরলে কাঁদি গুন গুন রবে সহচরি ॥
অবলারে ক'রে ধাপ্পা সই
মজালে মজিব ব'লে সে মজিল কৈ।
সে আমায় যে কাঁদায় প্রেম দায় একি দায়।
তথাপি তাহারে কেন মন চায় কি করি ॥



শ্রীধর কথক

কে বলে বিচ্ছেদ ভাল নয়   সেত ভাল নয়।
আমি জানি সেই ভাল তাতে অতি সুখোদয় ॥
আমি ত বিচ্ছেদে ব্রতী হয়েছি সখি সম্প্রতি।
তাতে কি হয়েছে ক্ষতি বরঞ্চ সুখ সঞ্চয় ॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হতো তাতে নাহি দেখা দিতো।
এখন সে যে অবিরত অন্তরে আছে উদয় ॥

* *

তবে কি সুখ হতো
মন যারে ভালবাসে সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল হৈল চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরেরি জল হত সুশীতল
বিচ্ছেদে-বাড়বানল তাহে যদি না থাকিত ॥

* *

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি
দেখা দিতে আসিনে ॥



ঈশ্বর গুপ্ত

সলিলে কমল হয় সই
সদা সবে কয়।
হেরি পদ্মের উপর পদ্ম
আবার তাতে বারি রয়॥
আমরা এ পথে আসি যাই
এমন রূপ দেখি নাই
কমলের জলে কমল ভেসে যায়।
তোরা দেখে যা গো সখি
হল এ কি দায়॥
তোরা দেখ ওই প্রাণ সই
এত বারি নয়।
অনল শ্রীমুখ কমল শুখাল
বল কি করি উপায়॥

* *

যতনে মন প্রাণ তোমায় দান
করেছি লো প্রাণ নিয়ত তব আশ্রিত
তবু বলহে পরের প্রাণ।
ভুলে ধর্ম পানেও চেয়ে দেখ না
নিশিদিন তুমি মন তোষনা।
তবু মন
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না।

উচিত নয় বিধুমুখী অনুগতে করা দুঃখী
হান কি দোষে নির্দোষীরে বাক্য-বাণ।
বুঝলেম প্রেয়সী আমায় ক'রে দোষী
অন্য জনে দিবে প্রাণ।
আমি নিতান্ত অনুগত তোমারই প্রেমে রত
কেন মিছে কথায় বাড়াও মন অভিমান॥



গোপাল উড়ে

কি মনে অধোবদনে।
ধরাসন করেছ আসন হাসি নাইক চন্দ্রাননে।
নয়নে নিরখি যেন নবঘন
অনুভবে বুঝি হবে বরিষণ।
হলো হলো যেন হয় হেন মন
হৃদাকাশে হেরি চাতকীসনে॥
চিকুরে নিরখি খেলিছে পবন
ধূলাতে ধূসরা করি নিরীক্ষণ।
আজি মন-করী কেন দুঃখ বারি
মত্ত হলো ধরায় বরিষণে॥



মাইকেল মধুসূদন

বৃথা

কেন এত ফুল তুলিল সজনি
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?
আরকি পরিবে কভু ফুল-হার
ব্রজ কামিনী?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার কে আছে রাধার
হতভাগিনী?
হায় লো দোলাবি সখি কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া?
প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গি পিকবর
গেছে উড়িয়া!

বংশী ধ্বনি

কেও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু-মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে?
নিবার উহারে, শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলেলো মনে!—

প্রেম যুগে যুগে

এ আগুনে কেন আহুতি-দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

বসন্তে-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশী ধ্বনি আজি নিকুঞ্জ-বনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?—
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে !

শুনিয়াছি সই ! ইন্দ্র রুষিয়া,
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া জলধি-ভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধু-গামিনী তরী।

কে জানে কেমনে প্রেম-সাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি !
কার প্রেম-তরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী, পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেম-তরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে !

হায় লো সখি ! কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
মধু কহে, সহ, ব্রজের বালা।

● ●

হেমচন্দ্র

মদন-পূজা

কি দিয়ে মদন পূজিব তোমারে অনঙ্গ তুহারী নাম।
বসন্ত সমীর নিশোয়াস তোর কুসুম-লাবণ্য ঠাম!
সুবাদ্য ঝঙ্কার সঙ্গীত উছাস বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে প্রেমের নির্ঝর তুহারি পরান জানি।
কেমনে মদন পূজিব তোমারে, তুহারি ধনুর ভয়ে,
নয়ন দিঠিতে দিঠি জড়াইয়া দাঁড়াই অধীর হয়ে।
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি, থমকে থমকে চাই,
জানি দিবানিশি তুহারি তরাসে জুড়াতে নাহিক পাই!
পূজিব কিরূপে তোমায় মদন তুহার পূজার প্রথা,
কেহ না জানিল কেহ না শিখিল সে গূঢ় রহস্য কথা!



বলদেব পালিত

পয়োধর

অঞ্চলেতে ঢাকা, প্রিয়ে তব পয়োধর
মেঘাবৃত গিরি প্রায় ছিল শোভাকর ;
উপরেতে তরলিত মুকুতার হার
বিহার করিতেছিল মুকুতা আকার।
এখন অম্বর-মুক্ত করি মনঃসাধে,
অপূর্ব মোহন ঠাম নিরখি অবাধে।
পীনোন্নত সুকঠিন রজত বরন,
জিনিয়া ধবল গিরি মনোজ্ঞ গঠন।
পুনঃ ভাবি ধরাধর বন্ধুর বিষম,
পয়োধর নধর, চিকন মনোরম।
তাই যুক্তি করি মনে, কাম-বায়ু ভরে,
উঠিছে তরঙ্গ তব বক্ষ সরোবরে ;
অথবা মানস সরঃ করি পরিহার,
দিব্য দুই হংস আসি করিছে বিহার।
আবার মৃণাল-তুল্য ভুজ বিলোকনে,
কুচ পদ্মকলি বলি ভ্রম হয় মনে ;
যৌবন-প্রভাতে কিবা নব বিকসিত,
চুচুক-ভ্রমর তায় পতিত মোহিত।
কভু ভাবি মুগ্ধ হয়ে তব কেশপাশে,
কাদম্বিনী ভ্রমে বুঝি কদম্ব বিকাশে।
কভু ভাবি তব রূপ-ক্ষীরোদ মন্থনে,
ঐরাবত-কুম্ভ যুগ উঠিছে গগনে।

কখনো বা মনে মনে করি অনুভব,
ত্রিভুবন পরাভব করি মনোভব,
আপন দুন্দুভিযুগ অহঙ্কার করি
রেখেছে উলটি তব বক্ষঃস্থলোপরি।
এইরূপ বিবিধ কল্পনা করি মনে,
অবশেষে এই স্থির করি, চন্দ্রাননে,
হৃদে তব মনোমত পাইয়া সদন,
সমাগত হয়েছেন আপনি মদন।
তাই তাঁর পূজা হেতু ওখানে নিশ্চিত,
পূর্ণ-কুম্ভ পয়োধর হয়েছে স্থাপিত।
চন্দনে উহাতে লিখি মকর আকার,
চৌদিক বেড়িয়া দিব কুসুমের হার;
পল্লব স্বরূপ ধনি এ কর-পল্লবে
রাখিব ঘটের মুখে কাম মহোৎসবে।
সিন্দূরের বিনিময়ে নখ-ক্ষত-ছটা
অপূর্ব শোভিবে যেন প্রবালের ঘটা।

বসন্ত

শোভে কিবা তরুলতা নবপত্র-মালে,
ডাকে বসন্ত-গরল প্রতি বৃক্ষ ডালে।
তারে সলজ্জ করিতে কল-ঘোষ হর্ষে
উচ্চৈঃস্বরে মধুর মোহন তান বর্ষে॥

গন্ধাঢ্য ফুল্ল মুকুলে, সহকার কুঞ্জে,
মত্ত দ্বিরেফ-নিকরে অনিবার গুঞ্জে;
চায়া রসাল অবলম্বি মনোভিলাষে
স্মেরাননে কুসুম মাধবিকা বিকাশে

প্রেম যুগে যুগে

পুষ্পোদ্গমে শিমুল, কেশর কোবিদারে
একান্ত পান্থ বনিতার মনো বিদারে।
তাহে সুমন্দ মলয়াচল গন্ধবাহ
আনে পুনঃ শতগুণে বিরহাগ্নি দাহ॥

জ্যোৎস্নান্বিতা রজনীতে বসি হর্ম্য-ছাদে
সীমন্তিনী সহিত কাম-সখ প্রসাদে।
ব্রীড়া নিমগ্ন করি আসব পান-পাত্রে
ক্রীড়া করে রসিক মন্মথ-বিদ্ধ গাত্রে॥

উল্লসিতা সুরস মদ্য-রসে নবীনা
হস্তে লয়ে মদ-ভরে অতি মঞ্জু বীণা,
মোহে প্রিয়ে ললিত গীত সুধা তরঙ্গে,
বর্ণে 'বসন্ত-তিলকে' কবি মাতি রঙ্গে॥



বঙ্কিমচন্দ্র

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসল তরী সকাল বেলা
ভাবিলাম এ জল খেলা
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন বহে খর সমীরণ
কূল ত্যাজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।

মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া নিনু তরী
সে কভু দিলনা পদ তরণীর অঙ্গে।



নবীনচন্দ্র সেন

প্রেমের দুঃখ

কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুৎ-প্রতিম প্রেম দূর হতে মনোরম
দরশনে অনুপম,
পরশনে মৃত্যু ফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম মৃগ তৃষ্ণিকায়,
যে জল পাইতে চায়—
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিব প্রেম মনে করি সুধা যেন,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে
কালি হবে অশ্রুজল।



বিহারীলাল

স্মৃতি

নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি ফুলহার।
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

* *

তবে কি সকলি ভুল!
নাই কি প্রেমের মূল—
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনালতার।
মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালোবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার।

শত শত নরনারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি,—
হেরে হারানিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কী আছে না জানি!

* *

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

নারী-সৃষ্টি

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিরহে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখি গায় বসি শাখী পরে,
সবে সুখী, নর শুধু কাতর অন্তরে !

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে
শূন্য দেখে শোভিত সংসার ।
নিরখিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার !—
বুঝি ভাব মানবের
ধাতা তার মানসের
করিলেন প্রতিমা রচনা ;—
ভূলোক পুলক-পূর্ণ জন্মিল ললনা ।

পূজিবার তরে ফুল ঝরে পড়ে পায়,
হৃদি ফল পরশে পাখিতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !

প্রেম যুগে যুগে

স্পর্শে পদ রাগ-ভরা
অশোক লভিল ধরা ;—
এলোকেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বন-ফুল, কোন্ গগনের শশী !

চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত,
টুটিল মালিন্য মানবের !
অজানিত হর্ষভরে ব্যাকুলিত চিত
ঘুচিল বিরাগ জীবনের !



গিরিশ ঘোষ

ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলিছে অনল,
কেন এ জ্বালা মরমে চাপি।
পাখি কুলস্বরে পরান শিহরে,
অনিল বহিলে কেন লো কাঁপি।
কি যেন কি যেন, মনে হয় যেন,
এল এল এল, চলে গেল কেন,
হৃদয় মাঝারে কত কথা কই,
মনে মনে সাধি, কত জ্বালা সই,
মান করে মানা, কেমনে যাব,
সাধি কেমনে, কেমনে পাব,
নাহি সহে আর, হয় বা প্রচার,
অনল কেমনে বসনে ঝাঁপি॥



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেলো সখি দে পরাইয়া চুলে
সাধের বকুল ফুল হার।
আধ ফোটা জুঁই গুলি যতনে আনিয়ে তুলি
দেলো দেলো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে সখি আজ।
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল,
কপোলে পড়িছে বার বার।
আজি এত শোভা কেন আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারেনা বুঝি আর।

* *

সহেনা যাতনা।
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে
নিশিদিন বসে আছি,
আঁখি মেলি পথপানে চেয়ে
সখাহে এলে না।
দিন যায় রাত যায় সব যায়
আমি বসে হায়।
দেহে বল নাই চোখে ঘুম নাই
শুকায়ে গিয়াছে আঁখি-জল।
একে একে সব আশা
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায় সহে না॥

• • •

স্বর্ণকুমারী দেবী

মিলন

এমন চাঁদিনী নিশি পুলক-কম্পিত দিশি
এমনি বিজন উপবনে ;
মুখেতে চাঁদের আলো দীপ্ত আঁখি তারা কালো
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।
কুঞ্চিত অলক চুল ঈষৎ দোদুল দুল
অঞ্চলে বকুল ফুল রাশ,
আধো গাঁথা মালাখানি হাতের বাধা না মানি
লুটাইছে চরণের পাশ !
তুলিয়া কুসুম হার সঁপিলাম করে তার
অনন্ত খুলিল আঁখি পরে,
মুহূর্তে বন্ধন চূর্ণ অপূর্ণ হইল পূর্ণ
স্পর্শ হল অধরে অধরে।

* *

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা,
যাও যাও দূরদেশে সুখে থেকো এই চাই।
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ-ভরে,
জ্বালাতন করিবারে, অভাগিনী বেঁচে নাই ॥



অশ্বিনীকুমার দত্ত

চিরদিনের আমি গো তার,
আমার প্রাণের বঁধু আমার ;
ওগো সে মুখ দেখিলে আমি ভুলে থাকি
ত্রিসংসার ।
না জানি কি গুণ ক'রে ভুলায়ে রেখেছে মোরে,
এখন তারে না দেখিলে পোড়া চোখে
দেখি আঁধার ।
গোপনে কি কথা বলে, ভাসালে নয়ন জলে,
সে হ'তে প্রাণ বিকান্থ আমার,
আমি ভুলিতে যে নারি আর ;
(তারে ভুলিতে পারিনে আর) ।



রাজকৃষ্ণ রায়

প্রেম যদি সই শিখতে হয়,
মানুষের কাছে নয়।
সাঁজের রবি, প্রেমের ছবি,
প্রেমের আলো আকাশময়।
ওই রবি সই প্রেমের খেলা,
খেলছে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার আধেক আলো,
কমলবালা চেয়ে রয় ;—
দূরে দুজন, তবুও কেমন
প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥



দেবেন্দ্রনাথ সেন

স্বভাব সুন্দরী

বসন্তের উষা আসি রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ;
তাই ত ফুলের বাস ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার !
নিদাঘের রৌদ্র আসি বিলসিল ললাট নিটোলে ;
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা ছটার !
ঘনঘোর বর্ষারাত্রি বিহরিল অলক নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ ফুলে ফুলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !

রাহু কেতু দুই ঋতু শীত ও হেমন্ত শুধু হায়,
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তুষার ;
তাই প্রিয়ে তাই বুঝি সুকঠিন হৃদয় তোমার ?
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায় !
আমি গো বুঝিতে নারি, দেবী তুমি অথবা রাক্ষসী,
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি কিংবা ঘোর কৃষ্ণা চতুর্দশী।

সখী

[সখীর গান ও শ্রীরাধিকার উক্তি]

সাধে তোর পায়ে ধরি, গাও গাও সহচরী,
সে গান আবার !
ফুটুক লো বনফুল, জুটুক লো অলিকুল
করুক আকুল পিক বকুলে ঝঙ্কার !
যাক সখি জুড়াইয়া চির-বিরহিণী হিয়া—
ফুটুক অধরে হাসি দুঃখিনী রাধার !

প্রেম যুগে যুগে

"জনম জনম আমি তোমায় হেরিনু স্বামী,
আঁখি না জুড়াল!
লাখ লাখ যুগে যুগে বঁধু হে ধরিনু বুকে
আকুলি-ব্যাকুলি মোর তবু না ফুরাল!"
আহা কি মধুর গান, জুড়াল তাপিত প্রাণ
বিষাদ প্রমাদ সখি সকলি লুকাল!

"জনম জনম আমি জান হে অন্তরযামী,
করিলাম গান!
তোমার দর্শন পাই মান রোষ ভুলে যাই,
হে শ্যাম, তোমার প্রেমে নাহি অকল্যাণ!"
আহা কি মধুর গান, জুড়াল তাপিত প্রাণ
আর সখি কাঁদিব না, মুছিনু নয়ান!

"জনম জনম আমি তোমারেই পাই স্বামী,
এই দাও বর!
হে বঁধু যে কাজ কর তাই হয় মনোহর
হে বঁধু যে সাজ ধর তাহাই সুন্দর!"
আহা কি মধুর গান, জুড়াল তাপিত প্রাণ
রূপে গুণে নাহি শ্যাম তোমার দোসর!

"জনম জনম আমি পেয়েছি হৃদয়-স্বামী
কতই যাতনা!
সুখ দাও সেও ভাল, দুঃখ দাও সেও ভাল,
আমার স্বভাব শুধু ও পদ কামনা!"

প্রেম যুগে যুগে

আহা কি মধুর গান, জুড়াইয়া গেল কান,
গোপীর ধরম শুধু ও পদ-বাসনা !

"জনম জনম আমি, চাই না হৃদয়-স্বামী
কোনো পুরস্কার !
চাই না রূপের কান্তি, সে শুধু আঁখির ক্লান্তি,
তুমিই প্রাণের শান্তি ব্রজ-গোপীকার !"
আহা কি মধুর গান, জুড়াইয়া গেল প্রাণ,
হে শ্যাম, তুমিই মম, মঙ্গল-ভাণ্ডার !

"জনম জনম আমি, করি গো হৃদয়-স্বামী,
এই সে বাসনা,—
আমি থাকি ক্রোড়ে ধরি, তুমি যাও নিদ্রা হরি,
আমি হেরি ওই মুখ হইয়ে মগনা !"
আহা কি মধুর গান, জুড়াইয়া গেল প্রাণ,
আহা এতো গান নয়, মধুর সান্ত্বনা !

সাধে তোর পায়ে ধরি, গাও গাও সহচরী,
এ গান আবার !
ফুটিল লো বনফুল, জুটিল লো অলিকুল,
করিল আকুল পিক বকুলে ঝঙ্কার !
গেল সখি জুড়াইয়া, চির-বিরহিণী হিয়া—
ফুটিল অধরে হাসি দুঃখিনী রাধার !



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সুধা না গরল ?

বুঝিতে পারিনা, সখা, বল
এ কি প্রেম ?—সুধা না গরল ?
শিরা উপশিরা যায় জ্বলে,
জুড়ায় না প্রলেপন দিলে।—
বুঝি তবে প্রণয় গরল !
বল, সখা, বল মোরে তবে,
প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যাজিতে পারিনা কেন তারে ?
রাখি কেন বুকের মাঝারে ?
মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া ?
—তবে বুঝি প্রণয় অমিয়া ?—
পড়িয়াছি সন্দেহের ঘোরে,
দেহ সখা বুঝাইয়া মোরে।



গগন হরকরা

মনের মানুষের সন্ধানে

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হত খুশী,
দেখতাম নয়ন ভ'রে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন ক'রে,
মরি হায়, হায়, রে।

ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ওরে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে !
দিব তার তুলনা কি,
যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে
তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে !
মরি হায়, হায়, রে !

প্রেম যুগে যুগে

ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে !
কুল মান সব গেলরে
তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে !
তাইতে মোরে দেয়না দেখা সে রে
ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে !
মরি হায়, হায়, রে !

ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস
কৃপা ক'রে,
আমার সুহৃৎ হয়ে,
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে,
আমায় ব'লে দেরে !



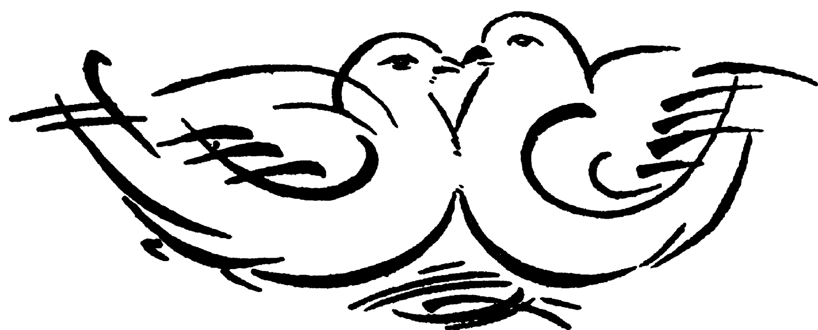
অক্ষয়কুমার বড়াল

আহ্বান

হের, প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা,
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে,
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।
হের, ওই মহাকাশ— লয়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার,
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে,
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।
শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ, আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি, খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু চাহি অমরতা!
আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ,
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আজীবন।
আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া!
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব।
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,
আত্মায় আত্মায় অনুভব!
বুঝিছ কি এ আনন্দ— এতো আলো এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতি গান।

প্রেম যুগে যুগে

কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্য নিয়া
করি আজ তোমাকে আহ্বান !
বিস্ময়ে কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া !
শত শত ভগ্ন স্তূপ কি বিরাট অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া !
চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা !
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা !
আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্বাক,
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা শ্লথ বাহু পাক।
এস এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিক সম,
প্রেমে স্নিগ্ধ, স্তব্ধ করুণায়।
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে ছড়ায়ে আপনায় !



বন্দী

দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাশ,
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ।
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্য পানে দেখি মুখ তুলি—
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়,-
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়॥

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।

প্রেম যুগে যুগে

দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার,
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,—
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

বলিতে ব্যথিবে না নিজ কান
চমকি উঠিবে না নিজ প্রাণ।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে,
বাদলবায়ে তার অবসান।
সে কথা ছেয়ে দিবে দুটি প্রাণ ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ॥

আছে তো তার পরে বারো মাস;
উঠিবে কত কথা, কত হাস।
আসিবে কত লোক কত-না দুখশোক;
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে যাবে বারো মাস ॥

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়॥

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা॥

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।

তোরণের শ্বেত স্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে ॥

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেন কালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুম গন্ধ কেশ ধূপ বাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় ॥

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?" মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে ॥

প্রেম যুগে যুগে

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।

নাহি জানি কখন্ কী ছলে

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি

আমার দক্ষিণ করে কুলায়প্রত্যাশী

সন্ধ্যার পাখির মতো। মুখখানি তার

নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার

নামিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস

নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস॥

রজনীর অন্ধকার

উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।

দীপ দ্বারপাশে

কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।

শিপ্রানদী তীরে

আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে॥

সোজাসুজি

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে,

নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,

দুটি প্রাণীর কাহিনীটা

এইটুকু বই নয়কো মোটে।

শুক্ল-সন্ধ্যা চৈত্র মাসে,

হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,

আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,

তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,

তোমার আমার এই যে প্রণয়

নিতান্তই এ সোজাসুজি

প্রেম যুগে যুগে

বাসন্তী রঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া, একটু রাখা,
একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু শরম,
দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি

মধুমাসের মিলন-মাঝে
মহান্ কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মতো নাইকো কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই, ভাষাতীত,
আকাশ-পানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই, আশাতীত।
যেটুকু দিই—যেটুকু পাই
তাহার বেশি আর কিছু নাই,

প্রেম যুগে যুগে

সুখের বক্ষ চেপে ধরে
করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি ॥

শুনেছিনু প্রেমের পাথার,
নাইকো তাহার কোনো দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা, অসীম তৃষা।
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি ॥

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের
আলোকে তোমারে চিনি ॥

প্রেম যুগে যুগে

এলাচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুল গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল।
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জির বাজে,—
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল॥

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ ভারে।
চকিতে চকিতে চল চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে॥

নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।

প্রেম যুগে যুগে

বর্ষাশেষের গগনকোনায়-কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন খনে কখন্ অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে॥

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষকোণে।
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলাপ্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—
অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফের' বারে বারে
কাজের কক্ষকোণে॥

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুনপ্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে,
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি॥

প্রেম যুগে যুগে

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,—
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,—
সারা হয়ে এল দিন॥

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে
নীরবে লভিব তারে?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে?

যদি রাত হয় না করিব ভয়—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপনরঙ্গিনী।

নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,-
তিমিরে তোমার পরশ লহরী দোলে
হে রস তরঙ্গিনী।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,—
চিনি যে তোমারে চিনি ॥

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিবনা মোরা প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি ॥

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি ॥

প্রেম যুগে যুগে

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি ॥

হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন ॥

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লালরঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা,
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারিদিকে,
যে দূরত্ব সর্ষে খেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে ॥

হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজবিধির পথ গেল খুলে ;
আলাপ করলেম শুরু—
"কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার"
ইত্যাদি।
সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে
যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়—
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা॥

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে
ওর সাথীদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে
মনে হল, কম সাহস নয় ;
বসলুম ওর এক বেঞ্চিতে।
গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,
"কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।
আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই ;
দূরে যাবে তুমি,

দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই, যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য করে বলবে তো ?"

আমি বললেম "বলব।"
বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই
সুধোল,
"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,—
কিছুই কি নেই বাকি।"

একটুকু রইলেম চুপ করে ;
তারপর বললেম,
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।
ও বললে, "থাক্, এখন যাও ওদিকে।"
সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে।
আমি চললেম একা॥

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্ম শিল্প কারুময়ী কায়া,
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,
যাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা,
যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য আলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।
যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে।
নিশ্চিত পেয়েছি ভেবে যারে
অবুঝ আঁকড়ি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,
মাটিব পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
ডুবায় সে ক্লান্তি অবসাদে
সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা।
দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
চরিতার্থ করে সেই কাছের পাওয়ারে
পূর্ণ করে তারে॥

নারীস্তব শুনালেম। ছিল মনে আশা
উচ্চতত্ত্বে ভরা এই ভাষা
উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
পাব পুরস্কার।

প্রেম যুগে যুগে

হায়রে, দুর্গ্রহগুণে
কাব্য শুনে
ঝকঝকে হাসিখানি হেসে
কহিল সে, "তোমার এ কবিত্বের শেষে
বসিঁয়েছ মহোন্নত যে কটা লাইন
আগাগোড়া সত্যহীন।
ওরা সব ক'টা
বানানো কথার ঘটা,
সদরেতে যত বড়ো, অন্দরেতে ততখানি ফাঁকি।
জানি না কি
দূর হতে নিরামিষ সাত্ত্বিক মৃগয়া
নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিশুদ্ধ এ দয়া।"
আমি শুধালেম, "আর তোমাদের ?"
সে কহিল, "আমাদের চারিদিকে শক্ত আছে ঘের
পরশ-বাঁচানো,
সে তুমি নিশ্চিত জানো।"
আমি শুধালেম, "তার মানে ?"
সে কহিল, "আমরা পুষি না মোহ প্রাণে,
কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসি।"
কহিলাম হাসি,
"আমি যাহা বলেছিনু সে-কথাটা মস্ত বড়ো বটে
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে।
মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে।"
সে কহিল একটুকু থেমে—
"নেই বলিলেই হয় এ কথা নিশ্চিত।
জোর করে বলিবই
আমরা কাঙাল কভু নই।"

আমি কহিলাম, "ভদ্রে, তাহলে তো পুরুষের জিত।"
"কেন শুনি"
মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী।
আমি কহিলাম, "যদি প্রেম হয় অমৃত কলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলে করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বাবো আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে?
আকাশের আলো
বিপরীতে ভাগ করা সে কি সাদা কালো।
ঐ আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে
দিকে দিগন্তরে,
বর্ণে বর্ণে
তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে,
পাখির পাখায় আব আকাশের নীলে,
চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে।
অভাব যেখানে এই মন ভোলাবার
সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার।
এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই
তোমরা ভোলো না শুধু ভুলি আমরাই।
এই কথা স্পষ্ট দিনু কয়ে
সৃষ্টি কভু নাহি ঘটে একেবারে বিশুদ্ধেরে লয়ে।
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।

অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ—
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া,
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।"

কোনো কথা নাহি ব'লে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চ'লে।
পরদিন বটের পাতায়
গুটিকত সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।
ব'লে গেল, "ক্ষমা করো, অবুঝের মতো
মিছেমিছি বকেছিনু কত।"

ঢেলা আমি মেরেছিনু চৈত্রে ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে।
নিয়ে এই বিবাদের দান
এ বসন্তে চৈত্র মোর হোলো অবসান॥



বরদাচরণ মিত্র

রূপ

কেন গো আসি হেথা
শুনিবে সখি ?
কেন গো আসি হেথা ?—
ঘুচাতে হৃদি-ব্যথা,
রূপের ফোয়ারাতে
জুড়াতে আঁখি ;
দেখিতে কালো চুলে,
দেখিতে আঁখি কোলে
কেমনে খেলে তারা
ভ্রমর-ভাতি ;
কেমনে রাঙা ঠোঁটে
মোহন হাসি ফোটে,
সাজায়ে চুনি-মাঝে
মুকুতা-পাতি ;
সুরভি-শ্বাস-ভরে
কেমনে হৃদি-থরে
সাগরে ঢেউ যেন
উঠিয়া পড়ে ;
ভুরুর বাঁকা টানে
আকুলি মন-প্রাণে
কেমনে ক্ষণে নব
সুষমা গড়ে ;

প্রেম যুগে যুগে

দেখিতে চলে' যাওয়া,
শুনিতে কথা কওয়া,—
স্বপনে দেখা রূপ
দেখিতে চোখে ;
লুটাতে রাঙ্গা পায়
কুসুম-দল-প্রায়
সুরভি ভাব-গুলি
ফুটাতে বুকে ।



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রিয়ের প্রতীক্ষা

মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে,
প্রিয়তম, তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর-ব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস,
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ,
তুমি এসে ভালবাসিবে।
মম মর্ম্মমুকুরে দূর হতে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপন-কায়া!
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি
তোমারি লাগিয়া উঠেছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি
মুখপানে চেয়ে হাসিবে।



মানকুমারী বসু

একা

একা আমি চিরদিন একা—
সে কেন দুদিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভালো—
কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
ভুলে ভুলে ভালবাসা,
ভুলে ভুলে সে দুরাশা—
ভুলে মুছিলনা শুধু কপালের লেখা !

একা আমি এ অবনী তলে,
কেহ নাহি "আপনার" ব'লে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি,
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে !
সে কেন পরানে আসে,
সে কেন মরমে ভাসে,
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তা'রা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে
দেয় না মাথার কিরে,
হাসিলে আসেনা কাছে ঢেলে সুধা-ধারা !

প্রেম যুগে যুগে

একা আমি একা রই,
সুখ-দুখ একা সই—
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশেহারা ?

একা আমি জগতের 'পর,
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসেনা কুসুম ফুলে,
ঢালে নাকো কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর,—
সে হেন একার ঘরে
কেন অধিকার করে,
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ?

একা আমি আসিয়াছি ভবে—
আমার দোসর কেন হবে ?
শ্মশান সৈকত-বুকে
একাই ঘুমাব সুখে,
জগৎ-সংসার মোর শতদূরে র'বে :
আমারে মমতা স্নেহ
দেয়নি, দিবেনা কেহ—
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?



কামিনী রায়

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

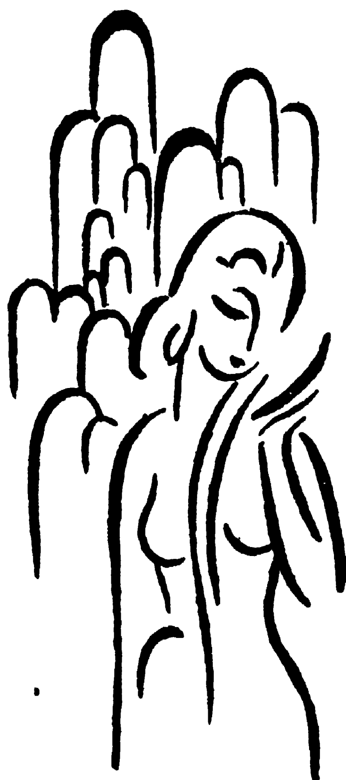
অন্ধকার মরণের ছায়
কত কাল প্রণয়ী ঘুমায় ?
চন্দ্রাপীড় জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।
মাস বর্ষ হ'ল অবসান,
আশা বাঁধা ভগন পরান
নয়নেরে করেছে শাসন ;
কোনোদিন ফেলি অশ্রুজল
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।
আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর-হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে।
নবীভূত আশারাশি তার
অশ্রুমানা শোনে নাকো আর—
চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে
দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি ;
যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া

প্রেম যুগে যুগে

জীবন তেয়াজি নিজ কায়
তোমারি অন্তরে যেতে চায়,—
তাই হোক্ উঠগো বাঁচিয়া।
প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমাও না আর—
কানে প্রাণে কে কহিল তা'র—
আঁখি মেলি চন্দ্র'পীড় চায়।
মৃত্যু-মোহ ওই ভেঙ্গে যায
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ-দরশন ;
এক দৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়,—
'এ তো স্বপ্ন—নহে জাগরণ
নয়ন ফিরাতে ভয় পায়
এ স্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।
আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক,
জীবন স্বপন হয়ে যাক
অতীতের বেদনা ভুলিয়া
"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি ;
আঁধারে মুদিনু আঁখি,
আলোকে মেলিনু তায়।

প্রেম যুগে যুগে

মরণের অবসানে
জীবন জনম পায়।
জীবন ? জীবন প্রিয় ?
নহি স্বপনের মোহে '
মরণের কোন তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে !"



শশাঙ্কমোহন সেন

মধু ব্রত

এ ধরণী বরতনু আঁধারে মাজিয়া
আলোকে প্রত্যহ উঠে রসস্নান করি ;
নিত্য নব পুষ্পদামে বাঁধিয়া কবরী
বনে শিহরিয়া উঠে, সমুদ্রে নাচিয়া।
অসীমের পানে ফেলে' দৃষ্টি প্রেমাতুর
তারাগণ চেয়ে কহে—"মধুর-মধুর।"

আকাশ-সরসী-জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া
সাতারে উজলমুখী জ্যোতির্বালাগণ ;
পরস্পরে আঁখি ঠারে কাহারে লইয়া,
কৌতুকে আলোক-মুষ্টি করিয়া ক্ষেপন !
হাসির অন্তরে প্রেম-রাগিণী—বিধুর
ধরণী চাহিয়া কহে—"মধুর-মধুর !"

আকাশ ও ধরণীর উপান্তে বসিয়া
চিরদিন মধুজীবী কবির হৃদয় :
আধ জাগরিত স্বপ্ত বিভোর হইয়া
উভয়ের প্রেমরসে হয়েছে তন্ময় !
অতর্কিতে প্রাণে ফোটে প্রেমারতি স্বর !
দেবতা চাহিয়া কহে—"মধুর-মধুর !



গোবিন্দচন্দ্র দাস

আমার ভালোবাসা

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তা'র—মিলন বিরহ।
বুঝিনা আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
কোথায় স্থাপিয়ে মূল
ফোটে প্রেম পদ্মফুল?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা কলহ।
আত্মায় আত্মায় যোগ
বুঝি না সে উপভোগ
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ?
তোমাদের রীতি নীতি
বুঝি না পবিত্র প্রীতি,
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ?
আমি তাই ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে

প্রেম যুগে যুগে

কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ—
ও কর্দমে—অই পঙ্কে
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ !
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ !
ধরার মানুষ আমি
আমি ভাই মহাকামী
আমার আকাঙ্ক্ষা সে যে মহাভয়াবহ !
আলিঙ্গনে ভাঙ্গে চুরে
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ !
আমাদেরি কেলিভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ !
মর্দনে মন্থনে বুকে
অগ্নি উঠে গিরি মুখে
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ !
সুন্দর কুৎসিত হোক্
উলঙ্গ আবৃত রোক্
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক নিগ্রহ !
থাক্ তা'র মহাকুষ্ঠ
আমি যে তাতেই তুষ্ট

তোমরা দেখ না নয়, ভয়ে দূরে রহ
চন্দন আতর সম
তার পূয প্রিয় মম
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ!
থাক্‌ তা'র শত পাপ
থাক্‌ শত অভিশাপ
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ!
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

রমণীর মন

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা কি যে ইন্দ্র-ধনু ঢাকা,
কামনা কুয়াশা মাখা মোহ-আবরণ,
কি যে সে মোহিণী-মন্ত্র রয়েছে গোপন!
কি যে সে অক্ষর দুটি নীল নেত্রে আছে ফুটি;
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?
কত চেষ্টা যত্ন করি উলটি পালটি পড়ি
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ!
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা দেব কি দৈত্যের আশা
ঝলকি ঝলকি যেন করে উদ্গিরণ!
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয় প্লাবন!
ত্রিদিবের সুরা নিয়া ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে মৃত্তিকা কাঞ্চন কাঁচে,
পারি নি তেমন আর করিতে গঠন,
রমণীর মন!

চিত্তরঞ্জন দাশ

তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হ'তে এসে
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল-দীপ্ত আঁখি, সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে ;
আমার আকাঙ্ক্ষা সখি ! পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হ'তে চায় ;
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্বাঙ্গে সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মাদের প্রায় !
আমার এ মন সখি, মুগ্ধ কবি সম,
সর্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা !
তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি,
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি !



প্রিয়ম্বদা দেবী

খেলা

প্রেম যদি খেলা হ'ত ভালো হ'ত তবে,
এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্ত নীরবে
শুধু কল্পনার সুখে ! দূরে গেলে তুমি
সংসার হ'তনা মনে শূন্য মরুভূমি,
ব্যাকুল হ'তনা প্রাণ সদা আশঙ্কায়,
সমান মধুর হ'ত মিলন বিদায় !
প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন
দুদণ্ড কাঁপায়ে যেত মোর পুষ্পবন,
বুঝিতে না পারিতাম চঞ্চল উচ্ছ্বাস
হাসি দিয়ে গেল কিম্বা দিল দীর্ঘশ্বাস।
কম্পমান ক্ষণিকের মর্মর গাথায়,
সমান মধুর হ'ত মিলন বিদায়।



প্রমথ চৌধুরী

প্রিয়া

কারো প্রিয়া সুললিত সারিগান গেয়ে,
রক্তিম-কপোল উষা জাগে যবে হেসে,—
রূপোর ঢেউয়ের পরে তালে তালে ভেসে,
দক্ষিণ পবন সনে আসে তরী বেয়ে।
কারো প্রিয়া মেঘসম চতুর্দিক ছেয়ে,
অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে,
দুরন্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে,
প্রচণ্ড ঝড়ের মত আসে বেগে ধেয়ে॥

তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে,
বহিছ প্রাণের মত প্রতি শিরে শিরে।
প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া,
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
যোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর॥

একদিন

একদিন একা বসি, শিরে রাখি কর,
একমনে করি যবে কবিতা বয়ন,
শব্দের কুসুম করি স্মৃতিতে চয়ন,—
সহসা ফুলের গন্ধে ভরি গেল ঘর।

প্রেম যুগে যুগে

তখন ছিলনা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর,
সুপ্ত ভাব, ত্যজি মোর হৃদয়-শয়ন,
উঠেছিল সেই ক্ষণে মেলিয়া নয়ন,—
ফুলের নিঃশ্বাস প'ল চুলের উপর ॥

লিখিয়াছি সবে যবে দুই চার ছত্র,
নীলাব্জ আভায় হ'ল সুরঞ্জিত পত্র,
শেষে যেই মিলে গেল অন্তিম চরণ,
অধরে মিলিল এসে ফুলের অধর,
চোখেতে ফুলের হেরি রক্তিম বরণ,
কাণে শুনি প্রিয়া-কণ্ঠ-গলিত আদর !



অতুলপ্রসাদ সেন

বিনিদ্র

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখি পাতে !
আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল রাতে !
ডাকিছে দাদুরী, মিলন-পিয়াসে
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে—
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলন সম্ভাষে ;
আমারো যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে !
—নিদ নাহি আঁখি পাতে !

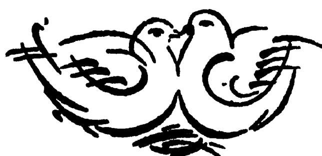
গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া
এসহে আমার বাদলের বঁধু চাতকিনী আছে চাহিয়া,
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া
সজনী তোমার জাগিয়া,
কোন অভিমানে, হে নিঠুর নাথ
এখনো মোরে তেয়াগিয়া ?
এ জীবন ভার হয়েছে অসহ, সঁপিব তোমার হাতে
নিদ নাহি আঁখি পাতে ।



জগদীন্দ্রনাথ রায়

ব্যথা

বেদনা যত পেয়েছি ওগো
    রয়েছে বুকে গাঁথা,—
নীরবে তার সকল গুলি
    নিয়েছি পেতে মাথা ;
বুকের যত শোণিত ধারা
    নয়ন-পথে ঝরে—
কলস ভরে রেখেছি সব
    সাজায়ে তব তরে।
পাখালি পদ, হিয়ার পরে
    বস হে বঁধু মোর,
তোমার পদ পরশ যাচি
    করিয়া কর যোড় ;
ভাবিগো বঁধু, দুখের ঘায়ে
    কঠিন মোর হিয়া,
বাজে বা ব্যথা তাহার পরে
    কোমল পদ দিয়া।



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃহলক্ষ্মী

তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল ;
আজিকে তোমারে হেরি সর্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে যায় দূরে ; মৌন প্রেম ভরে
সকরুণ আঁখি অমিয় সেচন করে
অন্তর নিভৃতে শতধারে ; হে প্রেয়সী,
গৃহলক্ষ্মীরূপে আজি তুমি মহীয়সী
আপন মহিমা লোকে ; সংসারের মাঝে
ধ্রুবতারা সম তুমি সর্ব শুভ কাজে,
অয়ি অচঞ্চলে ! পাতিয়াছ সিংহাসন
সর্ব্বজন-মনোমাঝে গৌরবে আপন ;
ঘেরিয়াছে চারিধারে কত দুঃখ সুখ,
কত উন্মেষিত আশা, কত ম্লান মুখ।
সকল হৃদয়-ভার বক্ষে লহ টানি—
তাই তুমি, গৃহলক্ষ্মী সকলের রানী।

চুল বাঁধা

সকলি তোমার, সখি, হেরি অভিনব,
দেখিতে এসেছি আজি চুল বাঁধা তব।
এক হস্তে কঙ্কতিকা, অপরে সম্বরি
দীর্ঘ-কৃষ্ণ কেশ-পাশ, সারা বেলা ধরি
বিনায়ে বিনায়ে বেণী কি করি কেমনে,
নিবিড় কবরী বদ্ধ বাঁধ আনমনে।

প্রেম যুগে যুগে

কি মন্ত্রে ফুটিয়া উঠে স্বর্ণ সীঁথিরেখা
দু'টি করতল-চাপে স্মর-পথ লেখা
যেন অভিসার লাগি। কি পরশ ভয়ে
কুন্তল কুঞ্চিয়া আসে ললাটের পরে—
মদনে বাঁধিয়া রাখ যার শত পাকে।
অবাক বিস্ময় ভয়ে আঁখি চেয়ে থাকে;
ভাবিয়া না পায় চিত্ত একি মায়াবিনী,
অথবা পুরানো সেই ঘরের কামিনী!



সতীশচন্দ্র রায়

দেব-নিঃশ্বসিত

স্তব্ধ হ'য়ে পাতাল পানে নুইয়া-পড়া শিরে—
শঙ্খ পড়ি আছয়ে সহি আতপ হিমনীরে!
একদা এক জ্যোৎস্না রাতে অপ্সরীরা মেলি,
আইল নামি সাগর তীরে করিতে স্নান-কেলি।
সহসা এক মরতবাসী
যুবারে লখি, প্রণয়রাশি
উথলে এক অপ্সরার— মায়ার জাল ফেলি
অমনি ফেলে ধরিয়া তারে অপ্সরীরা মেলি!

সেদিন সুখ-উৎসবেতে বাজন লাগি সবে
শুক্ল শাঁখে সহসা তুলি বাজাল ঘন রবে।
মোদিত হিয়া উর্বশীর
সুখের ফুঁয়ে সুগম্ভীর
বাজিল শাঁখ—তুলিয়া বাহু ফেলিয়া দিল তবে;
অপ্সরীরা আকাশ-পথে চলিয়া গেল সবে।

চন্দ্রালোকে চমকি কায়া শবদে পিয়া জল
সার্থকতা জানাতে যেন ভাবিয়া গলগল
ডুবিয়া গেল শঙ্খখানি—
কাহিনী এত রেখেছি জানি—
তাই ত আছি আঁকড়ি পড়ে বালুর তটতল—
যুগান্তরে আসিবে কবে স্বরগ-সখীদল।

• • •

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কাজরী

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজকে হাওয়ার নূতন দুয়ার
হ'ল যে খোলা !
(নব) নীপের দীপে, কেয়ার ধূপে
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন মধুর
কাজরী উতলা।
(ওকে) দোল দিল মোর মনে, ওগো !
তাই দোলে ভুবন !
শ্রাবণ দোলে, পবন দোলে,
দোলে সকল বন !
হৃদয় দোলায় চলছে লো কার
আনন্দ ঝুলন !
ঝুলন মাতাল রাগরাগিণী
কাজরী নিমগন !
তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মালঞ্চে !
কে জানে আজ দুনিয়া সমাজ
পড়শী পঞ্চে !
অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত রাজার ধন যে !
কাঞ্চনে নাই রুচি চরণ

প্রেম যুগে যুগে

মাণিকের মঞ্চে !
তোমায় আমায় ফুল ফুটেছে
মনের মালঞ্চে !
(আমায়) সকল ভুবন দোল দিলরে
জনম জনমে !
দোল দিল আনন্দ-বিষাদ
শঙ্কা শরমে !
দোল দিল কামিনী-কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে !
সূর্য তারায় নাগর-দোলার
ছন্দেরই সমে !
(আজ) জীবন মরণ ঝুলন খেলে
দোল দিয়েছে কে !
সুধা-সুরা-সোম-ধুতুরায়
ঢেউ পিয়েছে কে !
(আজ) বাদল ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
(হায়) সে রঙ্গ দেখে !
ঝুলন ঝোলে ঝাণ্ডা তালের
ঝঞ্ঝাতে বেঁকে !

যক্ষের নিবেদন

[মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে]

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।
বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যা'র গোপনলোক,

প্রেম যুগে যুগে

সেই [illegible] সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্ ;
গ্রীষ্মের [illegible] শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান
বক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !
শৈলের পৈঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্ছার মন্থর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কা'র আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন।
রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাইতো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য, লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !
নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তা'র বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জন দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।
বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তা'র, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল তা'র কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল-ধার।
নির্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ নদ নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক চোক্ :
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !
পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;
যাও ভাই একবার, মুছাতে আঁখি তা'র প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক" বন্ধু ! বন্ধুর আশিস লও।

কিশোরী

তা'র জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তা'র আল্‌তা পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল !
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে
মাছরাঙা চায় শিকার ভুলে
কুহরে পিক অনর্গল :
তা'র গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে
আর হাল্‌কা বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

তা'র সীথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,

প্রেম যুগে যুগে

তা'র   সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
                কুঁচের শাখে জাগলো ভুল !
        নীলাম্বরীর বাহার দেখে
        রঙের ভিয়ান লাগ্‌ল মেঘে
        কানে জোড়া দুল দেখে তা'র
                ঝুম্‌কো জবা দোলায় দুল্‌ ;
তা'র   সরু সীথার সিঁদুর গেখে
                রাঙা হ'ল রঙন্‌ ফুল !
সে   যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
                অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে
সেথা   পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
                চাঁদমালা তায় ভাস্‌তে থাকে !
        জলের তলে খবর পেয়ে
        বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে
        কলমীলতা বাড়ায় বাহু
                বাহুর পাশে বাঁধতে তা'কে !

তা'র   রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
                চাঁদের আলো ভাসতে থাকে !
সে   ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
                বিনি সূতার হার সে গড়ে,
        দোলন চাঁপা ননীর গায়ে
                আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
        কানড়া ছাদ খোঁপা বাঁধে
        পিঠ-ঝাঁপা তা'র লুটায় কাঁধে
তা'র   কাজল দিতে চক্ষে আজো
                চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;

সে   বেণীতে দেয় বকুল মালা
        বিনি সূতার হার সে গড়ে।

সে   নামালে চোখ আকাশভরা
        দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে   কাঁদলে পরে মুক্তা ঝরে
        হাসলে পরে মাণিক হাসে!
    কেবল কাঠের নৌকাখানি
    জানেনাকো তুফান পানি,—
    কূল কুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
        নুইয়ে মাথা আশে পাশে;
যদি, সেঁউতি 'পরে চরণ রাখে
        হয় সে সোনা অনায়াসে!

ওই   সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
        ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার   পরশ-লোভে আজকে সে হায়
        দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে!
    অরাজকের পাগলা হাতী
    পথে পথে ফিরছে মাতি;—
তা'রে দেখতে পেলেই করবে রানী
        শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে!
ওগো   তারি লাগি বাজছে বাঁশী
        পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে!

সহজিয়া

ফুলের যা দিলে হবে নাক ক্ষতি
    অথচ আমার লাভ,

প্রেম যুগে যুগে

আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর হ'তে পাওয়া
আমি চাই মধু মশগুল হাওয়া
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তা'র ক্ষতি নাই তবু
আমার পরম লাভ।
বৃন্তটি হ'তে ছিঁড়িতে না চাই
দিতে নাহি চাই দুখ,
সহজ প্রেমের অমল আমোদে
ভরিয়া উঠুক বুক!
ঘাঁটিতে না চাই দুনিয়ার মাটি
তারি মাঝে মিশে রয়েছে যা খাঁটি
নিতে হবে সেই পরশ মণির
চুম্বিত সোণাটুক্,
কা'রো কোনো ক্ষতি হবে না অথচ
আমার ভরিবে বুক।



করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মর্ম্মর-স্বপ্ন

বাঁশীর রাগিণী মূরছি রয়েছে
মর্ম্মর-রূপ ধরি
বঁধুর পরশে ঘুমায় হয়েছে
মমতাজ সুন্দরী।
ভালবাসা তার গোলাপ শয়ন
কেশর-পরাগে করিয়া বয়ন
জেগে বসে আছে শিয়রের কাছে
যুগ যুগান্ত ভরি।
ঋতুরাজ নিজে পুষ্প সুরায়
ভরিয়াছে তার প্রাণ
যৌবন তাপে সুখ ঝরণায়
করায়েছে তার স্নান ;
মণি-কিশলয় কল্প লীলায়
ফুটেছে লতিকা বিলাস শিলায়,
পড়ে ঢলি ঢলি প্রতারিত অলি
ভুলি গুঞ্জর তান।
নীরবে ঝরিল মরণের হাসি
বাসরের উপকূলে
খসে প'ল তার ঘোম্‌টা-শরম
চুমিয়া চুলের ফুলে।
লুটাল চরণে হীরার মুকুট,
খুলে দিল বালা প্রেম-সম্পুট,—

দিগ্-বিজয়ীর বুকের রুধির
ঝরিল চরণ-মূলে ।
মোহিনী তরুণী মূরতি ধরিল
হিন্দোলে উপবনে
ফুলধনু তার তূণীর হারায়ে
মূরছিল দু'চরণে ।
হিমাংশু কলা মেঘ-সীমানায়
ফুটায় চামেলী হাস্নুহানায়—
অরুণ-বর্ণ—সোহাগ-স্বর্ণ
গলিল মিলনক্ষণে ।
আসিয়াছি আজি প্রবাসী পান্থ
হেরিতে কান্তি রাশি
বসিয়া তোমার অলিন্দ-তলে
হেরিব বিমল হাসি ।
বিরাট দুর্গ-সোপান বাহিয়া
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া,
কি সুর ধরিতে মুকুতা তরীতে
সখীরা বাজাত বাঁশী ।
কত না আদরে প্রেমের পেয়ালা
আধেক করিয়া খালি
মল্লীমুকুল তুল্য তোমার
অধরে দিত কে ঢালি ?
রাঙিয়া উঠিত ফুল্ল-কপোল
চুম্বন রাগে বিলোল বিভোল
আনার আঙ্গুর রসে-পরিপুর
মোহ উপহার ডালি ।
পশিতে যখন আরসি খচিত

শীশ-মহলের মাঝে
কেহ কি দেখেছে কত লাবণ্য
অঙ্গে তোমার রাজে।
সুরভি জলের ফোয়ারা খুলিয়া
বসিতে কিশোরী চিকুর মেলিয়া
নগ্ন-গ্রীবায় সজল-শোভায়
নন্দন-বধূ লাজে।
সেরূপ তুফান আজো হেরি যেন
তন্দ্রার কিনারায়
শুনি আনমনে কোন্ বাতায়নে
নূপুর বাজিছে পায় ;
অপরূপ এই পাষাণের ছায়ে
আছো আনন্দ-কাকল বাজায়ে,
কে অপরাজিতা বিচ্ছেদ-চিতা
নিবায়েছে নিরালায়।
মনে পড়ে সেই অন্ত-শয়ানে
মুমূর্ষু শাজাহান
অনিমেষে হায় চেয়ে তব পানে
নিমীলিল দু'নয়ান,
রোমাঞ্চি ওঠে যমুনার বুক
ঢাকে কজ্জলে কৌমুদী মুখ
বিদায়ের শেষে কবিতার দেশে
বিরহের অবসান।
দাঁড়ানু মেলি গম্বুজ তাল
মূর্ত অন্ধকারে
প্রতিধ্বনিল ধরণী হৃদয়
মূক শোক-ঝঙ্কারে,—

প্রেম যুগে যুগে

যন্ত্রণাহরা সুপ্তিগভীর
ঝঞ্ঝা নিশীথে বন্দরতীর
এত কি মধুর শান্ত বিধুর
চির-মৃত্যুর দ্বারে।
টুটি মর্ম্মর-সমাধি বর্ম
কহে স্মৃতি কি কাহিনী?
স্তিমিত হইল লোম কূপে কূপে
বেদনা সৌদামিনী।
ছিঁড়ি অতীতের অবগুণ্ঠন
বন্যার সম ধায় লুণ্ঠন
শুনি পাণিপথে মোগলের রথে
রণ-ধনু-শিঞ্জিনী।
এই না জীবন মানব জীবন,
ফুল-ফোটা, ফুল-ঝরা ;—
সম্মুখে হাস্য পিছনে অশ্রু
শয্যা-শায়িনী জরা,—
হেরিনু চমকি আসে নরনারী
মাঝে তার এক বঙ্গ কুমারী
বুকে দোলে হার আঁখি দুটি তার
দুখ-নবনীতে ভরা।
ভারতের এই প্রেমের তীর্থে
অশ্রুর ফুল-ঢালা,
এসগো প্রেমিক, এসো দম্পতি
সাজায়ে বরণ ডালা,
প্রণয়ের এই পুণ্য পুরীতে
নারী মহীয়সী অমরীর শ্রীতে

দীপ্ত আননে নাথের চরণে
সঁপেছে পূজার মালা ॥

ঝুমকা-রানী

পাহাড়-ঘেরা বাঁধের তীরে
পথ ফুরালো শেষ-রাতে,
সামনে দূরে উচ্চ চূড়া
দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নাতে
কালকে রাতে প্রহর জাগি
এসেছি আজ যাহার লাগি
সেই মোহিনী ঘুমায় তখন
শিরীষ কেশর শয্যাতে।
সন্ধ্যে তারার আলোক থেকে
জ্বালিয়ে আপন দীপ-খানি
ঘুমিয়ে আছে ঝুম্‌কা-রানী
এলিয়ে তনুর ফুলদানি।
অফুরন্ত ধূপের বাসে
মৃগ-নাভির গরব নাশে
পালিয়ে গেছে তিলোত্তমা
কটাক্ষে তার হার মানি।
ঝর্ণাধারা গাইছে গো তার
নূপুর পরা পা'র কাছে
ভোরের পাখী উঠছে ডাকি'
ফুটছে আলো শাল-গাছে।
মৌয়া ফুলের মদালসে
ওড়না খানি গেছে খসে
তখনও তার মুখের পরে
জরির চিকণ জাল আছে।

প্রেম যুগে যুগে

আস্‌মানি নীল কাঁচলি তার
শিউরে ওঠে উচ্ছ্বাসে
অন্তরে বয় আবেগ তুফান
বাইরে তাহার ঢেউ আসে,
বসন্তিয়া পরদা টানি
স্বপন দেখে পরীর রানী
রঙীন হিয়া নিঙাড়িয়া
দিলাম আজি তার পাশে।
চিরযুগের কান্তা আমার
প্রাণ প্রতিমা বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সীঁথির মণি
শিথিল বেণীর নীলফিতা।
নিমন্ত্রণের পত্র লিখে
পাঠিয়ে ছিলে এই পথিকে,
শুনবো মধুর কণ্ঠ তুহার
জাগো ফাগুন পুষ্পিতা।
তোমার রূপের দরবারে আজ
ভেট দিনু এই বরণ হার
চারু চোখের চোরা দিঠি
চম্‌কে দেছে দিল্‌ আমার!
তোমার পাণির তড়িৎ ভরা
দাও পরশন তরুণ করা,
ঘুচাও মম সকল জরা
খোলো শৈল পুরীর দ্বার।
লো পাষাণি এই প্রবাসে
একটু বস মোর সাথে,
হোক দু'জনে চোখোচোখি

নীল-পাথরের পইঠাতে।
গরিব-খানার খেয়াল সুরে
আমিই নাহয় ছিলাম দূরে
তুমিই বা কোন্ ডাক্‌লে মোরে
বকুল-ঝরা দোল রাতে।
কুঞ্জে যখন ক্ষ্যাপা পবন
লুট্‌তো মধু যুঁই ফুলে
স্বপন-ঘোরে তখন মোরে
গেছ্‌লে প্রিয়ে স্রেফ ভুলে।
সেদিন তোমার এই লাবণি
লুকিয়ে কেন রাখলে ধনি ?
তাকাও নি ত' হায় স্বজনি
কও নি কিছু চোখ তুলে।
দিনের রঙে এই দুনিয়া
ঝাপসা দেখে যায় আঁখি
আবছায়ারা আলপনা দেয়
ফিরতি বেলার নেই বাকি :
শুক্লকেশে অতিথ সাজি
পরদেশীয়া ডাকছে আজি
ওই দেখ তার প্রিয়তমার
লাজ ভেঙে দেয় বন-পাখী।
আবার নব কিশোর হ'ব
দাও রসায়ন সুন্দরী,
চল কুটীর-আঙিনাতে
সোহাগ-সিঁদুর-টিপ পরি।
ফিরবোনা সই ফিরবো না লো
সন্ধ্যা তুহার লাগছে ভালো।

প্রেম যুগে যুগে

জীয়াও তারে দরদ-ভাবে
গিয়াছে যার মন মরি।
রাখ আমার শেষ মিনতি
ছল কোরো না নিঠুরা,
সুর মিলায়ে দাওগো বেঁধে
তার-ছেঁড়া মোর তানপুরা ;
গাইব গীতের শেষের কলি
রস-লহরী দাও উথলি
তৃষাতুরের পেয়ালাতে
দাওগো ঢালি শেষ সুরা।
আধ-ঘুমানো মুখে তোমার
হাসিটুকুন লুকিয়ো না,
উদাস হ'য়ে বাঁকিয়ে গ্রীবা
সাধের মালা শুকিয়ো না।
এই যদি শেষ ছিল মনে
বিদায় দেবে আপন জনে
মিথ্যা কেন আমায় তবে
করলে হেন উন্মনা ?
ওই অলকে ওই কপোলে
অপাঙ্গে কি ভঙ্গিমা,
অভিসারের ললিত বেশে
বিলাস-লীলার নেই সীমা।
নূরজাহানের রূপ জিনিয়ে
নিলে আমার মন ছিনিয়ে,
চুনির মত দাও রাঙিয়ে
অনুরাগের রক্তিমা।
দুধ-পাথরে তোমার নিখুঁত

প্রেম যুগে যুগে

মূর্তি গড়ি নির্জনে
আঙুর-মিঠে অধর-পুটে
পিয়াস মিটাই তন্মনে
জনম জনম এমনি ক'রে
লুকাও দূরে কাঁদিয়ে মোরে,
দাগ রেখে যায় তোমার ছায়া
আমার স্মৃতির দর্পণে।
আজও ফোটে তেম্‌নি শোভায়
বন গোলাপের লাল কুঁড়ি
নিথর হ'য়ে প্রজাপতি
বসে গো তার বুক জুড়ি।
বাঁধের ঘাটে পূর্ণিমা সে
চুপি চুপি নাইতে আসে,
গুমরে উঠি শুনি যখন
বাজে তরল জল-চুড়ি।
জাগাও তৃষা, মিটাও তৃষা,
লো ষোড়শী সঙ্গিনী
ঘূর্ণি-হাওয়ায় অনেক ঘুরে
এলাম চলে পথ চিনি।
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
আফশোসে চোখ আসছে ছেয়ে,
কেন মদির যৌবনে মোর
দাওনি ধরা রঙ্গিণী॥



যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দ্বিপ্রহরে

বইএর পাতায় মন বসে না, খোলা পাতা খোলাই পড়ে থাকে,
চোখের পাতায় ঘুম আসে না—দেহের ক্লান্তি বুঝাই তবু কাকে?
কাজের মাঝে হাত লাগাব, কোথাও কোন উৎসাহ নাঁই তার,
চেয়ে আছি, চেয়েই আছি, চাওয়ার তবু নাইক কিছু আর।

বেলা বাড়ে, রোদ চড়ে যায়, প্রখর রবি দহে আকাশ তল,
ঝাঁঝাঁ করে ভিতর-বাহির, চোখের পথে শুকায় চোখের জল;
মোহাচ্ছন্ন মৌন জগৎ, কোথাও যেন জীবন চেষ্টা নাহি,
দীপ্ত আকাশ নির্নিমেষে দিনের দাহ দেখছে শুধু চাহি!

ঘরে ঘরে আগল আঁটা, আমার ঘরেই মুক্ত শুধু দ্বার,
—সেই যে খুলে চলে গেছে, তেমনি আছে,—কে দেয় উঠে আর!
দ্বারের কাছে নিমের গাছে একটি কেবল তিক্ত মধুর শ্বাস
ক্ষণে ক্ষণে জানায় শুধু রিক্ত বুকের উদাসী উচ্ছ্বাস।

হাহা করে তপ্ত হাওয়া শস্যহারা বসন্ত শেষ মাঠে,
চোতের ফসল বিকিয়ে গেছে কবে কোথায় অজানা কোন হাটে!
উদার মলয় নিঃস্ব আজি, সামনে শুধু ঊষর বালুচর
পঞ্চতপা দিক্ বিধবার বসন খানি লুটছে নিরন্তর।

কোন্ পথে সে গেছে চলি, বালু-বেলায় চিহ্নটি নাই তার,
লুপ্ত সকল শ্যামলিমা নিয়ে তাহার মুগ্ধ উপচার;
জাগছে শুধু প্রখর দাহ তৃষ্ণা ভরা বিশুষ্ক জিহ্বায়,—
দিনান্ত সে আসবে কখন? দমকা বাতাস ধুলো উড়ায় গায়!

হাফিজের স্বপ্ন

অমা-যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ-আঁধার খর্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া!
আঙুরের মত অলকগুচ্ছে গোলাপের মালা পরি,
মৃদু উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি;
কাজল-উজল কালো কটাক্ষে হানিয়া বিজলী-হাসি,
ফেরোজা রঙের বসন পরিয়া শিথানে দাঁড়াল আসি'!—
বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে কহিল— রে অনুরাগী,
শূন্যশয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া কিসের লাগি?

করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
যুড়ি যোড় পাণি বিগলিত-বাণী কণ্ঠে কহিনু কথা,—
তব অঞ্চল বসন্তবায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে,
তব মঞ্জীর সঙ্গীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,—
তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল-গীতি
তোমারি কুঞ্জ-দুয়ারে গাহিয়া শুনাইব নিতি নিতি;
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান,
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।
না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু—লীলায়িত হেলা ভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের পরে;
অঙ্গুলীঘাতে তারগুলি তা'র সঙ্গীতে ভরি দিয়া
আমার কোলের সঙ্গীটি মোরে ফিরাইয়া দিল প্রিয়া!

গোলাপের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা;
অমা যামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—

প্রেম যুগে যুগে

শিশির-শীতল খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি ভিতর দিয়া!
তার পর হ'তে বাজিছে সাহানা মোহিনী সিন্ধু কাফি,
সাথে সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি কাঁপি' ;
তালে তালে উঠে দুলে, দুলে তারি হৃদয়েরি আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে ঘুরে ফিরে তাহারি গোপন কথা!



কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাঘে.

আজিকে ঘন আঁধার ঘোর,
দারুণ শীত রাতিরে,
সাজানো মম কুটীরখানি,
মলিন দীপভাতিরে,
নাহিক কেহ নাহিক কেহ
রয়েছি আমি একাকী,
এমন রাতে তাহার সাথে
হবে না মোর দেখা কি ?

উষ্ণ মম শয্যাখানি.
বক্ষ মম শূন্যরে,
রয়েছে চাহি কাহার পানে
নয়ন দুটি ক্ষুন্নরে,
স্বনিছে বায়ু দুয়ার পাশে
বলিছে যেন কে ডাকি—
'একাকী আছ একাকী থাকো
রহিতে হবে একাকীই।'

কপোতী আজ কাঁপিয়া শীতে
বলিছে ডাকি কপোতে—
দারুণ শীত এসো গো এসো
আরো বুকের কাছেতে,

প্রেম যুগে যুগে

কোকিল বধূ স্বপন দেখি
সভয়ে যেন শিহরে
সলাজে ধীরে লুকায় মুখ
বঁধুর কোলে বিহরে।

•

কেবল দূরে কাঁদিয়া ফেরে
বিধুর চখাচখী রে,
শীতের রাতে আমরা শুধু
তাদেরি মত দুখীরে।
ওপারে প্রিয়া এপারে আমি
বহে বিরহ বাহিনী।
দুজনে কাঁদি দোঁহার লাগি
স্মরি বিগত কাহিনী।

শুনেছি শীতে জড় জগতে
আপন টানে আপনে,
পৌষ রাতি দামিনী গতি
কাটে বাসর যাপনে।
অণুর কাছে অণুকা আসে
মিলন যাচে সকলি,
বুক যে টানে আপন জনে
বুকের মাঝে আকুলি।

•

বৈজ্ঞানিকে শুনেছি গাহে
হিমের গুণ গীতিকা,
বলে সে 'আনি দেয় যে টানি
কণার কাছে কণিকা।'

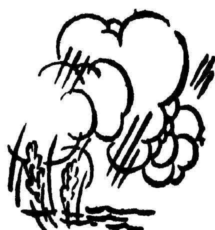
২২

প্রেম যুগে যুগে

সে যদি আনে প্রণয় টানে
অণুর কাছে অণুরে,
পারে না সে কি আনিতে আহা
তনুর কাছে তনুরে ?

প্রথম কথা।

প্রথম যখন কাছে এলে আমার প্রণয়িনী
কাঁচা রূপে ঢলঢলে মুখ সোহাগ গরবিনী।
আঁখির পরশ সয় না আঁখি, কথায় কথায় লাজ,
প্রণয় চেয়ে প্রবল হ'ল নূতন গৃহ কাজ।
লিখতে তুমি জানতে নাক ভালবাসার বাণী,
রেখেছিলে গোপন করে সরল হিয়াখানি।
মনে মনে ভেবেছিলাম করছ মোরে ঘৃণা,
করেছি হায় কতই মনে ভালবাস কি না ?
হঠাৎ যেদিন আমার পায়ে ফুট্‌লো ছোট কাঁটা
'উহু' বলে পড়নু বসে অবশ হ'ল পা-টা,
তখন তুমি চকিত এসে হে বালিকা বধূ,
লাজটি ভুলে ঘোম্‌টা তুলে বললে 'উহু' শুধু,
সজল নয়ন জানিয়ে দিলে প্রেমের গভীরতা
ভিতের প্রথম ইটখানিতেই সারা বাড়ির কথা।



মোহিতলাল মজুমদার

দিনশেষে

লাল হয়ে ঐ নীল নভ-তল সোণালী হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ ওড়্না খসিছে রজনীর কালো কেশে!
সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়,
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
এখনো যেটুকু রয়েছে সময়
লই মোরা ভালবেসে,
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালো কেশে।

দিন যে ফুরাল, রবে না এ আলো, আসিছে নিশুতি রাতি—
সে আঁধারে সখি কেহ যে হবে না কাহারো বাসর-সাথী!
নিশীথ আকাশে আসিবে যে তারা,
চির-তিমিরের প্রহরী তাহারা,
চোখে-চোখে শুধু করিবে ইসারা
সে কি কৌতুকে মাতি'—
এত প্রেম, প্রাণ—সব নির্বাণ! শেষ এল সেই রাতি!

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কত রঙ, কত রূপ!—
হায় সখি, হায়! ও রাঙা অধর করে যেন বিদ্রূপ!
শত যুগ ধরি' রূপসী বসুধা
মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা?
—তারি পরে যম-যূপ!
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ, এত রূপ!

প্রেম যুগে যুগে

রূপ যে অশেষ ! যুগ-যুগান্ত এমনি অটুট রবে,
হেথাকার ফুল এমনি ফুটিবে মৃদু মধু সৌরভে !
আমাদের মত কত বিহঙ্গ,
কত বিচিত্র ক্ষণ-পতঙ্গ
লভি' তার সেই রূপের সঙ্গ
বসন্ত উৎসবে,
লইবে বিদায় ধরণীর ফুল এমনি ফুটিয়া রবে !

তবু সেইটুকু মধু-পার্বণ হেলা করি' কেটে যায় !
মধু-হ্রদ হতে একটি কণিকা শুষিতে সে ভয় পায় !
উষালোকে হেরে সন্ধ্যার ছায়া,
দিবস-দুপুরে কত প্রেত-কায়া !—
হায় সখি, একি নিদারুণ মায়া,
একি বাধা পায়-পায় !
চির-নিশীথের একটি সে দিবা ভয়ে ভয়ে কেটে যায় !

অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান !—
মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল,
লতার বিতানে দোলে এলো চুল,
পাতায় পাতায় লিপি সে অতুল—
বায়ু-মর্মর গান !
সারাজীবনেও হেন মধুবনে ফুরায় কি সন্ধান ?

দিনশেষে তাই নয়নে আমার উথলে অশ্রুজল,
কবরী খুলিয়া ওই কেশপাশে মুছাও কপোলতল ।
বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
গুঞ্জর' কানে পরমা সে বাণী—

'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা এক ফোঁটা আঁখি-জল'।

এই যে তুলিনু মুখখানি হাতে—চাও দেখি মুখে মোর,
আর একবার— শেষবার—চোখে লাগুক নেশার ঘোর!
ভুলি যাও ব্যথা—বৃথা কলঙ্ক!—
সলিলের তলে আছে যে পঙ্ক;
তুমি খুলে ধর মধু-করঙ্ক
আপন গন্ধে ভোর,
কালো হয়ে আসে নীল বনরেখা, রাখ এ মিনতি মোর!

চৈত্র-রাতে

আসিয়াছে চৈত্র-রাতি, সাথে তার জ্যোৎস্না-যাদুকরী—
স্বপ্ন আছে, নিদ্রা নাই! যৌবনের সেই রূপকথা
চমকিয়া স্মরি শুধু, চমকিয়া উঠে পান্থ যথা
মৃদু-গন্ধে—দূর বনে ফোটে বুঝি নেবুর মঞ্জরী!
স্মরণের কুঞ্জে কুঞ্জে মন আজ করে মাধুকরী—
ঝরা-ফুলে বসে অলি, শুষ্ক শাখে শোভে কল্পলতা!
অপূর্ব সে উপন্যাস!—মনে হয় আমি নাই তথা,
সে কাহিনী যার, তারে আমিও যে গিয়েছি পাসরি'!

জানি সে যে কত বড়! স্মরি যবে সেই পূর্বরাগ,
সেই ক্ষণ-মূর্ছাবেশ হেরি' শুধু পদচিহ্ন বাটে!—
কে বলিবে, একদিন আমি ছিনু এত ধনে ধনী!
মর্মর-অলিন্দে বসি' জ্যোৎস্নালোকে যাহার সোহাগ—
(অধরে পড়েছে আলো, ছায়াখানি নয়নে ললাটে!)
সম্রাট-প্রেয়সী নয়—সে যে ছিল আমারি রমণী!

• • •

কালিদাস রায়

রেবা-রোধসি

(রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে)

মন পড়ে' আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
যেখানে তোমারে পেয়েছিনু সখা মালতীর পরিমলে।
হেথায় পৌর সৌধ-সদনে
নিবিড় তোমার বাহুর বাঁধনে
সেই স্মৃতি আজো অন্তরে ঘুরে সন্তরি' আঁখিজলে।

সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার সেই দুরু-দুরু বুক
বাণীর-বনের নিভৃত আঁধারে ক্ষণিক মিলনসুখ,
সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে
সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি ধিকি জ্বলে, তোমার সাধের জতুগৃহ তায় গলে।

নূপুর খুলিয়া নীলবাসে সেই টিপি টিপি আসাযাওয়া
বন-মরমরে চমকি চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,
বিদায়ের ক্ষণে হৃদয় বিবশ
আঁখিজলে লোণা চুম্বনরস,
সব স্মৃতিগুলি ফুটে আছে বুকে রক্তিম শতদলে।

আছে বা কেমন আহা রেবাতটে সেই তরুলতাগুলি,
হয়ত তাহারা নব অনুরাগে আমাদের গেছে ভুলি ;
জানেনা হেথায় সোণার পিঁজরে
বনের পাখীরা ছটফট করে,
পল্লবছায় নিভৃত কুলায় স্মরিতেছে পলে পলে।

রাণী

তোমায় আমি করব রাণী ছিল মনে,
গিয়েছিলাম—সিংহাসনের অন্বেষণে।
গেলাম তোমার বাঁধন ছিঁড়ি   পার হয়ে বন নদী গিরি
জিজ্ঞাসিলাম মিলবে কোথা জনে জনে ;
তোমায় আমি করব বাণী ছিল মনে।

ভাবতাম আমি, তোমার ভাবেই আত্মহারা,
'রাজা যারা আমাব মতই মানুষ তারা,
আমার মতই কাঁদে হাসে,   খায়, পরে, গায়, ভালবাসে,
আমিই তবে কেন রবো লক্ষ্মীছাড়া ?'
ছিলাম কি না তোমার প্রেমে ক্ষ্যাপার পারা।

এই ধারণায় ঘুরে এলাম দেশে দেশে,
তুল্লোনাক পিঠে, কোনো হাতীই এসে।
খুল্লনাক সিংহদুয়ার,   উঠলনাক জয় জয় কার,
"আসুন হুজুর" বল্লেনাক উজীর হেসে!
তোমার পাশে কাঙাল বেশে এলাম শেষে।

মেলেনাক রাজত্বটা কেবল খুঁজে',
এখন আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি বুঝে,
মেলেনাক ভিক্ষে করে   কিনৃতে তা হয় গায়ের জোরে,
জিনৃতে তা হয় শৌর্য দিয়ে অনেক যুঝে।
মিল্লনাক মুলুক মুলুক এলাম খুঁজে।

উল্টে বরং করতে ভড়ং পুঁজি পাটা
সব গেল মোর, মিটল নাক আকাঙ্ক্ষাটা ;

প্রেম যুগে যুগে

চোর ভেবে রাজপ্রহরীরা দিল আমায় অনেক পীড়া,
পাগল বলেও পেলাম অনেক লাথি ঝাঁটা
নিঃস্ব আমি,—গেছে সবি পুঁজিপাটা।

পাইনি বলে তবু হতাশ হইনি রাণী,
একটি জবর দেশের আমি খবর জানি।
তার অধিকার আমায় পেতে হবে নাক কোথাও যেতে!
আমার পানে চাওলো, তোল' বদনখানি—
সেথায় আমি করব তোমায় মহারাণী।

আমার মানস রাজ্যে বস' সিংহাসনে,
বিহার কর আমার প্রেমের কল্পবনে।
রাজ্য, আমার জীবন জুড়ে তায় তব জয়কেতন উড়ে।
কাব্য-রমা বরবে তোমা আলিঙ্গনে,
হে কল্যাণি, হওলো রাণী চিৎভুবনে।



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নির্বাসন

মিলন-মলিন ধূলিতললীন
ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেদুর
নববিরহের আশায়, বন্ধু!
পাংশু গগনে পাণ্ডুর চাঁদ,
সব-সাধ-মেটা একি অবসাদ!
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্-বাঁধ
ঢেকে দাও কালো মেঘে;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি উঠুক্,
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক্
ঝড়ের শঙ্কা লেগে।
নিদাঘ রজনী নীরবে দুজনে
জাগি আজ,
তোমারি চরণে জুড়ি চারি কর
নির্বাসনের নবনির্দেশ
মাগি আজ।
আজ মেঘদূত ফিরাও উজান
পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা
রামগিরিগুহাভবনে।
পথে যেতে যেতে যাক্ সে কুড়ায়ে
মিলনমথিত ফুলের মালা

প্রেম যুগে যুগে

শিথিলমৌর্বী ভ্রষ্টধনুভ্রষ্ট
 ব্যর্থশরের মৌন জ্বালা।
ভিন্ন করিয়া চুম্বনরত
 গততৃষা যত অধরপুট
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত
 অনিমেষ আঁখি পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল
 প্রাণান্ত ভুজবন্ধন
অকস্মাতের দমকা হাওয়ায়
 দুর্লভ করি' বল্লভে—

নবমেঘদূত ভাসিয়া চলুক্
 দেশে দেশে,
নিরুদ্ধদ্বার অলকা ত্যজিয়া
 নিবিড় নীল নিরুদ্দেশে।
দুর্লভ কর বন্ধু আমায়—
 দুর্লভ কর হে,

অপরিচয়ের বিস্মৃতি পার
কর অতিবল্লভারে আমার
ঘন নীলবাসে নবীন বিরহে
 দুর্লভতর হে।

সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ,
 ছায়া প'ড়ে আছে পায়,
ললাটে ক্লান্তি কালিমার টীকা
নির্বাণ কর এ মিলন-শিখা,
দুটী হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
 নিঃশেষ কর তায়।

প্রেম যুগে যুগে

বাসিমুখে হাসি পঙ্কজতার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরুভার,
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার
গহিন্ তিমির তলে,
সেথা সে আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন,—
গোপন দুরাশা জানাই্ বন্ধু
চারি নয়নের জলে।
শেষ হ'ল নিশা, আশীষ মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া,
ভোরের বাতাসে আঁচন সারিয়া
চলি যায় শুভ'খণ,
ক্ষম গো বন্ধু এ মম প্রলাপ—
এবার মিলনে হানো অভিশাপ,
অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক্ প্রেম
লভিয়া নির্বাসন।

চোখের জল

ও-চোখে মানাবেনা চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান কোরোনা বেদনার।

নাই সে নীল নভে বোশেখী কালো মেঘ,
নাই ত দুরু দুরু আষাঢ় উদ্বেগ।
কোথা সে শাওনীয়া বাতাস পুরবীয়াঁ,
কোথা বা বিজলীর ঝলক ছলনার?
ও-চোখে আনিওনা চোখের জল আর।

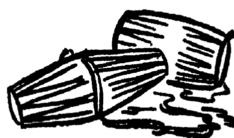
প্রেম যুগে যুগে

যে যুথি ঝরি পড়ি হারাল পরিমল
তারে কি সাজে আর শিশির ঢল-ঢল !
নিদাঘ নিপীড়নে যে বুক সমতল
সেথা কি দুল-দুলে কমল কহ্লার ?
ও-বুকে ফেলিও না চোখের জল আর।

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কিগো ফিরাতে মধুমাস ?
নাই সে ধূপছায়া নাই সে মেঘমায়া,
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার।
ঊষর ও-কপোলে বিফল জলধার।

এখন বস আসি আসনে উদাসীন,
ঘুরায়ে চল জপে দিনের পর দিন।
শুনোনা কারা হাসে কাঁদে ও ভালবাসে,
এখন কর শুধু জপের মালা সার !
সমুখে বহি যাক্ গঙ্গা খরধার।

ফেলোনা ফেলোনা গো বিফল আঁখিজল
কোরো না অপমান গোপন বেদনার।



দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

কাব্য ও তুমি

আমার কাব্য তোমার সনে কোন বাঁধনে বাঁধা ?
ভাবতে গেলে নিজের লাগে ধাঁধা।
সে যে শুধু তোমায় নিয়ে— একথাটি বলতে গিয়ে
মনের কোণে লাগে বিষম বাধা।
যতই তুমি হও না আপন, হওনা প্রিয় প্রিয়ে,
বিশ্ব নহে শুধুই তোমায় নিয়ে।
মধু আছে হাজার ফুলে, হাজার রূপে নয়ন ভুলে,
প্রাণ যে অমর সবার সুধা পিয়ে।

তবু আমার গানে তোমার নিবিড় পরশ খানি,
জড়িয়ে আছে কেমনে না জানি।
বাহির পশে মনের গেহে, তুমি কি গো করুণ স্নেহে
সরস কর বুলিয়ে শীতল পাণি।
তুমি সে কি গো প্রেমের শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া দিয়ে
আবরি আছ সকল মোর হিয়ে ?

তুমি আমি

তোমার আমার জনম হল, এক নিমেষে একই ক্ষণে,
যেমনি দেখা হ'ল আমার তোমার সনে।
ধরণীর এই গর্ভ-আঁধার ছেড়ে নব জনম দোঁহার
অলোক লোকের মুক্ত আলোক সমীরণে।
তুমি ছিলে তাহার আগে তোমার অলীক স্বপন সম
আমার মায়ার মত অস্ফুট চেতন মম।

প্রেম যুগে যুগে

দুটি প্রাণের পরশ লেগে এমনি আলো উঠল জেগে
সেই আলোতে মিলিয়ে গেল মায়ার তম।
'আমি' সে যে শূন্য আঁধার চেতন-বিহীন 'তুমি' বিনে,
'তুমি'র মাঝে আপনারে সে লয় যে চিনে।
এই চেনা কি যাবে থামি? অসীম 'তুমি' অসীম 'আমি'
দোঁহার মাঝে দোঁহার বিকাশ রাত্রি দিনে।
জনম মোদের এক নিমেষে, বিকাশ সে যে একই খনে,
মরবো যখন মরবো মোরা এক মরণে।
'আমি' 'তুমি' যদি মিলায়, লুপ্ত হবে সকল লীলাই,
কোথাও কিছু রবে না শেষ এই ভুবনে।



হেমেন্দ্রকুমার রায়

আবেদন

দুজনে আজ একলা হলুম ! বনের দোলায় সবুজ দোলে,
একটা দুটো গানের পাখী আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে !
আল্‌তা মাখা পায়ের তলায়,
দূর্বাদলের ঘুম ভেঙে যায়,
থাক্‌লে গোপন মনের কথা, আজকে তুমি আমায় বোলো,
তার আগে ভাই একটি কথা,—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোমটা খোলো

* *

নদীর বুকে লুকিয়ে থাকা জলপরীদের গানের সভা,
দুই তীরে তার ফুলের আসর—জুঁই, চামেলী, পারুল, জবা !
তোমার বুকের অঞ্চলেতে,
বাতাস যে চায় মূর্চ্ছা যেতে,
নই আমিও ভালো মানুষ—এইটুকু সই সম্‌ঝে চোলো,
আর তো আমার সইচে না রে—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোমটা খোলো !

* *

জ্যোৎস্না-রঙে ডুবিয়ে তুলি চন্দ্র কি আজ নক্‌সা করে,
পূর্ণিমা শোন্‌ বাজায় বীণা মনের ভেতর স্বপ্ন-স্বরে !
হোয়ো না ভাই জ্যান্ত পাষাণ,
অশ্রুজলে প্রেমের ভাসান
আজ দিও না ! আজ্‌কে খালি চোখের ভাষায় মাতিয়ে তোলো,
ওগো আমার ভালোবাসা !—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোমটা খোলো !

জীবনে

জীবনে আমি গো গেয়েছি অনেক
সুখের গান,
আমার রাগিনী ছুঁয়েচে অসীমে
তারার প্রাণ।
বীণাটি আমার সুরের স্বপন
হৃদয়ে হৃদয়ে করেছে বপন,
কখন্ যে তার ছিঁড়ে গেছে তার
শোনেনি কান,
গানের সভায় ব'সে আছি আজ
নীরব তান।

* *

জীবনে আমি গো খেলেচি অনেক
প্রেমের খেলা,
প্রাণের বাগানে যে রং ফুটেচে,
করিনি হেলা?
চোখের চাহনি, ঠোঁটের কাঁপন,
এই নিয়ে দিন করিয়া যাপন,
এখন দেখি গো একা ব'সে আমি—
গিয়েচে বেলা,
মরুর তটেতে ঠেকেচে আমার
আশার ভেলা।

* *

জীবনে আমি গো দেখেচি অনেক
চাঁদের হাসি,

কুসুম-শয়নে ভুলেচি ধরার
আঁধার-কাঁদী।
দিল থেকে মোর খুলে গেছে খিল,
দিয়েচে দখিনা, গেয়েচে কোকিল,
জানিনা কখন্ ঝ'রে গেল শীতে
কুসুম রাশি,
হাসির শ্মশানে বাজিছে এখন
কাঁদন-বাঁশী।



কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

সোনার কাঠি

সোনার কাঠির পরশে সখি লো,
কে আমারে আজি জাগালো!
নিমিলিত আঁখি নিলীন শয়নে,
মগ্ন স্বপন-কুসুম চয়নে,
নীল অঞ্জন কে আসি নয়নে
লাগালো!
কে আমারে সখি জাগালো!
বকুল মালার কুসুম কণ্ঠে
কে আমারে সখি দোলালো!
সে ফুল গন্ধ সুরভি সুবাস
গায়ে লাগে যেন তারি নিশ্বাস,
সখিলো আমারে আকাশ বাতাস
ভোলালো!
কণ্ঠে কুসুম দোলালো!
মোর যৌবন-বন পুষ্পে পাতায়
সখিলো কে আজ ফোটালো!
নুয়ে পড়ি সেই সৌরভ ভারে,
লুব্ধ ভ্রমর কানে ঝঙ্কারে,
এসে দুটি পায়ে বারে বারে বারে
লোটালো!
যৌবন মম ফোটালো!



গিরিজাকুমার বসু

আহ্বান

মুখের হাসিতে আর বুকের বেদনা সই
ঢেকে কত রাখব !
জোর করে মন বেঁধে আড়ালে লুকিয়ে কেঁদে
কত কাল থাকব ?
যেদিন বিদায় নিলে মনে পড়ে বলেছিলে,
'দুদিনেই আসব।'
তুমি কি ভুলিলে সই নেই মোর এক বই
ভাল যারে বাসব।
হৃদয়ে রাখিয়া যায় পলকে হারাতে, হায় !
কি দিনই সে যাপছে,
কে বুঝিবে সেই কথা তোমার বিরহ ব্যথা
কি প্রাণে সে চাপছে।
দিবা নিশি দেখে তবু দুজনার কারো কভু
যেতো না যে তিয়াষা।
ভুবনে কি ছিল মধু, নয়নে কি প্রেম বঁধু
মরমে সে কি আশা।
দরশ পরশ মাগি আজ আমি নিশি জাগি
অধর কি তিক্ত !
হে মোর অমিয়, তুমি এস, তারে চুমি চুমি
কর সুধা-সিক্ত।
আজি দিকে দিকে প্রীতি ভরি ওঠে বন-বীথি
চম্পক-গন্ধে,
এস তুমি অনুরাগে নিখিল ভুবন জাগে
নব নীতি ছন্দে।

• • •

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ঘুড়ি

লাটাই গুটিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিলে ঘুঁড়িটাকে
বুকের উপর।
করছিলাম ফর্ ফর্ ফড়িঙের মত
শূন্যে খাচ্ছিলাম ঘুরপাক।
কান্নিকওয়ালা ঘুঁড়ি কেবল গোঁৎ খেয়ে মরে,
তার ঊর্ধ্বযাত্রাটা বারবার হয় কেবল অধোগামী।

এবার ভরনা দিয়ে করলে ভারসাম্যের বিধান,
একটা ল্যাজও দিল জুড়ে।
এ পুচ্ছটা তুচ্ছ নয়,
এতে দেয় স্থিতি-স্থাপকতা।
হাল্কা প্রাণে একটু বোঝার ভার থাকা ভালো,
তাতে উড্ডয়নটা সোজা পথেই চলে।

আবার দিলে উড়িয়ে।
এবার আমার চালচলনটা ভদ্রোচিত;
মাতালের মতো টালমাটাল খেয়ে চলা নয়,
সিধে রাস্তায় সটাং চলেছি তোমার লাগামের বশে,
মাঝে মাঝে টেনে ধরো আবার সুতো ছাড়ো,
থেকে থেকে দাও একটা হেঁচকা টান।

তোমার খেলাটা মন্দ নয়।
নিজে পারোনা উড়তে,

কিন্তু ওড়বার সখ আছে বিলক্ষণ।
আমার উড়ুক্কু প্রাণটার উপর খেলাও তোমার ওস্তাদি,
আমায় উড়িয়ে চলে তোমার নভ পরিক্রমা।
ভাবি, তুমি না থাকলে আমার গতি হ'ত কি ?
আর আমায় না পেলে কেমন করে শূন্যে হাঁকাতে পক্ষীরাজ ?
যুগলাম্বয়ে হলেম অর্ধনারীশ্বর
তোমার ছন্দানুবর্তী হয়ে।

প্রেম

যখনি যাও আমার চোখের আড়ালে
তখনি ত হয় এই ইন্দ্রিয়লোকে তোমার মৃত্যু।
তবু জানি তুমি আছো এই দেহলোকে,
তাই ইন্দ্রিয়াতুর মন আশ্বস্ত হয় বিরহে।
আবার পাবো দেখা, আসবে তুমি কাছে,
এই আশায় বুক বাঁধি।

পেলেম আবার তোমায় ভুজবন্ধে,
কিন্তু তৃপ্তি হল না ত।
বিজ্ঞান বলে জড়ে জড়ে কখনো হয় না সংস্পর্শ,
নিবিড়তম চাপেও।
অনেক পরীক্ষা গবেষণার ফলে
পণ্ডিতরা উপনীত হলেন এই সিদ্ধান্তে।
আমার সূক্ষ্ম অনুভূতি বিজ্ঞানবিৎ,
সে সহজেই বোঝে দেহের মিলন ব্যবধানময়।

নয়, নয়, নয়—
এই না-দিয়েই বুঝি অনধিগত হাঁ-কে

—আভাষে ইঙ্গিতে দ্বিধাদ্বিধয়ে।
তাই প্রাণ হয় আবেগময়,
ছুটি তোমার পানে প্রাণের অন্তরীক্ষে।
অসীমের সঙ্গে হয় প্রত্যক্ষ পরিচয়
এই অফুরন্ত গতির প্রেরণায়,
যুগপৎ উত্তরণ ও অতিক্রমণ দিয়ে।

অতি পুরাতন কথা কিন্তু চিরনবীন
—সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরোহো ন সঙ্গমস্তস্যা।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥
মিলন বিরহ উভয়ের মাঝে জানি বিরহই ভালো,
কাছে সে একেলা, নিখিল ভুবনে বিরহে যে সে ছড়ালো।

ওগো পদাঙ্কদূতের কবি,
তোমাকে নমস্কার।
অন্ধ অনুভূতিকে তুমি দিলে ভাষা
চিরবিরহকে করলে মিলন ঘনিষ্ঠ।
ক্ষুদ্র এই প্রাণের পল্বল,
অহর্নিশ হচ্ছে কেবল বাষ্পীভূত,
ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছে মেঘে
অসীম নীলিমায় আত্মহারা হবার জন্যে।
এইত প্রেম—ক্ষুদ্রকে উপনীত করে সীমাতীতে।



নজরুল ইস্‌লাম

চৈতী হাওয়া

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার
আজকে তোমার জন্মদিন—
স্মরণ বেলায় নিদ্রাহীন
হাত্‌ড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার অকূল অন্ধকার!
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার!

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যাথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক,—
কোন্‌ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল—
ঢেকেছে আজ কোন্‌ দেবতার কোন্‌ সে পাষাণ তল?

অস্তখেয়ার হারামাণিক-বোঝাই-করা-না'
আস্‌ছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয় পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই ব'সে
আমার মাণিক কইগো সে?
পারাবারের ঢেউ-দোলানি হান্‌ছে বুকে ঘা!
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

বইছে আবার চৈতী-হাওয়া গুম্‌রে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।

তেমনি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা বউ
পান ক'রে ওই ঢুলছে নেশায়, দুলছে মহুল বন।
ফুল-সৌখিন্ দখিন হাওয়ায় কানন উচাটন।

পড়্ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই।
হাস্তে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাপ হ'য়ে ফুট্ত গাল!
থল কমলী আউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই!
বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত ভুঁই!

চৈতী রাতির গাইত গজল বুলবুলিয়ার রব,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!
ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজ্‌নে ফুলের দল ঝরি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন খোঁপার পর,
ঝাঁঝাল্ হাওয়ায় বাজ্‌ত উদাস মাছরাঙাদের স্বর!

পিয়াল বনের পলাশ ফুলের গেলাশ ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই
বলতে, 'আমি অমনি চাই!'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে ঠোঁটে দিতাম মউ
হিজল শাখায় ডাকত পাখী "কও গো কথা বউ!"

প্রেম যুগে যুগে

ডাক্‌ত ডাহুক জল পায়রা নাচ্‌ত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আসমানে গাঙ্‌চিল!
হঠাৎ জলে রাখতে পা,
কাজলা দীঘির শিউরে গা—
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত মৃণাল ফুট্‌ত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগ্‌ত তোমার সাগর দীঘির নীল!

উদাস দুপুর কখন গেছে এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়ালো ঘুমন্তী নদীর ঘুমুর পরা পায়!
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউএর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়!
মাঠের বাঁশী বন্ উদাসী ভীম-পলাশী গায়!

বউল আজি বাউল হ'ল আমরা তফাতে!
আম-মুকুলের গুঁজি কাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ কি আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির ডানাঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

বউল ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের পীড়ায় টস্‌ টসে বুক ঝুরছে গোলাপ জাম!
কামরাঙারা রাঙ্‌ল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম!

প্রেম যুগে যুগে

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথ্‌ব মালা—পাইনে খুঁজে ডোর!
সেই চাহনী নীল-কমল
ভর্‌ল আমার মানস জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম্ম-মূলে মোর '
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী হার লোর!

তরী আমার কোন্‌ কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্‌লা নেবুর ফুল!
পাহাড় তলীর শালবনায়
বিষের মত নীল ঘনায়!
সাঁঝ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার চাঁদ-ইহুদী-দুল!
হায় গো আমার ভিন্‌ গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল!

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত—তোমার দেখা নেই!
কণ্ঠে কাঁদে একটী স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?
তেম্‌নি ক'রে জাগ্‌ছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে-পাওয়া বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া যেই?

পারাপারের ঘাটে প্রিয়া রইমু বেঁধে না,'
এই তরীতে হয়তো তোমার পড়বে রাঙা পা!
আবার তোমার সুখ-ছোঁয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয়া রইমু বেঁধে না' ॥

অ-নামিকা

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরী
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া!
তোমারে বন্দনা করি ··
হে আমার মানস-রঙ্গিনী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!
তোমারে বন্দনা করি···
নাম-নাহি-জানা ওগো আজো নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালবাসা···
গোপন চারিনী মোর, লো চির প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হ'তে কাঁদ বাসনার অন্তরালে বসি'—
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।
অসীমা! এলেনা তুমি সীমারেখা-পারে।
স্বপনে পাইয়া তোমা' স্বপনে হারাই বারেবারে।
অরূপা লো! রতি হ'য়ে এলে মনে,
সতী হ'য়ে এলে নাক ঘরে।
প্রিয়া হ'য়ে এলে প্রেমে,
বধূ হ'য়ে এলে না অধরে!
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন্ শরাব,
পেয়ালায় নাহি এলে!—
"উতারো নেকাব"—
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!

প্রেম যুগে যুগে

সুদূরিকা! দূরে থাক—ভালবাস নিকটে আস না।
তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।—
জন্ম জন্মান্তর ধরি' লোকে লোকান্তরে তোমা করিছে আরতি,
বারে বারে একই জন্ম শতবার করি'!
যেখানে দেখেছি রূপ,—করেছি বন্দনা প্রিয়া
তোমারেই স্মরি'।
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!
বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনু সমা,
হাওয়া—পরী
প্রিয়া মনোরমা!
ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।
ব্যথা-দেওয়া রাণী মোর, এলে নাক কথা-কওয়া হ'য়ে!
চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা!
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে!
কামনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে!
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে
না-পাওয়ার করি আরাধনা!...
যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন;
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ

অনুভব করিয়াছি!—ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে!
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে!
প্রকাশ গোপন।
যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা'
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!
তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব কামনাতে!
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি;
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!
যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম তুমি হ'লে রতি,
তরুণ তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!
কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই!
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো! বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সেই যায় স'রে!
কেন হেন হয় হায়, কেন লয় মনে—
যারে ভালোবাসিলাম, তার চেয়ে ভালো কেহ
বাসিছে গোপনে।
সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু!
আমারি বধূর বুকে হাস তুমি হ'য়ে নববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়

তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি-পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী!...
বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—
নহে এ সে নহে!
কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিম্বা জন্ম লবে?
কথা কও, কথা কও প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া।
কহিবেনা কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা।
প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়,
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়।
চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,

প্রেম যুগে যুগে

যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায় !
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পিব সেই প্রেম—
সে সুরাব্ লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।

ফাল্গুনী

সখি পাতিস্‌নে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি দিস্‌নে গোলাব-ছিটে খাস্ লো মাথা
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি-চন্দন
কমলী-মালা—
সখি দিস্‌নে লো দিস্‌নে লো, বড় সে জ্বালা !

বল কেমনে নিবাই সখি বুকের আগুন !
এল খুন-মাখা তূন নিয়ে খুনেরা ফাগুন !
সে যে হানে হুল্—খুন্‌সুড়ি
ফেটে পড়ে ফুলকুঁড়ি
আইবুড়ো আইবুড়ি—
বুকে ধরে ঘুণ !
যত বিরহিনী 'নিম্-খুন—কাটা ঘায়ে নুন !

আজ লাল-পানি পিয়ে দেখি সব-কিছু দুর !
যবে আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর !
হ'ল মাদার অশোক ঘা'ল

রঙন ত' নাজেহাল !
লালে লাল ডালে-ডাল
পলাশ শিমূল !
সখি তাহাদের মধু ক্ষরে—মোরে বেঁধে হুল

নব সহকার-মঞ্জরী সহ ভ্রমরী !
চুমে ভোম্‌রা নিপট, হিয়া মরে গুমরি !
কত ঘাটে ঘাটে সই-সই
ঘট ভয়ে নিতি ওই
চোখে মুখে ফোটে খই,—
আব-রাঙা গাল,
যত আধ-ভাঙা ইঙ্গিত তত হয় লাল !

আর সইতে পারিনে সই ফুল-ঝামেলা,
প্রাতে মল্লী চাঁপা, সাঁজে বেলা চামেলা !
হের ফুট্‌লো মাধবী হুরী
ডগমগ তরুপুরী,
পথে পথে ফুলঝুরী
সজিনা ফুলে—।
এত ফুল দেখে কুলবালা কূল না ভুলে !

সাজি' বাটা-ভরা ছাঁচি পান ব্যজনী-হাতে
করে স্বজনে বীজন কত সজনী ছাতে।
সেথা চোখে চোখে সঙ্কেত।
কানে কথা—যাও ধেৎ,—
ঢ'লে-পড়া অঙ্কেতে
মনমথ-ঘায় !
আজ আমি ছাড়া আর সবে মন মত পায়।

সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল একি বায় !
এ যে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়।
 এ যে শারাবের মত নেশা
  এ পোড়া মলয় মেশা,
  ডাকে তাহে কুলনাশা
   কালামুখো পিক্ !
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক্ !

এল আলো-রাধা ফাগ ভরি চাঁদের থালায়,
ঝরে জ্যোছনা-আবীর সারা শ্যাম-সুষমায়'
  যত ডালপালা নিম্‌খুন,
  ফুলে ফুলে কুঙ্কুম,
  চুড়ি বালা রুম্‌ঝুম্,
   হোরির খেলা,
শুধু নিরালায় কেঁদে মরি আমি একেলা !

আজ সঙ্কেত-শঙ্কিতা বন-বীথিকায়
কত কুল-বধূ ছিঁড়ে সাড়ি কুলের কাঁটায়
  সখি ভরা মোর এ দুকূল
  কাঁটাহীন শুধু ফুল !
  ফুলে এত বেঁধে হুল ?—
   ভাল ছিল হায়—
সখি ছিঁড়িত দুকূল যদি কুলের কাঁটায় !

গান

কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি' রহি'॥

সে থাকে নীল নভে আমি-নয়ন-জল-সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘুরে' মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি ॥
কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে !
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি'
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি' ॥

এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন—এ মোর অহঙ্কার !
এমনি-চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল-রূপের বাণী—মানস-আসনে !—

সবাই যখন তোমায় ঘিরে করবে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে রচব তোমার স্তব !
রচ্‌ব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল-কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠ-হার—
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার !

যে দিন আমি থাক্‌বনাক থাক্‌বে আমার গান,
বল্‌বে সবাই, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ ?"
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,

সখার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে;
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে!

বুকের তলা করবে ব্যথা, বলবে কাঁদিয়া,
"বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?"
হাসবে সবাই, গাইবে গীতি,—
তুমি নয়ন-জলে তিতি'
নতুন ক'রে আমার গানে আমার কবিতায়
গহীন নিরালাতে ব'সে খুঁজবে আপনায়!

রাখতে যে দিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুল্‌বে তোমায় দুদিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুল্‌বে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে না বীণা!

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার!
এই ত আমার চোখের জলে,
আমার গানের সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়!···

চাইনা তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে।
ঊর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে রূপ সেবি'?
চাইনা দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল!

প্রেম যুগে যুগে

যেমন ক'রে খেলতে তুমি কিশোর বয়সে—
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে।
বালু দিয়ে গড়তে গেহ,
জাগত বুকে মাটির স্নেহ,
ছলনা ত স্বর্গে তখন সূর্য, তারা, চাঁদ,
তেমনি করে খেলব আবার পাতবে মায়া-ফাঁদ!

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটীরে,
খুশির রঙে করবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে!

তুমি আমার বকুল যূথি—মাটির তারা-ফুল,
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্সি-দুল।
কুসুমী রাঙা সাড়িখানি
চৈতী-সাঁঝে পরবে রাণী,
আকাশ গাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজবে করুণ বারোয়াঁ মূলতান।

আমার রচা গানে তোমায় সেই বেলা-শেষে
এম্নি সুরে চাইবে কেহ পরদেশী এসে!
রঙীন সাঁঝে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন!—এ মোর অভিমান
যাচবে যারা তোমায়—রচি তাদের তরে গান!

প্রেম যুগে যুগে

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায় !
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন !
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথ্‌ছ ফুল-হার,
আমি তোমার গাঁথ্‌ছি মালা এ মোর অহঙ্কার !



সুধীরকুমার চৌধুরী

পথধুলি

স্মৃতির এ পথে পথে কারা আজি কেঁদে কেঁদে ফেরে,
কেঁদে ফেরে অভিমানে। অতীত-সমাধি-তল ছেড়ে
পিপাসায় দিশাহারা অন্ধ কোটি আত্মার মতন
ক্রন্দনে ভরিয়া তুলি' আমার উৎসব-নিকেতন
ফিরিয়া চলিতে চায় জীবনের এই পথ দিয়া,
যে-পথে বারেক ফিরে কি ভেবে চাহিয়া গেলে প্রিয়া!

কেঁদে ফেরে আমার শৈশব,
কহিছে সে, "হায়, হায়, একেবারে বৃথা হল সব
অকারণ হাসা-কাঁদা, অকাজের অযুত সঞ্চয়,
তোমার প্রিয়ার সনে না ঘটিল পরিচয়।
লহ মোরে, ফিরে লহ। পুনরায় বসি' সারাবেলা
মোর যত নামহীন, আপনি-সৃজন-করা খেলা
সুরু করি ল'য়ে পথধূলি,
ধূলিমুঠি সোনা হোক।"

কৈশোর যে বলে, "গেছ ভুলি'
একেবারে আমারে কি? ব্যর্থ আমি ছিনু এতকাল,
প্রিয়া বিনা কাটায়েছি বৃথা কাজে সাঁঝ ও সকাল,
বৃথা মাঠে ছুটিয়াছি, ছড়ায়েছি বৃথা কল-হাসি।
কৌতুক, দুরন্তপণা, তরুছায়ে বিরামের বাঁশী,

শাখে ব'সে দোল খাওয়া বাতাসের অলস বীজনে,
আধ খাওয়া কালোজাম ছুঁড়ে মারা পথচারীজনে,
সকল ফিরায়ে লও প্রিয়ার প্রসাদ ভাগ দিয়া,
নহে তারা ব্যর্থ হবে।"

•

আরও কারা ফিরিছে কাঁদিয়া,
সবাকারে নাহি চিনি, শুধু মুখ মনে আছে জাগি ;
চলিতে পথের পরে দেখা হ'ল চকিতের লাগি',
তখন ছিল না প্রিয়া।

অনাবৃত সবুজ প্রান্তরে
ঘাসের ফুলের হাসি দন্তপাঁতি মেলি' থরে থরে ;
খাড়া উঁচু দুই-তীর তার মাঝে ফেনোর্মি-মুখর
খরগতি নদীস্রোত ; পর্বত সঙ্কট ভয়ঙ্কর ;
ধূ ধূ নীল আকাশের অসীমায় শুধু পথহারা
ছোট একফালি মেঘ ; রবি-চন্দ্র-তারা
ঋতু ঋতু অয়নে অয়নে ; কত দীঘি-সরোবর তীর,
স্তব্ধ তরুছায়াতল, সমীরণ-পরশ-অথির
কত শত বেণুকুঞ্জ। বর্ণ-গন্ধ-গান-হাসিরাশি,
যাহা কিছু লাগে ভাল, যা-কিছুরে আমি ভালবাসি,
জীবনের পথে পথে যাদের এসেছি ভালবেসে,
আজিকে সকলে তারা মোর ভালবাসা সনে মেশে।

•

মনে হয়, এই প্রেম, এ শুধু আমারই প্রেম নহে,
বুকে তার কল্লোলিয়া বহে
অগণিত নদনদী, ফেটে পড়ে গিরি-প্রস্রবণ,
ওঠে রবি, ফোটে ফুল, গাহে পাখী, শিহরে পবন,

প্রেম যুগে যুগে

ষড় ঋতু আসে যায়। পড়িয়াছে ধরা
মোর প্রেমে শোভাময়ী এ সারা বিপুল বসুন্ধরা
লয়ে তার সব প্রেম। যৌবনের তপোবনে জাগি'
আছে চিরকাল মোর তপোবন-ঈশ্বরীর লাগি',
আমার জগৎ জাগে, জাগেন আমার ভগবান।

সারা দিনমান
আপনারে কত ছলে ভুলায়ে রেখেছি নানা মতে,
ওরা কেউ ভোলে না যে! ভিড় ক'রে ব'সে থাকে পথে
চেয়ে সুদূরের পানে, লয়ে দুটি জলভরা আঁখি,
যে পথে গিয়েছে প্রিয়া একটি চোখের চাওয়া রাখি'।



সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

রমণী

* *

ঊর্ধ্ব হ'তে ঊর্ধ্বলোকে—আরো ঊর্ধ্বলোকে
লয়ে চলো হে কল্যাণি! আঁখির আলোকে,
গ্রীবার হেলনে, কৃষ্ণ কুন্তলের দোলে,
কিঙ্কিণীর কঙ্কণের ঠিনি ঠিনি বোলে
স্বপ্ন রচি' আঁখি আগে দূর অজানার
ভরি' দাও দীন বক্ষ ;—ভোগ কামনার
অন্ত হোক্ এ-পৃথ্বীর ; নূপুরের তালে
দূর দিগন্তের গায়ে নভ-ভালে-ভালে
স্পষ্ট করো জীবনের পরম বিরহ
সুপ্ত জন্ম জন্মান্তর ; দীন অহরহ
যেই জন পরি' ছিল ধরার বন্ধন
চিত্তে তার ভরি' দিয়া চরম স্পন্দন
হে কল্যাণি! তব দুটি আঁখির আলোকে
লয়ে চলো ঊর্ধ্ব হ'তে আরো ঊর্ধ্বলোকে।

* *

বিদ্রোহের কণ্ঠে আজি করি অস্বীকার,
নহ নহ নহ তুমি কাম—কামনার
হে রমণি! বক্ষ-ঘেরা সৌন্দর্য নিবিড়
নহে নহে নহে কভু দুরন্ত ভোগীর
সুপ্ত পশু জাগাইতে ; বলয়-নিক্কণ
আজি মোর চক্ষে আনে সুদূর স্বপন

যেন কোন্ অতি দূর দূর অতীতের
বিস্মৃত সঙ্গীত সনে ; আঁধারের ঘের
মোর রুদ্ধ বক্ষ হ'তে গ্রীবার হেলন,
চূর্ণিত কুন্তল, তব বাহুর দোলন
নিমেষে খসায়ে নেয়, মোর মর্মতল
অনন্তের গীত শোনে ধরি' তব ছল—
বিদ্রোহীর কণ্ঠে তাই করি অস্বীকার
নহ নহ হে রমণি ! কাম-কামনার ।

* *

তোমার দেহের স্পষ্ট ললিত ভঙ্গিমা
চক্ষে মোর লুপ্ত করে ধরিত্রীর সীমা
যাদু করি ! বক্ষ 'পরে দোলা স্বর্ণহার
কোথা মোরে দেয় দোলা আকাশের পার
কোন্ তারা-দীপ্ত লোকে ; আষাঢ়-গগনে
আমার মিলন জাগে পুঞ্জ মেঘ সনে
তোমার আঁখির দুটি কৃষ্ণ তারকায়
আষাঢ়ের মেঘ সম ; বসন্ত-সন্ধ্যায়
তোমার তনুর দীপ্ত বরণ-উচ্ছ্বাসে
আমি মোরে পাই মুক্ত অনন্ত আকাশে
সান্দ্র কৌমুদীতে ভরা ; কুন্তলের ঘ্রাণ
সিন্ধু সম করি' তোলে মোর এ পরাণ ;—
যাদু করি ! তব সর্ব তনুর তনিমা
চক্ষে মোর মোছে স্থূল ধরিত্রীর সীমা ।

* *

আরো কি যে চাই—আমি আরো কি যে চাই,
তোমারে নেহারি' বুকে স্পষ্ট ক'রে পাই

প্রেম যুগে যুগে

হে রমণি! তব প্রতি অঙ্গের রেখায়
মূর্তিমান হ'য়ে যেন কার তুলিকায়
সমাপ্তি-বিহীন এক অবিরাম সুর
নীরবে ঝঙ্কারে; দূর—দূর—অতিদূর
তোমার লাবণী যেন অসীমে মিশায়ে
প্রসারিত দিকে দিকে আকাশের গায়ে
কত যেন অতীতের কত ভবিষ্যৎ
আলিঙ্গনি' ধরি'; তাই মোর মনোরথ
পরমের বেদনায় চরম চঞ্চল
প্রতি ক্ষণে ছিন্ন করে ধরার শৃঙ্খল;—
হে রমণি! যে-সঙ্গীত বক্ষে নাহি ফোটে
তোমার ইঙ্গিতে চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।



সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মনের মাধুরী

তোমার শাড়ী কি ময়ুরকণ্ঠী ? এখন রাত্রি কত ?
একাদশী তিথি, জ্যোৎস্না নেমেছে, হোথায় একেলা চাঁদ ;
তনুদেহতটে আলোর জোয়ার, নয়ন তন্দ্রাহত
কাহারে ধরিতে বিরল ভবনে পেতেছ রূপের ফাঁদ ?

অলস নয়নে শুয়ে আছ তুমি, অনলস মোর আঁখি
দেহ-যমুনায় গাহন করিয়া বাড়িছে তৃষ্ণা তার
অতলে লুকায়ে রেখেছ তোমার গোপন কথারে নাকি
মুদিত কমল মেলিবে না দল সুগন্ধে আপনার ?

ঘুমাইলে নাকি ?— অথবা ছলনা ; আসিতে বলিয়া মোরে
ফিরাবার ছলে রাখিবে জাগায়ে কহিতে দিবে না কথা,
মালতীর মালা খুলিয়া কখন বাঁধিয়াছ বাহু-ডোরে
আমা হ'তে দূরে লতায়ে পড়েছে—আমার কল্প-লতা !

কোন্ ফুল তুমি পায়ে দলে যাও, কোন্ ফুল রাখ বুকে
আমারে কখনও বলেছ কি তুমি ? আজ দেখি তব গলে
নানান ফুলের একখানি মালা দুলিছে সকৌতুকে,
প্রভাত বেলার রক্তকরবী লুটায় চরণতলে।

অলকে শোভিছে চম্পক কলি, কর্ণে কর্ণিকার
মণিবন্ধে ও রাঙা রাখী ঢাকা বন-মল্লিকা ফুলে,

প্রেম যুগে যুগে

বুকের বসনে লুকায়ে রেখেছ সযতনে ফুলহার
ও কি ও আমার ?   তাইত সজনী, একেবারে গেছি ভুলে।

কপালের টিপ্ জ্বল্‌জ্বল্ করে—রাঙা টিপ্ যদি পর
তারার মতন ফুটিয়া থাকিবে ও বাঁকা চাঁদের গায়,
সেই ত আমার ভাল লাগে সখী, হবে সুন্দরতর
মনের মাধুরী রচিবে স্বপন গগনের কিনারায় !

তনুদেহ

হোক্ সে মিথ্যা তবু হাসিমুখে করিয়াছ চুম্বন
আগে ত জানিনা তোমার দেহের এতখানি উষ্ণতা,
দু'বাহু বাড়ায়ে নিজে দিলে তুমি নিবিড় আলিঙ্গন
তোমার পরশে দূরে চলে গেল মনের বিষণ্ণতা।

শিরায় শিরায় ঢেউ খেলে গেল আশ্লেষ চুম্বনে
সেই ভালো তবু তোমারে পেলাম নীরব নিশীথ রাতে,
মিথ্যা হোক সে তবু কে ভুলিবে সেই সে পরম ক্ষণে
প্রেম যদি হয় মিথ্যা আমার কি বা আসে যায় তা'তে ?

তোমারে পেলাম নিবিড় করিয়া আমার বুকের কাছে
হোক্ ক্ষণকাল, সেই মুহূর্ত প্রেম থেকে ঢের বড়,
যা দিলে না তুমি, দিতে যা পার না, কি তার মূল্য আছে
যদি পার তুমি মিথ্যা মায়ায় এমনি স্বর্গ গড়।

প্রেম নিয়ে খেলা অনেক খেলেছ, জিতেছ অনেক বার,
হাজারও রঙের রঙীন ফানুষ উড়েছে আকাশে মোর,
দমকা হাওয়ায় ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে, নিদয় বঞ্চনার
জের টেনে গেছি, হিসাব মিলাতে হয়ে গেছে বাজি ভোর।

প্রেম যুগে যুগে

সত্যের সাথে লড়াই চলে না, কি হবে সত্য নিয়ে
কি হবে জানিয়া মনের খবর—কে জানে সত্য কিনা,
মিথ্যারে পাই হাতের গোড়ায় কাজ চলে তাই দিয়ে
কেয়ার করি না আড়ালে আমায় যদিই বা কর ঘৃণা।

কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কে তার খবর রাখে
প্রেমের বেসাতি সেও রাতারাতি হয়ে যায় খাঁটি সোনা,
যারে চাই তার মনের খবর পড়িলে দুর্বিপাকে
ঠিক পাওয়া যায়, উতলা রাতের প্রহর যায়না গোনা।

যাহা চাই যদি পেয়ে থাকি তাই, আর কি রহিল বাকি
যারে চাই তারে নাইবা পেলাম, মিথ্যা সে মোর কাছে,
স্বপ্ন-বিলাসে বৃথা আশ্বাসে নিজেরে দিব না ফাঁকি
মন্দিরে রেখে পূজার মর্ম ঢের মোর জানা আছে।

আমি যা পেয়েছি তাতেই আমি যে পরম ভাগ্য মানি
দেহটারে আমি দেহ বলে জানি, মনটারে বলি মন,
মিথ্যা সে নয় দু'টি বাহু দিয়ে আমারে নিলে যে টানি
তৃষিত জীবনে চিরবাঞ্ছিত সেই ত পরম ক্ষণ।



নরেন্দ্র দেব

চিরন্তনী

কাব্যলোকে ছিলাম আমি ছন্দগানের সুরে, আপন মনে সকল ভুলে একা,
একটি দিনও হয়নি মনে আসবে সেদিন ফিরে, যেদিন আবার তোমার পাবো দেখা।
আমার মনের গোপন কোণে তরুণ প্রেমের রঙে একটি ছবিই ছিল কেবল আঁকা।
ভোলায়নিকো আমাকে আর এমন করে সখি, কারুর অমন ডাগর নয়ন বাঁকা।
উদয় হলে আমার চোখে তুমিই প্রথম নারী, এই ধরণীর আদিম উষার সম
সকল যুগের সঙ্গিনী গো, অতীত কালের কোন অবিস্মৃত পূর্ব স্মৃতি মম!
স্বপ্ন লোকের সুন্দরী কি সজীব হয়ে এলে, ধ্যানের দেবী, আরাধনার ধন?
মূর্তি ধরে এলে কি আজ আমার মানস-প্রিয়া, বাঞ্ছিত জন হিয়ার চিরন্তন?
এক নিমিষের নয়নপাতে নিলেম চিনে মোরা পরস্পরে আসছি ভালোবেসে—
জন্ম জন্ম-লক্ষ-কোটী-অযুত-জীবন ধরে-স্বর্গ-মর্ত্য-সপ্তলোকের দেশে।

আজকে শুধু পড়ছে মনে তোমার আমার যত হারিয়ে ফেলা অতীত ইতিহাস,
কোন গগনের কোন সে গ্রহে কোন রূপেতে কবে তোমায় আমায় করেছিলাম বাস।
প্রলয় জলে মগ্ন ছিল বিশ্বজগত যবে সৌরভুবন সৃষ্টি হবার আগে,
কোন অতলের গভীরতলে প্রবালদলে ছিনু তোমায় আমায় জড়িয়ে অনুরাগে!
সেই সাগরের শুক্তিগড়ে সেদিন যবে তুমি সুপ্তা ছিলে মুক্তামুকুট পরি,
আমিই তোমায় আগলে ছিলাম বক্ষে আমার চেপে অষ্টবাহুর আলিঙ্গনে ধরি।
তোমার আমার প্রেমের বাণী প্রচার করে আজও মীনধ্বজের রথের কেতনখানি,
মৎস্যপুরীর আবির্ভাবের অনেক-অনেক-আগে আমরা ছিলাম স্রোতস্বিনীর প্রাণী।
তোমার জলে কৌতূহলে কাঁপতো আমার ছায়া, ঢেউয়ের তালে মনের নাচানাচি,
অভেদ হয়ে যেতেম দোঁহে, বন্যা বেগে যবে মৃত্যু এসে টানতো কাছাকাছি।

উঠলে ফুটে যেদিন আবার অমল কমল রূপে, ভ্রমর হয়ে এলাম উড়ে আমি,
অলির সনে কলির মিলন—শেষ ছিল না তার, আলিঙ্গনে মগ্ন দিবস যামী।

বনস্পতি ছিলেম আমি তুমিই আমার লতা, অরণ্যানীর ইন্দ্র এবং শচী,
পল্লবিত শাখীর শাখে পাখীর জীবন মোরা কাটিয়ে দিছি নীড় দু'জনে রচি।
কোন প্রাসাদের সৌধশিরে ঘুলঘুলিটির ফাঁকে, হয়ত যুগল কপোত হয়ে দোঁহে—
শেষ করেছি সুখের জীবন প্রেমের কূজন গানে, দাম্পত্যের মধুর মিলন মোহে।
চকোর হয়ে চাঁদের সুধা পান করেছি কতো জ্যোৎস্না রাতে তোমার সাথে প্রিয়ে,
রৌদ্রপ্রখর দীর্ঘ দিবস, ঝিল্লীমুখর নিশি—কী আনন্দেই গেছে তোমায় নিয়ে।
মরাল গ্রীবা হেলিয়ে দু'জন হংসমিথুন মোরা কোন অজানা সুদূর অতীত কালে
সাঁতরে ছিলেম পাশাপাশিই মানস হ্রদের বুকে, চঞ্চুপুটে জড়িয়ে মৃণাল জালে।
বর্ষাসজল শ্রাবণধারায় আসতে তুমিই নেমে, চাতক হয়ে মিটিয়ে নিতেম তৃষা,
কোন ফাগুনের মদির রাতে বিধুর পিকের ডাকে মোর কোয়েলা হারিয়েছিলে দিশা।
রাজপুরীতে ছিলেম যবে ভবনশিখী দোঁহে, নাচিয়ে যেত সাতমহলের রাণী,
কোন নৃপতির সভায় বসে সোনার খাঁচায় মোরা শুনিয়েছিলেম শুকসারীদের বাণী।
স্মরণ আছে তোমার দুটি হরিণ আঁখির টানে লুব্ধ মৃগ মুগ্ধ হতেম বনে,
ঈর্ষা অনল বর্ষে যেত সেই অনুরাগ হেরি আশ্রমী সব ঋষির নয়ন কোণে।

আলোক হয়ে যেদিন আমি ভুবন ভরেছিনু, তুমিই ছিলে আমার পাশে ছায়া;
ওগো আমার নির্ঝরিণী এই সাগরের বুকে আসতে ছুটে মিশিয়ে দিতে কায়া।
সজল কালো মেঘের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেসে ক্ষণিক তুমি খেলতে ক্ষণপ্রভা,
তোমার প্রেমে দীপ্ত হয়ে উঠতো নিমেষ তরে বজ্রাহত আঁধার রাতের সভা।
লুকিয়েছিলে যেদিন তুমি পুষ্পরেণুর মাঝে, হাওয়ার মতোই আকুল হয়ে এসে
আমিই সেদিন উড়িয়ে পরাগ বেড়িয়েছিলেম কতো পাগল হয়ে ফুলের দেশে দেশে
জন্মেছিলেম এই নিখিলের আদিম উপবনে আমরা দুজন প্রথম নরনারী,
ক্ষুধায় খেয়ে ফলের সুধা কাটিয়েছিলেম দিন, পর্ণপুটে পান করেছি বারি।
ছিলনা এই গৃহের বালাই, গুহার বুকেই সুখে ছিলেম দোঁহে মুক্ত বিবসন,
সভ্যতার এই নাগপাশেতে হইনি বিড়ম্বিত, পাপের পরশ পায়নি দেহমন।

ঘুরলো ক্রমে কালের চাকা, ঘটল রূপান্তর, তোমায় নিয়ে চললো হানাহানি।
পৌরুষে যার লুটিয়ে যেতো বীর্য্যবানের মান তার ঘরেতেই আসতে হ'য়ে রাণী।

প্রেম যুগে যুগে

হরণ করে তোমায় আমি বরণ করেছিনু তুচ্ছ করে মরণ শতবার
তোমার পায়েই লুটিয়ে দিয়ে আমার সকল ধন শেষ করেছি ভিক্ষা শুধু সার।
লড়তে গেছি তোমার লাগি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কত, পাইনি বলে ত্যাগ করেছি প্রাণ,
কিম্বা হয়ে উদাস কবি বক্ষে লয়ে বীণা শুনিয়েছিলেম ব্যর্থ প্রেমের গান।
তপস্যাতে মগ্ন যবে মুক্তিসাধক ঋষি, অপ্সরী লো ভাঙিয়েছো মোর ধ্যান,
দুঃখ অসীম সইলে সখি শকুন্তলার মতো হারিয়ে ফেলে আমার অভিজ্ঞান।
সে এক যুগে যখন ছিলে রাজার মেয়ে তুমি, সভায় হ'তে আপনি স্বয়ম্বরা,
আমার গলেই পড়তো তোমার বরণমাল্যখানি পরস্পরের বক্ষে দিতেম ধরা।

কোননগরীর নাট্যশালার শ্রেষ্ঠা ছিলে নটী বিশ্বভুবন কটাক্ষে যার হত ;
নৃত্য হেরি ওই চরণের ভৃত্য হবার লাগি চিত্ত আমার কাঁদতো অবিরত ;
গাঁয়ের শেষে নদীর কুলে অশত্থ ছায়ে ঘেরা কোন দুখিনীর কুঁড়েয় ছিলে মেয়ে,
নিত্য প্রাতে স্নানের শেষে করতে শিবের পূজা অবাক হতেম তোমার পানে চেয়ে।
চন্দনময় কপালখানি, পরনে লাল চেলি, সিঁথেয় সিঁদুর, আলতা দুটি পায়,
হাত ধরে মোর আসতে প্রিয়ে সদ্যোবধূর বেশে, উলুর রোলে শঙ্খমুখর গাঁয়।

কোন্ বণিকের স্নেহের মণি ননির পুতুল তুমি, ঝল্‌মলাতো অঙ্গে অলঙ্কার,
তোমার রূপের আকর্ষণেই 'ময়ূরপঙ্খী' মোর ভিড়তো এসে বন্দরেতে তার!
সপ্তডিঙ্গা সওদাগরের সাগরশায়ী শুনে মর্মাহতা তীব্র শোকের ভারে—
হয়ত গিয়ে শ্রেষ্ঠীমেয়ে ভিক্ষু নারীর বেশে শরণ নিতে সঙ্ঘারামের দ্বারে!
ভাসিয়ে ভেলা স্রোতের জলে তুমিই অভাগিনী মৃত্যুশীতল স্বামীর দেহ লয়ে
সেইযে পতির সঞ্জীবনে করলে অভিযান—কীর্তি তব ফিরছে অমর হয়ে।

•

শিল্পী ছিলেম যখন আমি শিপ্রা নদীর কুলে, উজ্জয়িনীর তরুণ চিত্রকর
দীপ্ত ক'রে রাখতে আমার শিল্প-ভবনখানি, সরস করে তুলতে অবসর।
তোমার মুখের ফুটতো আদল আমার তুলির টানে, তোমার হাসির করতো স্বরূপ চুরি,
পাষাণ-ভেদী যন্ত্রে আমার তন্বী তোমার তনু মূর্তি ধরে আসতো সদাই ঘুরি।

রং দিয়েছো কল্পনাতে, সুর দিয়েছো গানে, তোমার বাণীই বাজতো জানি প্রাণে,
ভরিয়ে দিতে আমার জগৎ নিত্য নূতন রূপে, সৃষ্টি আমার পূর্ণ তোমার দানে।
নীলনদের ওই উপকূলে পীরামিডের দেশে যখন ছিলে মিশরমণি তুমি,
সাগরসীমা সিংহাসনের সব গরিমা ভুলে ধন্য হতেম তোমার চরণ চুমি।
মরুর শশী কোন রূপসী জিপসী মেয়ে তুমি, ছিলে সে কোন আঁধার তাঁবুর আলো,
ক্ষিপ্ত হয়ে তীব্র জ্বালায় দৌড়েছিলেম কত দেশবিদেশে তোমায় বেসে ভালো ;
বজ্রমুঠির তীক্ষ্ণ ছুরি রক্ততৃষায় মেতে বিঁধতো গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বুকে,
দুঃসাহসের খিলাত দিতে নওজোয়ানের চিতে আমার ঘোড়ায় উঠতে তুমি সুখে।
কাফ্রীমুলুক আফ্রিকাতে গহন বনের ধারে মন হারাতেম কোঁকড়া কালো চুলে,
হাব্‌শি গাঁয়ের খেজুরঝাড়ে নির্জনতায় ভুলে হৃদয় আমার উঠতো কেমন দুলে।
কোন ইরানের গুলিস্তানে বুলবুলিদের শিসে কণ্ঠ তোমার গাইত গজল গান,
হায় গো সাকি তোমায় ডাকি আজান নামাজ ঠেলে আকুল হয়ে উঠতো আমার প্রাণ।

হয়ত ছিলে বেদৌয়ালো চীনরূপসীর সেরা, উড়িয়ে তোমায় এনেছিলেম কাছে,
কোন খলিফের বেগম ছিলে হারেম উজল করা বাদশাজাদা ফিরতো পাছে পাছে।
সীমান্তে কোন অশান্ত এক পাহাড়তলীর মেয়ে চোখের কোণে বারুদ যেন ভরা,
ঝল্‌সে দিতে পাঠ্‌ঠা কত পাঠান ছেলের দিল, বেহুঁস তারা আপনি দিত ধরা!
কোন্ হামামের হেনার জলে তোমার সনে খেলা শিথিল ক'রে বোরুখা কোমরবন্দ,
তোমার গালের তিলের তরে বিলিয়ে দিছি আমি খাশ বোখারা সাধের সামরখন্দ,
হাওয়াই দ্বীপের হাউই ছিলে অগ্নিশিখার ফুল, নগ্ন-উরস বলীদ্বীপের বালা,
ঘুরছি আজও তোমার পিছু ঘূর্ণী হাওয়ার মতো কী আকাঙ্খার আগুন বুকে জ্বালা।

পড়ছে মনে ইন্দুমতী, মন্দার হার ছুঁয়ে পালিয়েছিলে হঠাৎ মরণ পারে ;
তোমার শোকে বিলাপ করে কেঁদেছি হায় কতো, বি'ভল হ'য়ে দূর সরযূর ধারে।
ফিরিয়ে আমায় আনলে তুমি যমের মুঠি খুলি, সাবিত্রী গো, তোমার প্রেমের বরে,
আমার অপমানের ভয়ে ত্যাগ করেছো তনু পতিপ্রাণা, দক্ষরাজের ঘরে।

প্রেম যুগে যুগে

শোকার্ত সেই রুরুর ব্যথা প্রেমদ্বরার প্রেমে দেখছি আজও বক্ষে আমার রাজে,
তপস্বিনী মহাশ্বেতার দীর্ঘশ্বাসের তাপ, যক্ষপ্রিয়ার অশ্রু তোমার মাঝে।
কোন শরতের শুক্লারাতে আমার বাঁশী বেজে ভুলিয়েছিল তোমার সখি প্রাণ,
কালিন্দী জল আনতে এসে আমায় বেসে ভালো দিয়েছ রাই ভাসিয়ে কুলমান!
হাস্যমুখে ঝাঁপ দিয়েছো আমার সাথে তুমি ঝঞ্ঝা-উতল জীবন-স্রোতে প্রিয়ে,
অকূলে কূল মিলিয়েছো, বা, তুফান ঘায়ে কভু তলিয়ে গেছি হয়ত তোমায় নিয়ে

•

পেয়েছিলেম বারে বারেই হারিয়েছিলেম ফের, বক্ষে লেখা স্মৃতির রেখা তার,
নানান রূপে নানান ভাবে আসা-যাওয়ার মাঝে তোমার আমার প্রেমের অভিসার!
জীবন ইতিহাসের প্রতি ছিন্ন নূতন পাতে দেখছি আঁকা তোমার পদ রেখা,
তোমায় ঘিরে ধ্বংস প্রলয় সৃষ্টি স্থিতি প্রিয়ে, কাব্যকলার জন্মলিপি লেখা!
মুগ্ধ সারা বিশ্ব আজও দেখছে অবাক হয়ে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ—
কল্পান্ত কালের স্মৃতি ক'জন বহে রাণি? প্রেমিক শুধুই ভোলে না তার দাগ।



রাধারাণী দেবী

অনুচ্চারিত

তুমি বল নাই বন্ধু এ জীবনে কভু কোন দিন
বক্ষের নিতলে তব কোন্ সিন্ধু আকুলিয়া উঠে !
কী সুরে বাজিছে তব অন্তরের অপ্রকাশ বীন
মর্মের মালঞ্চে কোন কামনা কুসুমলতা ফুটে !—
নয়নে প্রার্থনা নাই, অধরে ছিল না কোন ভাষা
উদাসীর বাঁশি হাতে চলেছিলে পথে চিরদিন,—
আশার নগর প্রান্তে বাঁধো নাই ক্ষণ তরে বাসা,
তোমার বৈরাগী মন ত্যাগের গৈরিকে স্বপ্ন লীন।

প্রশান্ত মর্মের তব নিস্তরঙ্গ মমতা ধারায়
ভীরু বন কুসুমের সলাজ কোমল গন্ধ—শ্বাস
কেমনে আনিল বহি এ পাষাণ-প্রাচীর কারায়,
নীরন্ধ্র আঁধার কক্ষে এলো মুক্ত আলোক-আভাস।

কে জানিত লীলাচ্ছলে বসন্তের দুরন্ত বাতাস
জ্বালাইবে পুষ্পশিখা গিরিশৃঙ্গে তুষার ভাঙ্গিয়া,
কে জানিত যোগমগ্ন ধূর্জটিরো ধ্যানের আকাশ
কিশোরী উমার স্বপ্নে প্রেমরূপে উঠিবে রাঙিয়া।

সুদূরের প্রেম

ওগো পাখি ! ওগো আকাশ বিহারী পাখি !
আমি মীণ-বালা পাথার-পাতালে থাকি
এই সরোবরে কমল বনের' পরে
তুমি আসো নিতি মধু সেবনের তরে ;

প্রেম যুগে যুগে

পঙ্কজ-রস-আস্বাদনের তিয়াষা-তৃপ্তি ক্ষণে
পুলকিত কল-কাকলী-কণ্ঠে গাহো যবে নিজমনে,
নিতল জলের তলে
সেই সংগীত সুধাধারে মোর মুগ্ধ-পরাণ গলে।

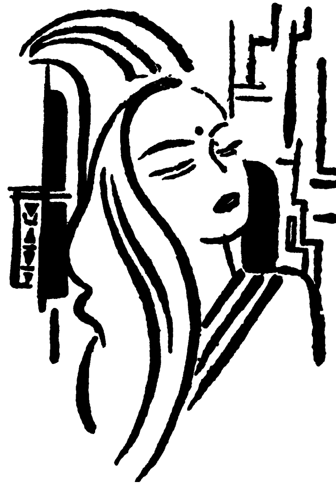
তোমার করুণ কোমল কূজন ধ্বনি
জললোকে যবে বেজে ওঠে রণরণি'
শ্যাম-শৈবাল কানন বিহার ত্যেজে
রজত উজল বরণে অঙ্গ মেজে
আমি উঠি ভেসে সরসী বক্ষে নীল গগনের নিচে ;
সূর্য চন্দ্র যেথা ছুটে সদা নিশা ও দিবার পিছে।
চাহি সে পৃথিবী পানে
হৃদয় আমার ধেয়ে যেতে চায় আকাশের ওই খানে।
ওগো নভোচারি ! তুমি বুঝিবে না জানি
মীন-মেয়েটির মৌন এ' প্রেম-বাণী !
বুঝিবে কি তুমি মোর নির্বাক ভাষা ?
বারি-বালিকার বিরাট বিপুল আশা ?
অতলের তলে লয়েছে জনম, পাতাল বাসিনী সেবা,
তাহার অতল গভীর প্রেমের মর্ম জানিবে কেবা ?
তোমারে বাসিয়া ভালো
আপন প্রাণের আঁধার-গুহায় পেয়েছি নূতন-আলো।

কণ্ঠে তোমার মুক্তির গীত বাজে !
মুক্তির হাওয়া তোমার প্রেমেরো মাঝে।
উদার ব্যাপ্তি জীবনে তোমার মিশা,—
—আমি জলবালা, পাব কি তাহার দিশা ?

প্রেম যুগে যুগে

নাহি চিনি আমি অসীম উর্ধ্বে উজ্জ্বল মেঘলোক,
তবু চাহে প্রাণ তোমারি সঙ্গে নিবিড় মিলন হোক।
—জানি তা হবার নয়;
—তোমারি ভাবনা ভালো-লাগা মোর এই হোক অক্ষয়।

যদিও ভিন্ন উভয়ের এ নিখিল,
তোমাতে আমাতে আছে তবু কিছু মিল!
বায়ুর পাথারে নীর পারাবারে দোঁহে
সুখে যাপি' কাল সন্তরণের মোহে।
পর্বত মরু বনরাজি ভরা ধরা রহে মাঝখানে,
তাই আমাদের প্রকৃতির মিল প্রকৃতিও নাহি জানে।
না হোক বাহিরে মিল,—
মনে মনে থাক্ তোমাতে-আমাতে মানস মিলন-লীলা॥



অপরাজিতা দেবী

মুখরা

বেশ করেছি, খুব,—তোমার তাতে কি ?
দেখতে তোমায় দেবোইনাকো আমার হাতে কিঁ !
মুঠোর ভিতর যাই থাক্ তা' জানতে দেবোনা !
ধমকে আমায় চমকে দেবে একটু ভেবো না।
বেশ কোরবো ড্রয়ার খুলে কোরবো চুরি সব !
পেন পেনসিল ডায়রি এই ভা-রি-তো বৈভব।
বেশ করছি,—করছি চুরি,—পুলিশ ডাকো গে !
শাস্তি দেবার প্রেসক্রিপ্‌সন্ কোরতে থাকো গে'।
ঘাঁটবো আমি যখন তখন তোমার খাতা বই !
দাও না কোরে ডাইভোর্স কেস্ কিংবা তালাক-সই !
...আলবৎ ! ফের বলবো আবার বর নয় বর্বর !
যখন-তখন জবর জবাব করবো মুখের পর।
ইঃ হ ! ভারি তো ! পরম গুরু ! উকারটা দাও বাদ !
গরুই বটে ! নৈলে কি হয় গুরুর পদের সাধ ?—
...কোরবে বিয়ে আবার ?—উর্‌র্‌র্ ! কোরতে পারো কই ?
তোমার কাছে মানবো যে হার এমন মেয়েই নই,
—এবার রেডি, সতীন নিতে ! আজ্‌ই আনো,—যাও !
বরণ করে তুলতে বলো,—বহুৎ রাজী তাও।

তোমায় নিয়ে ঝগড়া করি একলা এখন রোজ !
দোসর পেলে বাড়বে যে জোর, তার কি রাখো খোঁজ ?
দুই সতীনে দু'পাশ থেকে বাক্যি-বুলেট-শেল

হান্‌বো যখন ঐ বুকেতে, হার্টটি হবেই ফেল্‌।
একটি মুখের মেশিন গানে ডাকছো ত্রাহি ডাক্‌,
ডবল্‌ হলে তখন হুঁ হুঁ, – কাজ নেই আর, থাক্‌!

* *

হার মানছো? · আচ্ছা তবে নাক মলে চাও মাপ্‌!
কবুল করো,—আর কখনও কোরবে না এই পাপ্‌!
কোরবো চুরি যা—খুসি তাই, বলবে না আর কিছু!
দেখ্‌বো তোমার ড্রয়ার খুলে, লাগবে না আর পিছু?

* *

উঁ—হু—মুঠোয় কি রেখেছি,—দেখতে দেবোনা!
আদর কোরে ভুলিয়ে দেবে মোটেই ভেবোনা।
কী নিয়েছি!···হাত্‌ড়ে দেখ মের্জায়ের ঐ জেব!
—পালাই এবার,—সেলাম তবে,—পরম গুরু'-দেব!—

বাদল-বিলাস

তেতলার ছাদে যুঁই ফুল যে গো, ফুটেছে টবে!
আজ আমাদের সিনেমায় যাওয়া কি করে হবে?
চেয়ার রিজার্ভ্‌ হয়ে গেছে?·· যাক্‌!
মোটর তৈয়ারী?···দাঁড়িয়েই থাক্‌!
আজ যে আমার সাধের ছাদের ছোট্ট বাগানে ফুটেছে ফুল!
মেঘ-ঢল ঢল শ্রাবণ সন্ধ্যা মনকে করেছে আবেগাকুল!

দাস-দাসীদের ছুটি দিছি আজ, গিয়েছে চ'লে!
সমাগত সবে করেছি বিদায় অনেক ছলে!
নিরালা আলয়ে শুধু দুই জনে
কাটাব এ সাঁঝ বড় সাধ মনে;

প্রেম যুগে যুগে

ওগো চলো ছাদে মেঘের তলায়, লাগছেনা ভালো
ঘরের কোণ ;
মেঘ ছায়া-আঁকা শাড়ীটি পরেছি, বাদল বাতাসে উতলা মন।

থাক্—তুলোনা গো উড়ুক আঁচল পূবালী-বায়ে !
আশমানী রং রেশমী-সেমিজ দিয়েছি গায়ে।
ফিন্ ফিনে ফিঁকে ভুঁই চাঁপা ফুলে
কিরীট গড়েছি কবরীর চুলে,
বেলির কুঁড়িতে শেলি গেঁথে আমি কণ্ঠে পরেছি কণ্ঠি করি,
কদম কেয়ায় তোড়া বেঁধে আজ ফুলদানগুলি রেখেছি ভরি

না—নাগো, আজকে বেড়াতে যাবোনা। ছাদেতে চলো।
ড্রয়িং রুমেতে পিয়ানো বাজাবো।···ধ্যেৎ ! কী বলো !
কাজল মেঘের চাঁদোয়ার তলে
চলো বসি গিয়ে দুজনে বিরলে,
হাতে হাত থুয়ে গায়ে গা'টি ছুঁয়ে বাক্য বিহীন নীরব রবো !
গুরু-গুরু ধ্বনি উঠিলে অমনি তোমার বুকেতে শরণ লবো।

চরাচর ছেয়ে শ্রাবণ এসেছে ঘনানুরাগে !
আজ সহরের কৃত্রিম সুখ ভালো না লাগে !
'ফ্যানের বাতাস, গ্রীচেরিয়া পাম্'
সাজানো—বাড়িটি নয়না ভিরাম !
আজ্ থাক্ ! ওগো, চলো চলে যাই, আমাদের সেই
পল্লীবাসে।
নীল আকাশের ললাট সেখানে নুয়েছে মাঠের শ্যামল ঘাসে !

প্রেম যুগে যুগে

কূলে কূলে ভরা দীঘির দীঘল বকুল গাছে
এখনো হয়তো সেই দোলনাটি টাঙানো আছে!
যে কাজরী-গান হেথা শুনিবারে
কতো অনুনয় করেছো আমারে,
ঝিল্লীমুখর-পল্লী-প্রদোষে আপনি সে গান শোনাব নিতি,
দোলায় দুলিব, ভুলিব ভুবন,— -গাবো গুঞ্জরী' ঝুলন-গীতি

ঘন কালোমেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ঘনায় মরি!
গুরু-গুরু তার গভীর আবেগ গগন ভরি!
এসো বাতায়নে বসি পাশাপাশি,
আজ দু'জনার মন যাক্ ভাসি'
মানসের তীরে বলাকার মতো। 'মেঘদূত' পড়ে শোনাও তুমি
যক্ষের ব্যথা বক্ষে বাজুক। হোক গৃহ মোর অলকা-ভূমি।



দিলীপকুমার রায়

প্রশ্ন

(উদ্ধবের প্রতি)

কীর্তন

মথুরার মণি শ্যামলের দীনা
গোপিদের কথা মনে কি পড়ে?
যারা ছিল তার চরণ নিলীনা,
ভুলিত ভুবন বাঁশির স্বরে?—

প্রিয় পরিজন সুখ সাধ যারা
আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে,
গৃহ থেকে যারা ছিল গৃহহারা—
তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে?

বলো ওগো সখা, বলো তারি কথা,
আমাদের কথা বোলোনা তারে;
কী হবে বলিয়া?—ফুল-ঝরা ব্যথা
ফুল-ফোটা কবে বুঝিতে পারে!

অবলার বলো কী আছে দিবার
রূপ তো শিশির বালুকাচরে!
নয়ন-নদীর ঢেউগুলি তার
চরণ সিন্ধু খুঁজিয়া মরে।

বৃন্দাবনের আছে হায় শুধু
যমুনা—সেও তো ব্যথায় কালো;

প্রেম যুগে যুগে

ব্রজের বাসর রাস রস শুধু
রচিত তাহার মায়াবী আলো।

সে রঙিন মায়া মথুরায় শুনি
নব নব প্রেমে নিতি নিঝরে
পেয়ে নব-উচ্ছলা সুরধুনী
সুরহারাদের মনে কি পড়ে?

যার আছে ধন ধনী নাম তারি,
শকতি যাহার সেই তো বলী;
আমাদের শুধু আছে আঁখি বারি
নহিও আমরা কথা-কুশলী।

নাই কিছু, তবু যারা দিতে চায়
অকারণে মন কেমন করে—
হেন গোপিদের আজি মথুরায়
বারেকও তাহার মনে কি পড়ে?

প্রাণ চায় দিতে কূলেরে বিদায়,
কেন চায়—বলো কেহ কি জানে?
যে-নিঠুর চিরতরে ছেড়ে যায়
তারি পানে ধায় কিসের টানে?

পলকে যে ভোলে কেন তারে তবু
পারি না ভুলিতে পলক তরে?
সে চির-উদাসী জানি—বলো তবু
গোপিদের তার মনে কি পড়ে?

● ● ●

প্রমথ বিশী

বসন্তসেনা

একদিন গৃহপাশে ক্ষণকাল তরে
হ'য়েছিলে কেনা।
আজিও সে স্মৃতি জাগে বিশ্বের অন্তরে,
হে বসন্তসেনা !

সেদিনের মালিকার ঝ'রে গেছে ফুল
চাঁপা, যূথী, হেনা।
নূতন বাঁধন লাগি, অন্তর আকুল,
হে বসন্তসেনা !

ক্ষণ ইন্দ্রধনুসম যে চুম্বন খানি
থরে, থরে, থরে
উঠেছিল বিকশিয়া হে গর্বিতা রাণী
তোমার অধরে—

চির যৌবনের নভে আজো জাগে সেই
আকাশ-কুসুম,
তাহারে রাঙায়ে দিতে আনিয়াছি এই
স্বপ্নের কুঙ্কুম।

জ্যোৎস্নালুপ্ত বসতির শ্লথশয্যাপরে
অর্ধজ্ঞানগতা,
প্রমোদ অধীর দুটি ভঙ্গুর-অধরে
কত বৃথা কথা !

ক্ষিপ্তবক্ষ আন্দোলনে আর্ত আকুলতা
আস্তন-বন্ধুর
তোমার বক্ষের পরে—কোথায় গেল তা
—গেল কোন্ দূর ?

শিয়রে কনকপাত্রে বুদ্বুদ-উজ্জ্বল
মত্ত-ফেনিলতা ;
পরুষ বল্লভ করে প্রায় শ্লথ হ'ল
তব বেণীলতা।

ইন্দ্রিয়ের বাধা টুটি মর্মে প্রবেশের
সেই যে সন্ধান,
সীমার দিগন্ত ভাঙি অচক্ষু দেশের
এই যে সন্ধান।

কোথা বলো শেষ তার কোথা অন্ত হায়,
কোথা সমাধান ?
দেহের অর্গল ভাঙি দস্যুদল প্রায়
প্রাণ চাহে প্রাণ !

কে দেখেছে ভেদ করি মাংসের জঞ্জাল
রহস্য আত্মার,
মুক্ত সে যে অকলঙ্ক শাণিত বিশাল
নগ্ন তরবার।

কার সুললিত ওই স্বর্ণ কোষখান
জানি মধুময়,
কেহ না লভিল হায়, এই যে কৃপাণ
তার পরিচয় !

দেহের খিলান তলে ব্যগ্র দুই চোখে
চলি হাতড়িয়া
জানি একদিন চক্ষু হঠাৎ আলোকে
যাবে ঝলসিয়া।

আত্মার বিদ্যুৎ-দীপ্ত সে রহস্যখান
আজিও অচেনা
আছে আশা একদিন পাইব সন্ধান,
হে বসন্তসেনা॥

চার্বাক

বাইশ বসন্তে-বোনা এই জীবনের
শিশির-উজ্জ্বল ফুলে গাঁথা মালাটিরে
কারে সমর্পিব ছিল ভাবনা মনের,
হেন কালে তব নাম মনে এল ধীরে।
কিশোর চার্বাক
অথই বিস্ময়ে তাই তাকাইনু ফিরে।

শাস্ত্র যবে শস্ত্র হাতে দাঁড়াইল উঠে
তুমি তারে স্মিত হাস্যে করেছ আহ্বান
তোমার রোষাগ্নি বাণ পড়িয়াছে লুটে
তীক্ষ্ণ অবজ্ঞায় বিধি সংহিতার প্রাণ।
মূর্খ পণ্ডিতেরা
রাজাশ্রয়ে রাখিয়াছে আপনার মান।

স্নিগ্ধ উপেক্ষায় ভরা তব হাস্যখানি
সুমেরুর শ্রান্ত নভে অরোরার মতো
তুষারের হিম বুকে জাগাইয়া বাণী
গুহার আঁধারে শুভ্র দেখায়েছে পথ
যাহারে ধরিয়া
একমাত্র যেতে পারে মত্ত মনোরথ।

ক্ষুদ্র এই জীবনের দশ দিকে হেরি
সতত কাঁপিছে এক মহা অন্ধকার—
লক্ষশাস্ত্র দীপ শিখা চারি পাশ ঘেরি
পারিল না টুটিবারে মোহবন্ধ তার।
তুমি এসে ধীরে
হাস্য দীপে করি দিলে আলোক সঞ্চার।

যুগযুগান্তর-জমা পথ পার্শ্বে ওই
তন্ত্রমন্ত্র সংহিতার শাস্ত্ররাশি যত
শুকায়ে হ'য়েছে যেন কাগজের খই
আগুন লাগায়ে দাও, সব হোক গত।
দিক্‌ মৃদু আলো—
জ্বলিয়া মরুক এবে জ্বালায়েছে যতো।

তুমি তো চলনি কবি পুঁথিপন্থী পথে
অহোরাত্রি জোগাইয়া শাস্ত্রের মজুরি
আমরা চলিব সবে আপনার মতে,
যায় যদি নিয়ে যাক্‌ বিষাদের পুরী,
উপদেশ যদি
কারো কাছে চেয়ে নিই সে-ও ঘৃণ্য চুরি।

কল্পিতেরে মনে মনে শ্রেষ্ঠাসন দিয়ে
প্রত্যক্ষেরে অবিশ্বাস পারি না করিতে,
সম্মুখের সরোবরে অবস্তু ভাবিয়ে
কল্পনায় কুম্ভ মোর পারি না ভরিতে,
চোখে দেখি যাহা
তারাই লেগেছে মোর হৃদয় হরিতে।

কাননের প্রান্তে এসে নবীন ফাল্গুন
আমের মুকুলে ফুলে উঁকি দিয়ে যায়,
ক্ষয় হীন ধরণীর যৌবনের তূণ
মোর দ্বারে আসিবে সে একবার, হায়!
তাই ব্যগ্র করে
বাসনা-শৃঙ্খল দিই তার দুটি পায়।

আমার এ দেহ হবে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ
আমার অধর হবে মধু রস হারা,
তখনো কাঁদিবে চিত্ত পিপাসায় দীন,
আঙুলে গলিয়া যাবে সব জলধারা।
আমারি যৌবন
একবার দ্বারে শুধু দিয়ে যাবে সাড়া।

তাই আরো ব্যগ্র করে উন্মুখ অধরে
পিপাসায় সরোবর মরিতেছি খুঁজি,
দোষ যদি নাহি থাকে পূর্ণ সরোবরে
কেন তাহা পানে দোষ—নাহি পাই বুঝি।
হে যুবা নির্ভীক্,
কর এর সমাধান শুভ্র সোজাসুজি।

প্রেম যুগে যুগে

মানুষের তনু ভোগে নাহি কোন পাপ
এ বিশ্বে একটি কথা বুঝেছি অন্তত:,
এই দেহ পরে আছে, বিধাতার ছাপ,
নহিলে এ দেহ হেন সুন্দর কি হত!
বলুক যে যাহা,
আমি এই দেহ স্বপ্নে আছি তন্দ্রাহত।

বিধাতার তাম্রলিপি আতাম্র অধরে
এনেছ বহন করি তনুতীর্থা নারী
রহস্য-লোলুপ তাই দুটি চক্ষু ভ'রে
নির্নিমেষ চেয়ে আছি, বুঝিতে না পারি।
হে চারু চার্বাক্
উদ্ঘাটিয়া দাও তারে আলোকে সঞ্চারি।

সেদিন ফাল্গুন প্রাতে বন দীঘি জলে
কূলে কূলে ক্ষীণ শ্যাম শেহলা শুকায়,
আজিকে ফাল্গুনে এই শাল বীথি তলে
মরণ-অলস পাতা ঝরে প'ড়ে হায়—
অমর চার্বাক্,
ক্ষীণ এই কণ্ঠ তব কানে কি পৌঁছায়?



সজনীকান্ত দাশ

বিলম্বিনী

বহু বিলম্বে আসিয়াছ তুমি, তবু আসিয়াছ এই তো ভালো ;
তৈলবিহীন প্রদীপে দেখ তো জ্বলে কি না জ্বলে নতুন আলো।
স্তিমিত হয়েছে যৌবন শিখা—মনের খবর লয় না কেহ,
আমি শুধু জানি অন্তর-তাপে হয় কি না হয় তাপিত দেহ।
তুমি জ্বলিতেছ আপনার তেজে, ভস্ম ঠেলিয়া আগুন-জ্বালা
পাবে কি দেখিতে—চারিদিকে তব জ্বলিছে আরতি-দীপের মালা!
শঙ্খ ঘণ্টা সঘনে বাজে,
জোনাকির আলো কে পায় দেখিতে সহস্রশিখা মশাল মাঝে!

বহুদিন হ'ল ক্যারাভান সাথে মরু-অভিযানে যাত্রা করি,
শত ওয়েসিস পার হয়ে শেষে মরু-মরীচিকা-চিহ্ন ধরি—
ঝড়ে ও আঁধিতে, বালু-ঝটিকায় পৌঁছিনু যেথা ভগ্ন দেহে—
মরুর প্রান্তে নহে গ্রামখানি, টানিছে না কেহ স্নিগ্ধ স্নেহে ;
জলকণাহীন পাদপবিরল দগ্ধ পথের অভিজ্ঞতা
সম্বল শুধু ; উদার আকাশ, কেহ নাই পাশে কহিতে কথা—
করুণার মত রজনী নামে,
রহি রহি শুধু পেতেছি শুনিতে ডাকে সারমেয় ডাহিনে বামে।

তুমি আসিয়াছ ভালই করেছ, কাছে এসে ব'স, তিমির-রাতি
যাপিতে হইবে হাতে হাত রেখে,—দেহ-দীপাধারে জ্বেলো না বাতি,
আঁখি-তারকার অগ্নিশিখায় দিও না জ্বলিতে তীব্র তেজে,
ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর তাও থেমে যাবে বিরামবিহীন খানিক বেজে ;

শুধু হাতে হাত, নিবিড় তিমিরে পড়িতে পাব না মুখের ভাষা,
তুমি না জানিবে আশঙ্কা মম, আমি জানিব না তোমার আশা ;
রাত্রি গড়াবে প্রভাত পানে,
তন্দ্রা যদিই নেমে আসে চোখে টুটিবে তন্দ্রা পাখীর গানে।

পিছন ফিরিয়া খুঁজো না কিছুই, হাতে যাহা ঠেকে তাহাই লহ,
আমার অতীত ভবিষ্যতের তুমি হইও না বার্তাবহ।
সন্ধ্যা-উষায় আজো ক্ষরে মধু, নদীতরঙ্গে সূর্য হাসে,
শুষ্ক ফুলের মধু-পান-লোভে আজো প্রজাপতি উড়িয়া আসে,—
তুমি আসিয়াছ ভালই করেছ, এ ধরণীতল নবীন আজো,
পথের ধূলায় আমি সাজিয়াছি, ফুল পরিমলে তুমিও সাজো।
এস কাছে এস বিলম্বিনী,
নূতন বঁধুরে যদি চিনে থাক পুরানো বধূরে আমিও চিনি।

বেলা ব'য়ে যায়, আঙিনায় ছায়া পড়িয়াছে দেখ দীর্ঘ হয়ে,
দিনের আলোয় মনের আঁধার এখনো হয়তো আসিবে ক্ষয়ে ;
তুমি গাবে গান, আমি তব নাম আখর গনিয়া ছন্দে গাঁথি,
চকিতে চাহিয়া দেখিব আকাশে উড়ে চলিয়াছে বকের পাঁতি।
ভৈরবী তব পূরবী হইয়া বাজিয়া উঠিবে ছন্দে মম,
দিনের সূর্য নিবে যায় যদি, রাতের চন্দ্র হরিবে তম।
আশা-আশঙ্কা জ্যোৎস্নারাতে
এক হয়ে ঝরি রজতধারায় নিদ দিবে আনি আঁখির পাতে।

আর বিলম্ব করিও না, যদি আসিয়াছ এস নিকটে আরো,
কাল-নদীজল বহে ক্ষুরধার, তুমি বিলম্ব করিতে পার ;
আমার আকাশে রৌদ্রশীতল মেঘে মেঘে রঙ দিতেছে এঁকে,
দীপ্তি তোমার প্রখর ঠেকিলে গুণ্ঠনে দিব মুখটি ঢেকে,

প্রেম যুগে যুগে

দিবা-চপলতা রাতের কবিরে যদি বা মুখর করিয়া তোলে—
অসহ হবে না, জানি যৌবন ভুলিবার যাহা সহজে ভোলে।
দিবা-অবসান যখন হবে,
জানি ঘুচে যাবে ব্যবধান বাধা তিমির-তীর্থ-মহোৎসবে।

গোধূলিলগন এখনো আসে নি, প্রহরখানেক রয়েছে বাকি,
তব সিঁথিমূলে সিন্দুররেখা অস্তসূর্য দিবে কি আঁকি!
কণ্ঠে পরিবে সন্ধ্যামালতী অথবা রজনীগন্ধা-মালা।
প্রভাতের ফুল আমার তো নহে, পার যদি এনো ভরিয়া ডালা।
মন-বিনিময় হয় যদি তবে ফুল-বিনিময় হবেই জ'নি,
দিনের দীপ্তি মোর পূজাঘরে শোভিবে আরতি-দীপের দানি।
স্নিগ্ধ তিমির ভাল না লাগে,
ঘুমায়ে পড়িও—শশীহীন নভে জেনো অতন্দ্র তারকা জাগে।

ভুলের খেয়ালে যদি এসে থাক, ভুল ক'রে এস নিকটে আরো,
কোনো ভয় নাই, পূবের আকাশে সন্ধ্যাতিমির হতেছে গাঢ়,
আলোর পাখীরা ব্যাকুল পাখায় একে একে হের ফিরিছে নীড়ে,
রবি ডুবে যায় সমুদ্রবুকে, নিশি মনোহর জাগিছে ধীরে,
মিলনের বাঁশি বাজিবে গগনে, বাহুপাশ হবে নিবিড়তর,
সন্ধ্যামালতীমালা পর গলে, রজনীগন্ধা খোঁপায় পর।
আরো কাছে এস বিলম্বিনী,
কেটে গেল দিন পরিচয়হীন, নিশীথ-তিমিরে লইব চিনি।

ভ্রান্তি

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই,
মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে কাঁপিছে প্রান্তর-বায়ু
মরীচিকা তাই।

শুষ্ক ধূলি পত্র পথে ঘূর্ণাবেগে ধরে ফণা
আকাশ পাণ্ডুর,
নেহারি আপন চোখে সেথা শ্যাম সুগম্ভীর
নীরদ মেদুর।
বসিয়া বনানীছায়ে তাপদগ্ধ ধরণীরে
ছায়াচ্ছন্ন ভাবি—
বর্ষণ কামনা কর। আমি নিঃস্ব রিক্ত হায়—
শ্মশান-বৈরাগী।
আশ্রয় কুটির হেরি তীক্ষ্ণ তীব্র রৌদ্রে বসি'
ভয়ে শিহরাই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই—
দেখিয়াছ অগ্নিকণা ক্ষণে ক্ষণে হানে দীপ্তি,
দেখ নাই ছাই!
আমার নয়নে তুমি ভুল ক'রে দেখিয়াছ
স্বপ্ন-মদালস—
চির-পথিকের ক্লান্তি, সে নহে স্বপন, সখী—
দেহ যে বিবশ!
স্বপনে পরশ লভি' বাহির হয়েছি পথে,
পথিক বিহ্বল—
হয়তো মনের ভুলে কখনো হয়েছে আঁখি
ঈষৎ সজল;

হয়তো চকিতে কভু নয়নের জল মুছে
পিছু ফিরে চাই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই ;
জননীর স্নেহাঞ্চল গাঢ় হয়, মন তত
বলে, যাই যাই।
আমি যাব, বাহুবন্ধ হইলে নিষ্ফল, সখী,
ব্যর্থ অভিমান ;
জীবন-বীণায় মম কাঁপিতেছে তীব্রসুরে
মৃত্যু-তন্ত্রীখান।
সে সুর শোনেনি কেহ শুনেছে আমারই মন,
হয়েছি ব্যাকুল।
অজানা সাগর মাঝে তত ভেসে যেতে চাই
যত দেখি কূল—
ব্যবধান তত বাড়ে তোমারে বক্ষেতে মোর
যতখানি পাই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই—
পথিক জীবনে সখী, সবই মিথ্যা, সত্য শুধু
পথ চলাটাই!

প্রেম যুগে যুগে

প্রান্তরে বকুল-ছায়া সত্য নয়, নহে সত্য
মেঘের গর্জন—
আঁধারে বিদ্যুৎ-প্রভা তাও ক্ষণিকের সখী,
পথ চিরন্তন।
মরুভূমে আঁধি নামে আঁধারিয়া চারিদিক
আঁধি যায় সরি,'
বালু পথ চিরদিন ধূ ধূ করে, চলে পান্থ—
তারই রেখা ধরি'।
প্রেমের প্রদীপশিখা যত অচপল হোক—
সে তো আলেয়াই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।



জীবনানন্দ দাশ

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে' আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী,—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

সহজ

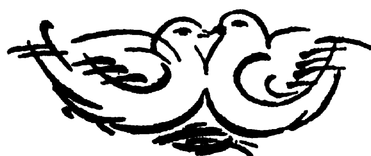
আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে',—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে' যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে' থাকে প্রাণে !
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান !
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে' যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !

তুমি জল,—তুমি ঢেউ,—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ,—তোমার সহজ মন
ভেসে' যায় সাগরের জলের আবেগে।
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে'
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে !—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে !—রাত্রির সিন্ধুর জল,

প্রেম যুগে যুগে

রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক! তোমারে কে ভালোবাসে!—তোমারে কি কেউ
বুকে ক'রে রাখে!
জলের আবেগে তুমি চ'লে যাও,—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধূ ধূ জল তোমারে যে ডাকে!

তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!
—মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে,—কত দূরে!
কোন্ সমুদ্রের পারে,—বনে—মাঠে—কিম্বা যে আকাশ জুড়ে'
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে!—
কিম্বা যে আকাশে
কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
জেগে' ওঠে,—ডুবে যায়, তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে!
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে,—মরার হাতের শাদা হাড়ের মতন!—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে ল'য়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান!—
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মত
একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!



হেমচন্দ্র বাগচী

গোপন

আমার গোপন প্রেম রাখিব গোপনে
সুশীতল তরু কুঞ্জে তৃণগুল্মছায়,
তরুণী কিশোরী সম আনত নয়নে
রহিবে সে দীর্ঘ রাত্রি মিলন-সজ্জায়।
যদি বায়ু বহে যায় বসন্তের দিনে
উড়ায়ে মুকুল-গন্ধ সুমন্দ মন্থর,
যদি কোন অজানিতা ফেলে তা'রে চিনে
তথাপি কি কাঁপিবে না আমার অন্তর?
আমার কৈশোর প্রেম রাখিব গোপনে
নিভৃত নির্ঝর ধারে কাশবন মাঝে,
তরুণী কিশোরী সম আনত নয়নে
রহিবে সে দীর্ঘ রাত্রি বিরহের সাজে।
গীতিহীন বনভূমি নিস্তব্ধ নির্জন,
আমার কৈশোর প্রেম রহিবে গোপন॥

সাঁওতালি বালা

ওগো সাঁওতালি বালা,
আজি তোর সাথে শীতের এ রাতে
বদল হউক্ মালা।
ঘনায়ে এসেছে সাঁঝের আঁধার
ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারিধার।

প্রেম যুগে যুগে

পাহাড়তলির ঝাউবনে হেরি
শুধুই জোনাক জ্বালা।
এই অবসরে তোর সাথে মোর
বদল হউক্ মালা।

*

আজি গৃহহীন পরবাসী আমি
ওরে সাঁওতালি বালা,
এই নিশীথের কালো পর্দার
আড়ালে সাজাও ডালা।
বিবাহের আজি কর আয়োজন
বিরহের নাহি কোন প্রয়োজন
বেদনারে আজি সঙ্গীত করি'
জানা'ব মরমজ্বালা,
ওগো সাঁওতালি বালা!

*

রজনীর সাথে র'বে মিশে তুমি
তমালে যেমন কালা,
আঁধিয়ায় ভ'রে যা'বে দশদিক
জ্বলিবে না মৃদু আলা।
ঘন কুয়াশায় ঘিরিবে তোমায়
আলোকের রেখা র'বে না কোথায়।
মরণ-আহত শীতল ওষ্ঠে
চুমিও চুমিও বালা,
দু'খানি বাহুর গাঢ় বেষ্টনে
জুড়াব হৃদয় জ্বালা।
ওগো সাঁওতালি বালা।

• •

বনফুল

আসিব ফিরিয়া

ঝঞ্ঝাসম তব দ্বারে হানা দিতে আজি আসিয়াছি,
অকস্মাৎ প্রাণ-ভরে অকারণে ভালবাসিয়াছি,
আপনার আচরণে শতবার কত শাসিয়াছি,
তবু ভাসিয়াছি!
ভাসিয়াছি আজি আমি সীমাহারা মহাপারাবারে,
অতল সে কালোজলে নিঃশেষে নিজেরে হারাবারে,
আপনারে বন্দী রাখি হিসাবের ক্ষুদ্র কারাগারে
সখী, যারা পারে
নিক্তিতে ওজন করি করিতে প্রণয় নিবেদন,
আমি তাহাদের নহি।—মোর নহে ক্ষীণ আবেদন।
চিরকাল যুগে যুগে গণ্ডী দেওয়া শান্তি নিকেতন,
করি উচ্ছেদন—
মর্মান্তিক তীব্র দাহ—এ পথের পাথেয় আমার,
তাই বলে ভাবিছ কি ঝরাইব নয়ন-আসার।
পুরুষ কাঁদে না কভু—চিরকাল এক দাবি তার,
'তুমি যে আমার'—
আমার আমারই তুমি—এ জীবনে নাই বা পেলাম,
স্পষ্টভাষে দাবিটুকু শুধু আজ জানাতে এলাম!
বেদনার বিষভাণ্ড নিজ হস্তে তুলিয়া খেলাম,
মরিয়া গেলাম!
নিষ্কৃতি পেলেনা জেনো—চিরকাল রহিব ঘিরিয়া,
চন্দ্রালোকে, বর্ষারাতে দেখা দিব মরম চিরিয়া,
দিবারাত্রি জীবনের ছোট বড় শত ফাঁক দিয়া
আসিব ফিরিয়া।

নিষ্ঠাহীন

ভুল্‌ব ক'বে কাহার কথা কি ভাবে,
নিজেই আমি জানি না তার খবর ;
কোন্‌ শিখাটি মন যে কবে নিভাবে,
কখন খোঁড়া হবে যে কার কবর—
কেমন করে বলব বল সখী,
নিজের কাছে নিজেই আমি ঠকি,
তোমার চোখে অশ্রুধারা,—ওকি ?
হঠাৎ দেখি বিপদ হল জবর !
কাল কি হবে ভাবছ কেন সে-সব ?
আজকে তুমি মনিব, আমি নফর।

সখী, আমার সারা হৃদয় জুড়ে যে
আজকে তুমি পেতেছ এই আসন,
জানো সেথায় কত আগুন পুড়েছে ?
কত দিনের কত স্মৃতি নাশন ?
আগুন কত জ্বলে এবং নেভে,
সে সব কথা লাভ কি বল ভেবে,
অশ্রু মুছে এক্ষুণি তো দেবে
চুম্বনেতে উচ্ছ্বসিত ভাষণ।
ইনসিওরেন্স প্রেমের চলে কি ?
মানবে কি তা প্রীমিয়ামের শাসন ?

প্রথম মনে লাগল যবে আগুন,
লকলকিয়ে রক্ত-রাঙা ঝলকে
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব তার এখন রাখে বল কে !

হঠাৎ জ্বলে' হঠাৎ পুনরায়,
দীপ্ত শিখা লুপ্ত হয়ে যায়
তাহার পানে মন কি ফিরে চায়,
তোমায় দেখে গেলাম ভুলে পলকে ;
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন
হিসাব রাখে এখন তার বল কে !

পুড়েই যদি যেতাম হ'ত ভালো কি ?
একই প্রেমের আলো এবং ধূমেতে ?
মদির হত তাহলে এই আলো কি,
সুধায় ভরা তোমার মধু-চুমেতে !
ক্ষণিক তরে সকল ভুলে থাকা
অধরখানি অধর 'পরে রাখা,
সরম ভরে সোহাগটিরে আঁকা,
স্বপন দেখে জড়িয়ে ধরা ঘুমেতে !
পুড়েই যদি যেতাম হোতো ভালো কি ?
এক প্রেমের জ্বালা এবং ধূমেতে !

পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো,
একই মন্ত্রে একই রকম বলিতে,
প্রতিমাটাই বদল হয় খালি' তো !
একটি সুরে বাজল বাঁশি নানা,
সত্যি সখী নাইকো তব জানা ?
একই আগুন ফিরছে দিয়ে হানা
বারে বারেই নানা প্রদীপ জ্বালি' তো !

প্রেম যুগে যুগে

পুষ্পে নানা, ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো!
আজকে সখী আকাশ ভরা জ্যোছনা,
হৃদয় মোর চল্‌ছে দ্রুত, গোন তো—
কাঁদছ কেন? সত্যি কথা বোঝ না?
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো!
চক্‌মকিয়ে দুলছে দুটি দুল,
মন্দ বায়ে কাঁপছে দুটি চুল,
বলেছি যা ভুল সে-সব ভুল,
উতল প্রাণ তোমার পায়ে প্রণত!



অমিয় চক্রবর্তী

বিয়াত্রিচে

বিয়াত্রিচে,
ধন্য তুমি।
পেয়েছিলে যার ভালোবাসা
সেই স্বর্গপথ-যাত্রী কবি মর্তলোকে
তোমারই চোখের দীপে আলো দেখে একা
সিঁড়ি দিয়ে যেতে ধাপে ধাপে,
সারা জীবনের ঊর্ধ্ব দীর্ঘ পথে অনির্বাণ
জেনেছিল তোমাকেই ধ্যানে—
ধন্য বিয়াত্রিচে॥

সংসারে তুমিই তার বুকে
কী ধরালে জ্বালা, যার দাহে
পুড়ে যায় বিরহ বেদনা,
কান্না হয় হীরকাগ্নিদ্যুতি,
ভেদ করে মোহের মোহন ঘোর
উদ্বারিত উজ্জ্বল হৃদয়ে।
যে-মন্ত্র দিয়েছিলে তুমি
তোমারই কি ছিল জানা?
আপন জীবনে
তুমিও কি পেয়ে তারই অধিকার
বাঁচার জটিল কাজে পূর্ণ দায়িত্বের শেষে
দীপ্তি নিজে রেখেছিলে বিশ্বাতীত প্রেমে?

প্রেম যুগে যুগে

তোমাতে যে-কবি তার প্রেমের সন্ধানে
নির্বাসিত পেল দান,
তারি তুমি অনন্ত মাধুরী বার্তাবহ,
ধন্য তুমি বিয়াত্রিচে ॥

এখনো ফিরেঞ্জে তীর্থ-সুন্দর সহর চেয়ে আছে
সেই সাঁকো রয়েছে অটুট,
যার কাছে কবে দান্তে বিয়াত্রিচে
দেখেছিল পরস্পর।
সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবি, আমি দূর আগন্তুক,
দিব্যের ঘটনা সে কি আজো ঘটে ?
নরনারী পার হতে নদী
কী এক অজানা শক্তি বহে অজানিতে,
শুভদৃষ্টি বিনিময় হয় অমরার।
তারপর সুরু হয় যে আশ্চর্য অন্তরের চলা
সে কি কেউ জানে।
দান্তেও কি তাঁর মহামনে
হৃদয়ের শুভ্রতায় কখনো আপনি
জেনেছেন, প্রেম হাতে ধ'রে
কেন নিয়ে চলে উর্ধ্বে, কেন সিঁড়ি-ওঠা ;
বেদনায় সাধনায় তাঁর প্রিয়তমা
এল নিয়ে সময়ের অতিক্রান্ত দান
কোন্ দিব্য পথে ;
মূর্ছিত হৃদয়ে কবে এল চিরন্তন
ইতালীয় মেয়ে ॥

যত কথা বল্‌বার, সমুদ্র-উতলা সেই ভাষা
চাঁদে লাগা শ্লোকে জাগে দান্তের মহাকবিতায়

প্রেম যুগে যুগে

তোমারই মুখের দিকে চেয়ে,
ধন্য বিয়াত্রিচে।
স্বর্গমর্ত্তপাতালের অনন্ত আখ্যান
তুমি তো নিলেনা, তুমি চলে গেলে দূরে ;
তোমারই উদ্দেশে তাই প্রবাসী খেয়ালী
পথচারী দান্তে, আজীবন,
বারে বারে বলে গেল সর্বমানবের কবিতায়
জ্বলন্ত তের্‌জা-রিমা ছন্দে।
তোমার ব্যথায়-কাঁদা, তোমার-জাগানো
সে-কথা আমরা শুনি কালে কালে ;
দুজনের প্রেম
আমাদেরই সাক্ষ্য মেনে কবি-কণ্ঠে হোলো উচ্চারিত।
তুমি, বিয়াত্রিচে,
ততক্ষণ জ্যোতির্লোকে সংসার-বিহীনা,
সকলেরই সংসারের হলে আপনার,
বাধা-দ্বন্দ্ব ঈর্ষার অতীত॥

তুমি অবশেষে
তন্ময় আলোক-ব্রতী একাকী কবিকে
তার চিরন্তন দুঃখ হতে মুক্তি দিয়ে,
নিয়ে গেলে সর্ব-আলো-দাতা তাঁরি আলোর সভায় :
ধন্য হলে বিয়াত্রিচে।
আমাদের প্রত্যেকের পৃথক্ ক্ষুধাও পেল জয়,
তোমাকেই পেয়ে যেন।
স্বর্গীয় যুগল, তারি পিছে পিছে মর্ত নরনারী
সংসার পেরিয়ে যাই, দান্তে আর তোমার নির্দেশে ;
চিরোজ্জ্বল হৃদয়ের পূর্ণসাধ মন্দিরে দাঁড়াই মৃত্যুহীন।

প্রেম যুগে যুগে

আলোকের শেষ সিঁড়ি উঠে, দেখা যায়
ঐ কাছে
দরজা আলোয় আলো আরো বিভান্বিত
প্রেম সূর্যনিকেতনে, আলো সেথা
সর্বদাহমুক্তবহ্নি, যার স্বাদ তুমি
পৃথিবী নারীর প্রেমে দিয়েছ, তৃষায় তৃষাহারা,
শুধু ইতালীতে নয়, দেশে দেশে।
তোমারই মাধুরী জপি অন্য নামে আজো ঘরে ঘরে,
তোমাকেই পেয়ে বুকে চিনেছি আপন প্রেয়সীকে,
ধন্য বিয়াত্রিচে॥

দিনাভরণ

কাকে চাই তা জানি যখন দেখি তোমার মুখ,
যখন তোমার গলার আওয়াজ শুনি
——তোমাকে চাই।
ভরে যখন তোমায় ছুঁয়ে সমস্ত বুক,
কানায় কানায় হাওয়ায় লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী——
তোমাকে পাই॥

কাকে চাই তা জানি যখন তুমিও চাও
আমাকে এই আলো হাওয়ার দুপুরে পাও——
দুজনে চাই।
ময়ূরকুঞ্জে ময়ূর ডাকে
বাতাবি-ফুল সাদা সৌরভ ফুটিয়ে রাখে——
লেক্-এর জলটা ঝিলি-মিলিয়ে পাগল বাণী।
কাকে চাই তা দুজন জানি॥

প্রেম যুগে যুগে

কাকে চাই তা চাওয়ান্ তিনি সৃষ্টি দিয়ে,
জানান্ হঠাৎ রোদের বেলায় বৃষ্টি দিয়ে।
বোবা দুজনে ঝাপসা বুকে কান্না-মেশা,
কোথায় খুঁজি আরো চাওয়ার অকূল নেশা—
জন্ম মৃত্যু দূরের দিকে রইল পড়ে,
দুজনকে পাই স্বর্গ বানাই ধুলোর ঘরে॥



অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

প্রেম

কী করে দেখাবো প্রেম, যদি দেহ রহে নিরুত্তর
শাণিত শোণিতে যদি নাহি পায় উষ্ণ উন্মাদনা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে নহে যদি আচ্ছন্ন প্রহর,
তবু প্রেম ? প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।
আমার এ প্রেম, সখী, কামনা সে নিরবগুণ্ঠনা,
উদ্বেলিত উদধির ফেনিল রুধির, মোর গান
দেহের দুর্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব-চেতনা
আমার শরীরে সখী, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ।

প্রেম নহে ভাব পদ্ম, প্রেম শুধু আমার শরীর ;
আমি তার চিত্রবহা, মর্ত্যরূপ, আমি তার চিতা ;
আমার শরীরে সখী, মুহুর্মুহু মদির নদীর
তরঙ্গ সঙ্ঘাততীক্ষ্ণ বেগোময় উলঙ্গ শুচিতা।
দেহেরে নিরুদ্ধ করি এ-প্রেমের কোথা পাই ভাষা ?
কী করে বোঝাবো তারে ? দেহে তার প্রকাশ-পিপাসা

অষ্টাদশী

ছোট ঘরটিতে বসে' আছি একা মোর ছোট ঘরটিতে,
একদা যেখানে চুপি চুপি এসে ছোট দুটি পা রাখিতে ;

প্রেম যুগে যুগে

—পদ্মের দুটি কুঁড়ি !

দু'টি কালো চোখে আমারি পিপাসা করিয়া আনিতে চুরি
সাগরমেখলা পৃথিবী চাহিনা, চাহিনা প্রিয়ার প্রেম,
এই ঘরটির ঠাণ্ডা হাওয়াটি ভারি মিঠা মোলায়েম।
মাকড়সাগুলি জাল বিছায়েছে দেয়ালে ও কড়িকাঠে,
ভাবের সুতায় বাসা বেঁধে বেঁধে আমারো সময় কাটে।

নাই কোন অভিলাষ

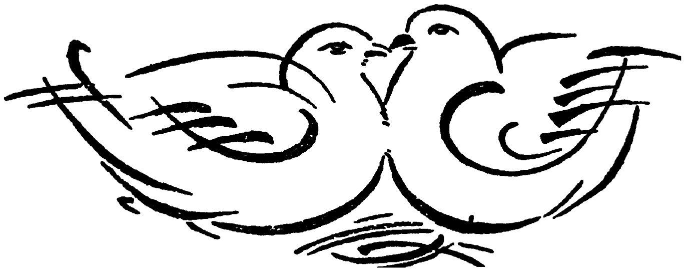
দূরে বসে আজি তোমারি মতন ফেলিতেছি নিঃশ্বাস !
মেঘের আড়ালে রামধনু দেখ,—ধরা দিতে অবনত,
মনে হয় যেন তোমার খোঁপায় লাল ফিতাটির মতো !

হে তনু সঞ্চারিণী,

নয়ন তোমারে ভুলেছে যদি-ও, মন বলে ঃ 'চিনি চিনি'।
বাহিরে মোদের পৃথিবী টলিছে, খসিছে কাহার তারা,
খবর রাখিনা, এই বেশ আছি—অতীতে আত্মহারা !

এত বড় এ-নিখিলে,

এই মনে আছে, একদিন তুমি খুব কাছে এসেছিলে ॥



অন্নদাশঙ্কর রায়

বন্দনা

বন্দনা করি অপ্সরাকে
প্রেম করে ভয় লভিতে যাকে।
সহজ মুক্তা চঞ্চলা যে
বনবিহঙ্গ অঞ্চলা যে
বাহুবন্ধনে বক্ষ মাঝে
আপন কৃপায় স্থির যে থাকে।

বন্দনা করি রঙ্গিনীরে
অযুত ছলনা ভঙ্গিনীরে।
রম্য গগন রম্য ক্ষিতি
উল্লাস যারে জোগায় নিতি
রূপ ভোগে যার অপরিমিতি
নৃত্য যাহার চরণে ফিরে।

বন্দি নায়িকা উত্তমারে
তনু সুগন্ধ চিনায়ে যারে।
স্পর্শ যাহার স্নিগ্ধ কোমল
অঙ্গ যাহার ধৌত অমল
নিঃশ্বাসে যার ধীর পরিমল
আনন্দ যার অভিসারে।

বন্দনা মোর সঙ্গিনীরে
যার সন্তোষ গৃহের নীড়ে।
কাজ অফুরান, হাত দু'খানি
মুখে নাই অভিযোগের বাণী
নিদ্রা পালায় আজ্ঞা মানি'
আলস্য যায় হার মানি' রে।

বন্দি তাহারে যে মোর জায়া
নন্দনে মোর দিয়াছে কায়া।
যত্ননিরতা বিরতিহীনা
না করে নৃত্য না ধরে বীণা
সেই অপ্সরা এ দেবী কি না
নিত্য আমার লাগায় মায়া।

সমাপন

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা
মন-জানাজানি কিছু না রহিল বাকী।
বাসনার দীপে নিভিল নিবিড় জ্বালা
বাসর শয়নে নীরবে নমিল আঁখি।
এবার কেবল আঁখিতে আঁখিতে লাগা
দুটিতে মিলিয়া একটি স্বপনে জাগা।

এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা
চির চেতনার চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি
এতক্ষনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

চুম্বনতাপ হিম হয়ে আসে ধীরে
চুম্বন ছাপ জাগিবে যামিনী ভোর।
ক'টি নিমেষের চকিত সুখ-স্মৃতিরে
জননীর মতো আবরিবে ঘুমঘোর।
আমাদের প্রেমে এলো মরণের বেলা
তার পরে, প্রিয়ে, বিস্মরণের খেলা।

প্রেম যুগে যুগে

মিলিত প্রেমের স্বপ্নে পোহাক রাতি
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে রও গো মনের কাছে।
অচির মরণে চির মিলনের সাথী
এখনো তোমারে চিত্ত আমার যাচে।
প্রভাতে হেরিব-তোমারি অচেনা মুখ
আমার পাশের উপাদানে জাগরূক।

আজিকার মতো ফুরালো হিয়ার দ্বন্দ্ব
জানি ভালোবাসো, জানালেম ভালোবাসি।
মৃদু হয়ে এলো অধীর আবেগ অন্ধ
মুদিত নেত্রে ভাতিল তৃপ্ত হাসি।
আমাদের প্রেমে আসিল মধুর ক্ষণ
আজি তাই তার মধুরেই সমাপন।



প্রেমেন্দ্র মিত্র

কথা

তার পরও কথা থাকে ;
বৃষ্টি হয়ে গেলে পরে,
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন,
আবছায়া, মেঘ-মেঘ কথা।
কে জানে তা, কথা কিম্বা,
কেঁপে-ওঠা রঙীন স্তব্ধতা !

সে কথা যায়না বলা তাকে ;
শুধু প্রাণধারণের
প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে,
অবাক হৃদয়
আপনার সাথে একা একা
সেই সব কুয়াসার মত কথা কয়।

অনেক আশ্চর্য কথা
হয়ত বলেছি তার কানে ;
হৃদয়ের কতটুকু মানে,
তবু সে কথায় ধরে !
তুষারের মত যায় ঝরে
সব কথা আবেগের উত্তুঙ্গ শিখরে।

সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয় ;
একবার কেঁপে বুঝি
দুলে ওঠে নির্লিপ্ত সময়।
তারপর জীবনের ফাটলে ফাটলে
কুয়াসা জড়ায় ;
কুয়াসার মত কথা
হৃদয়েব দিগন্তে ছড়ায়।

ছাদে যেওনা'ক

ছাদে যেওনা'ক, সেখানে আকাশ অনেক বড
সীমানা-হীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

তার চেয়ে এস, বসি দুজনাতে, জানালা পাশে ;
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো,
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে ;
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।

তার পরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও ;
—ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই, আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশী যেন সেথা, কি রয়েছেও
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।

প্রেম যুগে যুগে

যদি খুশি হয়, কাছে সরে এসো ; বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও ;
সুবাসিত চুল, তাই হ'বে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা কিছু চেনা
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি'।
মুহূর্তগুলি মন্থন করি উঠে যে ফেণা,
তাহারি নেশায় সব সংশয় রব পাশরি'।

সীমাহীন ধাঁধা ধূ ধূ করে সখী, উপরে নিচে,
রচ নীরন্ধ্র, গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড়,
স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিশ্বসিছে.
এই ক্ষণ-সুখ-প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

ছাদে যেওনাক সেখানে আকাশ অনেক বড়
সীমানা-হীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।



অজিত দত্ত

ন খলু ন খলু বাণঃ

সংহত করো, সংহত করো অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ ; সংহরো তব শর,
তীক্ষ্ণ সায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে
ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনমতে হয় পাছে,
শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,
মৃগয়ারো তরে ভিন্ন সে ঋতু আছে।

গর্বিতা অয়ি বলয়-শৃঙ্খলিতা,
মুহূর্ত ভোলো বন্ধন কৌশল,
চোখে থাক্ মোহ, হে মোহ-দুর্বিনীতা
বহু ছলময়ি, আঁখি হোক ছল ছল।
চিত্ত আমার স্তব্ধ সরসী-সম
শুধু ছায়াখানি বক্ষে রাখিব এঁকে,
সুকঠিন মম মর্মের দর্পণে
সায়ক তোমার মিথ্যাই যাবে বেঁকে।

জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর বুকে নিত্য অনশ্বর,
দর্পণ পরে বহু ছায়া সঞ্চরে—
অভিমান নাই সাজে দর্পণ পর।

বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে ধরিতে পারে ?
বিদ্যুৎ-গতি শাসনে বাঁধিবে কে সে ?
দৃষ্টি-মোহন নভোচারী উল্কারে
কে বাঁধিবে বুকে তপ্ত ভ্রমন শেষে ?

দূরবর্তিনি, তোমার আমার মাঝে
উদাসীনতার স্ফটিক প্রাচীর গাঁথা,
দর্শন চাহি, স্পর্শন চাহি না যে,
পিপাসু নয়ন, ক্লান্ত চোখের পাতা।
ওগো গর্বিতা, সংহরো সংহরো,
এ নহেক মৃগ ত্রস্ত ও চঞ্চল,
অস্ত্র তোমার যত্নে রক্ষা করে',
শূণ্য গগনে বাণ হানি কিবা' ফল !

মালতী ঘুমায়

বৈশাখী হাওয়ার বেগে তারাগুলি কাঁপিতেছে ক্ষীণশিখা প্রদীপের মত ;
—এখন বাহিরে রাত কত ?
নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন,
(মালতীর চুলগুলি চোখের পলকে চুমো খায়),
বাতাসে আসিছে ভেসে দূর হতে অস্পষ্ট গুঞ্জন,
(ঘুম এসে নয়নে জড়ায়)।
পত্রের মর্মর আর শোনা যায় বাতাসের স্বর,
নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা ক্ষীণায়ু প্রহর।
(ঘুম কি ভাঙ্গিয়া যাবে কপালে রাখিলে হিম হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

একরাশ কালোচুল উতরোল এ-বাতাসে একেবারে হ'ল এলোমেলো ;
—এবার বৈশাখী ঝড় এলো !
কাঁপিছে দালান কোঠা সমুদ্রের জাহাজের মত,
(বাতাস সরায়ে দিলো লঘু হাতে বুকের আঁচল)
এখনি ঝাপটে ছিঁড়ে উড়িয়া পড়িবে তারা যত।
(শুভ্র বাহু, পাটল কপোল)।
বাতাসে আসিছে ভেসে জল-কণা ঘরের ভিতরে,
সমস্ত আকাশ এসে জানালার কাছে ভিড় করে।
(নেমেছে চুমার মত ঘুম ওর পলকের ' পর)
—এলো কাল-বৈশাখীর ঝড় !

ঘুমন্ত দৈত্যের পুরী অকালে জেগেছে আজ, রক্ষা নাই, নাই আর গতি,
(জেগে যেন ওঠে না মালতী।)
পাতালের যত নাগ আকাশে মেলিছে লক্ষ ফণা,
(সাবধানে সবগুলি জানালা দিয়েছি বন্ধ করে)
এ কী হুলুস্থুল কাণ্ড ! আকাশে যে গ্রহ রহিলো না !
(আমি আছি বসিয়া শিয়রে)।
লক্ষ দৈত্য ব্রহ্মাণ্ডেরে ছিঁড়িয়া ফেলিছে কুটি কুটি,
তুলিয়া ধরেছে তা'রা বিদ্যুতের মশাল দেউটি ;
আমি জানি, কা'র খোঁজে নাগদৈত্য ছুটিতেছে রাগে।
(ভয়, পাছে মালতী না জাগে)।
ওই শোনো দুড়্দুড়্ লক্ষকোটি নাগদৈত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইছে ত্রাসে,
—মত্ত ঝড় শান্ত হয়ে আসে।
শাখার উন্মাদ নৃত্য ধীরে-ধীরে হয়েছে মন্থর,
(বিদ্যুৎ গিয়েছে ছুঁয়ে' মালতীরে কম্পিত চুমায়),
ঝাপটে ঝরিছে পাতা, স্বচ্ছ হ'য়ে আসে দিগন্তর,
(অপরূপ ! মালতী ঘুমায়।)

প্রেম যুগে যুগে

শঙ্কিত ডানার নীচে পৃথিবীরে লুকাইয়া কোলে
আশঙ্কায় কাঁপে রাত্রি, দু'টি তারা ভয়ে আঁখি খোলে।
(স্বপ্নে উঠিয়াছে কেঁপে মালতীর আরক্ত অধর)
—শ্রান্ত হয়ে এলো মত্ত ঝড়।

•

মেঘমুক্ত স্বচ্ছাকাশে তারাগুলি ফুটিতেছে শুভ্রদল শেফালির মত;
—এখন বাহিরে রাত কত ?
দেবতা নিক্ষেপি বজ্র তাড়ায়েছে অমঙ্গল যত,
(পৃথিবী হয়েছে হিম মালতীর ঘুমের লাগিয়া)
এলায়ে পড়েছে রাত্রি নিদ্রাক্লান্তা মালতীর মত,
(আমি আজ থাকিব জাগিয়া)।
ঘুমায় দূরের বন, ঘুমে ঝরে কুসুমের জল,
ঘুমায় পাথার-পুরী, ঘুমাইছে ক্লান্ত দৈত্যদল।
(জাগিয়া উঠিবে না তো ধরি যদি ওর দু'টি হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?



বুদ্ধদেব বসু

এ-ই সব

একবার চোখাচোখি খোলা জানালায়—
অনেক আনন্দ আর খানিক বিস্ময়,
একটু দুরাশা :
তারপর রোদে পুড়ে দিন ক্ষ'য়ে যায়,
মনের আকাশে ভ'রে স্বপ্নের কুয়াশা।।
—আর কিছু নয়।
অনেক তারার মুখ, খানিকটা চাঁদ,
সকল কাজের শেষে ঘুমের সময়—
শান্তির শিশির :
সুখ, দুঃখ, কিছু কথা, বাসনা, বিষাদ,
তারপর অন্ধকার মৃত্যুর রাত্রির।
—আর-কিছু নয়।

সাগর-দোলা

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ?   মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর দোলা,
সারাদিনরাত ঢেউয়ের তোড়ে
নাগরদোলা,
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা।

প্রেম যুগে যুগে

দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
দিগন্ত-জোড়া সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিন রাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
অন্ধ অবোধ হাওয়ার ঝড়ে
কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে?   মনে কি পড়ে?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে
ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমারে আমারে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনের চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিন রাত ঢেউয়ের দোলা,
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।
দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে

প্রেম যুগে যুগে

কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?
কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রি শেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?



মণীশ ঘটক

দেবী ত নহ

দেবী ত নহ, তোমারে তবে কেমনে পূজা করি
তোমার মুখে দিব্য প্রভা বৃথাই খুঁজে মরি।
তোমার আছে দেহ, আছে নিটোল দুটি স্তন
ললিত বাহু, বিশাল উরু তপ্ত পরশন ;
রক্ত-রাঙা দাড়িম্বের মতোন দুটি ঠোঁটে
যে সুধা ক্ষরে তাহারি তরে লুব্ধ অলি জোটে।

আমার দোষ,—জুড়িয়া কর, যাচিয়া পরসাদ
স্তাবককুল-সুলভ হাসি টানিয়া আঁখিপাশে
আসি' নি আমি। মিথ্যা মোহে হানিয়া পরমাদ
পরুষ করে ছলনাজাল ছিঁড়েছি অনায়াসে ;
দেহের সুরা করেছি পান, খুঁজিয়া বিদেহীরে
অলীক ক্ষোভে, অতৃপ্তিতে, যাইনি আমি ফিরে !

তোমার মুখে দিব্য বিভা খুঁজি নি কভু ভুলে,
ভুলিতে নারি পেয়েছি যাহা, রেখেছি বুকে তুলে।



হুমায়ুন কবির

সাথী

আজি মোর মনে পড়ে একদিন ভেবেছিনু মনে
রচিব এ ধরণীতে আপনার লাগি সযতনে
নিরালা বিরামকুঞ্জ। সংসারের সংগ্রামে যুঝিয়া
ঘটনার নিত্য ঘাত প্রতিঘাতে পরিশ্রান্ত হিয়া
সেথায় আনিব টানি বিশ্রামের লাগি। সুগোপনে
ঝরিবে অমৃতধারা, দিবানিশি বরষিবে মনে
স্নেহের সান্ত্বনাবাণী। উৎসবের বাঁশী দিবারাতি
বাজিবে সেথায় মৃদু। সেই সুখগৃহে হবে সাথী
পরিজন-স্নেহপ্রীতি, চিন্তাহীন বাধাহীন হাসি।
নারিকেল কুঞ্জবনে মন্দানিল মর্মরিবে আসি,
কুসুম উঠিবে ফুটি, তরুশাখে গাহিবে কোকিল,
আনন্দে ভরিবে ধরা। উজলিয়া আমার নিখিল
আসিবে প্রেয়সী মম তন্বীবালা রূপসী কিশোরী
পুষ্পসম সুকুমার। তার পানে আপনা বিসরি
রহিব চাহিয়া মুগ্ধ। স্বপ্নভরা তাহার নয়নে
ঝলিবে প্রেমের আলো। প্রাণে মম কোমল গুঞ্জনে
ধ্বনিয়া তুলিবে বাণী। সংসারের রণক্লান্ত হিয়া
যখন বহিয়া আনি তার কাছে দেব লুটাইয়া,
সস্নেহ সান্ত্বনা-বাণী-প্রলেপ পরশে দেহ মন
নিমেষে জুড়াবে মম। এ জীবনে প্রেমের স্বপন

সকলি নামিবে স্বর্গ-সংসারের ঝঞ্ঝা অন্তরালে
প্রেমের স্বপন দেশে কিরীট ঝলিবে মম ভালে।
আজি আর সেই স্বপ্ন নাহি মম নয়নের আগে।
চন্দ্রানিশীথের মায়া নিদাঘের দীপ্ত রবিরাগে
মিলাইল অকস্মাৎ, প্রভাতের পুষ্পের অন্তরে
নিশির শিশিরবিন্দু দিবসের রুদ্র সূর্যকরে
শুকায় যেমন করি। আজি যবে দেখি আঁখি মেলি,
তরঙ্গিত সিন্ধুসম এ জীবন উঠিছে উদ্বেলি
সংগ্রামের আবাহনে। নাহি সেথা স্নেহ প্রীতি মায়া,
সকলের নয়নের অন্তরালে নাহি স্নিগ্ধছায়া,—
সেথা মুক্ত নভোতলে ঝঞ্ঝা চলে দিবস রজনী
অনাবৃত নগ্নপথে চলিয়াছে পুরুষ রমণী
অন্তরের দীপখানি সযতনে জ্বালি। পথ ভরি
কণ্টকিত তরুলতা, অন্ধকারে উঠিছে গুমরি
হিংস্র সর্প ফণা মেলি। ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে নিশ্বসি
দুর্মদ মাতাল বায়ু, মেঘপুঞ্জ তিমির ঝলসি
শাণিত বিদ্যুৎরেখা। সে পথে যে হবে মোর সাথী
তাহারে চলিতে হবে কণ্টকিত পথে দিবারাতি।
তাহারে দাঁড়াতে হবে এ ভুবনে নগ্ন উচ্চশিরে,
নিঃশঙ্ক অন্তরে পথ চলিবারে নিবিড় তিমিরে
বিপদ আঘাত সহি। শঙ্কাকুল পথে হাত ধরি
চাহি একে অপরের মুখপানে মরণ উত্তরি
দিবস রজনী হবে স্থির-আঁখি চলিতে সম্মুখে।
পথের বিপদে সাথী, সহযোগী সব দুঃখসুখে,
বেদনা-দিনের বন্ধু, অন্তরের মহীয়সী রাণী
দুর্বল নিরাশা মাঝে জাগাইবে আশ্বাসের বাণী।

তৃপ্তি

আমার এ প্রেম সখি শুধু নিবেদন।
নাই বা জানিলে তুমি আজি মোর মন
রচিছে তোমারে ঘেরি সোনার স্বপন।
তোমারে হেরিতে শুধু চাহি দূর হতে,
ঢালিতে প্রাণের প্রীতি আনন্দের স্রোতে
অশ্রু-হাসি মুখরিত তোমার জগতে।
আমার হৃদয়ে যদি ব্যথা কভু বাজে
সে দুঃখ গোপনতম রবে চিত্তমাঝে,
আসিব তোমার কাছে উৎসবের সাজে।
আসিবে ঘনায়ে যবে বিদায়ের বেলা
লুকায়ে হাসির তলে বেদনার খেলা
সন্ধ্যার আঁধার পথে ফিরিব একেলা।
তোমার আনন্দমাঝে মোর অশ্রুমালা
ঝলিবে মুকুতাসম তব কণ্ঠে বালা।



শিবরাম চক্রবর্তী

বায়না

সময় চলেছে ছুটে ঘূর্ণাবেগে স্রোতের মতন—
চলো না বেড়াই ততক্ষণ!

কোথায় বেধেছে যুদ্ধ রাজায় রাজায়
ভূগোল ও ইতিহাস পালটিয়ে যায়।
সময়ের রক্ত ঝরে ক্ষতের মতন।
দূরের তারার ইসারায়
তাদের এড়াই ততক্ষণ।
তোমার শীতল হাতে সময় নিথর,
ইতিহাস ভূগোলের থেমে গেছে ঝড়,
জীবন স্থবির।
পৃথিবী এখানে এসে হলো বুঝি শেষ।
তোমার নয়ন দুটি অতল গভীর—
সময় সেখানে রহে স্থির ঃ
পৃথিবী এখানে নিরুদ্দেশ।
কালো সে গহন তলে করি না গাহন—
নিজেরে হারাই ততক্ষণ॥

তুমি

কোন্ আকাশে কত লক্ষ আলোকবর্ষ আগে
ফুটেছিল একটি যে নীল তারা,
ছুটেছিল তাহার আলো নিজের অনুরাগে
কোথায় আত্মহারা!

প্রেম যুগে যুগে

সেই আলো কি শেষে
হারিয়ে গেল তোমার চোখে এসে ?

সেই হারানো আলোর খোঁজে—সেই নীলিমার দ্যুতি
ধরতে কোনো কালে
আলোর পাথার সাঁতার দিয়ে আমার স্বর্গচ্যুতি
মাটির মায়াজালে—
সেই-আলো হায় নাই যদি হয় সাথী,
নেই-আলো হয় হাজার তারার বাতি।

একই সাথে যাত্রা সুরু করেছিলাম কবে
সূর্য এবং আমি ;
ধূলার পথে আমার চলা, তাহার চলা নভে—
ছড়িয়ে দিবস-যামী ;
যাহার তরে চলেছিলাম আমরা একা একা,
আজকে পেলাম দেখা।

এই ক্ষণটিই অনন্তক্ষণ, এইখানটিই শেষ,
এই তুমি সেই তুমি ;
তোমার খোঁজে সারা আকাশ আমায় নিরুদ্দেশ—
ভূমা হলেন ভূমি !
তোমার ধরার লাগি,
ভুবনেশ্বর, সূর্য কাঁদে আমার অধর মাগি' ॥



জসীম উদ্‌দীন্

কাল সে আসিবে

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে,
এপারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে করে।
বুঝি তাই মনে করে,
বাউল বাতাস টানাটানি করে বালুর আঁচল ধরে।
কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষীর ধানের ক্ষেতের মতই তাহার গা,
কোথা বা হলুদ, আবছা হলুদ, কোথা বা হলুদ না।

কাল সে আসিবে হাসিরা হাসিয়া রাঙা মুখখানি ভরি,
এপারে আমার পাতার কুটিরে আমি কিবা আজ করি।
কাল সে আসিবে, ওই বালুচরে, এপারে আমার ঘর,
তার পরে নদী—ঘাটের ডিঙাটি কাঁপে নদীটির 'পর।
কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িল, দুলিছে নায়ের পাল,
কারে হারায়েছি, কারে যেন আমি দেখি নাই কত কাল।
ওপারেতে চর বালু লয়ে খেলে, উড়ায়ে বালুর রথ,
—ওখানে সে কাল দুটি রাঙা পায়ে ভাঙিয়া যাইবে পথ।

কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়,
আসমান-তারা শাড়ীখানি আজ উড়াব সারাটি গায়?
রাম-লক্ষ্মণ শঙ্খ দু'গাছি পরিব আবার হাতে,
খোঁপায় জড়াব কিংশুক-কলি কাজল চোখের পাতে;

গলায় কি আজ পরিতে হইবে পদ্মরাগের মালা,
কানাড়া ছান্দে বাঁধিব কি বেণী কপালে সিঁদুর-জ্বালা ?
কাল সে আসিবে, মিছাই ছিঁড়েছি আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারাল উষার দেশ।

ওই বালুচরে আসিবে সে কাল, তার রাঙা মুখে ভরি,
অফুট উষার সোনার কমল আসিবে সোহাগে ধরি।
যে আসিবে কাল, গলায় পরিয়া কুসুম ফুলের হার,
দুখানি নূপুর মুখর হইবে চরণে জড়ায়ে তার।
মাথায় বাঁধিবে দুধালীর লতা কচি সীম পাতা কানে,
বেণুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর করিবে গানে।
কাল সে আসিবে, রাই-সরিষার হল্‌দী কোটার শাড়ী,
মটর বোনেরে সাথে করে যেন খুলে দেখে নাড়ি' নাড়ি'।

কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, ধারে তার এই নদী,
তারি কূলে মোর ভাঙা কুঁড়ে ঘর বহুদূরে নয় যদি।
তবু কি তাহার সময় হইবে হেথায় চরণ ধরি,
মোর কুঁড়ে ঘর দিয়ে যাবে হায় মণিমাণিকেতে ভরি।
সে কি ওই চরে দাঁড়ায়ে দেখিবে বরষার তরুগুলি ?
শীতের তাপসী কারে বা স্মরিছে আভরণ গা'র খুলি ?
হয় তো দেখিবে, হয় দেখিবে না, কাল সে আসিবে চরে,
এপারে আমার ভাঙা ঘরখানি, আমি থাকি সেই ঘরে।

যারে আঘাত হানিলরে

ও তুই যারে আঘাত হানলি রে মনে সে জন কি তোর পর,
সে তো তোরি তরে কেন্দে কেন্দে বেড়ায় দেশান্তর ;
রে বন্ধু !
তোরি তরে সাজাইলাম বন-ফুলের ঘর,
রে বন্ধু মনফুলের ঘর,

ও তুই ভোমর হ'য়া হানলি কাঁটা সেই না ফুলের 'পর ;
রে বন্ধু !
এক ঘরেতে লাগলে আগুন পোড়ে অনেক ঘর,
মনের আগুন মনই পোড়ায় নাই কোন দোসর ;
রে বন্ধু !
আগে যদি জানতাম রে তোর রূপে আগুন জ্বলে,
আমি রূপ থুইয়া আগুনের মালা পরতাম নিজ গলে ;
রে বন্ধু !
চিতার অনলে ঝাঁপ দেয় যেই জন,
ও তার দেহও পোড়ে মনও পোড়ে, পোড়ে তার ক্রন্দন ;
রে বন্ধু !
রূপের আগুন মনেই লাগে, লাগে না কার গায়,
ও সে মনে মনেই মন জ্বালায় কেউ নাহি টের পায় ;
রে বন্ধু !
তীর যদি বেন্দে গায় তাও তো তোলন যায়,
ও তোর কথার আঘাত কোথায় লাগে কেউ নাহি টের পায়,
রে বন্ধু !



গোলাম মোস্তফা

'তোমারে যে আমি করেছি রূপসী
—কবির দৃষ্টি দিয়া !'

হে মোর মানসী প্রিয়া !
তোমারে যে আমি করেছি রূপসী
কবির দৃষ্টি দিয়া !

এত সুন্দর ছিলে নাকো তুমি আমার দেখার আগে,
ছিলে বনফুল পাতায় ঢাকা—সে জানি,
সহসা যেদিন হেরিনু তোমারে নবপ্রেম-অনুরাগে
সেই দিন হ'তে হ'লে তুমি ফুলরাণী।

আমি করিলাম তোমার নয়নে নূতন আলোক-পাত
ধরিলাম তুলে সকলের সম্মুখে,
আমি কহিলাম : 'তুমি সুন্দর !'—তাইত অকস্মাৎ
হেরিল জগৎ নবরূপ তব মুখে।
তুমি সুগন্ধ হেনার গন্ধ অন্ধ কুঁড়ির মাঝে
বন্ধ হইয়া ছিলে মূক বেদনায়,
ছন্দ দোদুল আমি সমীরণ—আমি না আসিলে সাঁঝে
ছড়াত কে তব সৌরভ-সুষমায় !

কাঁচের সঙ্গে মণিসম তুমি বিকাইতে একদরে
জহুরী আমিই দিয়াছি তোমারে মান,
তোমার রূপের রঙীন শরাব শুকাইত অনাদরে,
না যদি থাকিত তৃষিত আমার প্রাণ !

হ'লেই বা তুমি স্রষ্টার গড়া সৃষ্টি সে অনুপম,
আমি যে দ্রষ্টা—দৃষ্টি আমার দান,
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির চেয়ে দ্রষ্টা সে নহে কম,
দৃষ্টি অভাবে সৃষ্টি যে হয় ম্লান!

তোমারেও আমি তেমনি করিয়া প্রেমের পরশ দিয়া
ফুটায়ে তুলেছি অপরূপ সুষমায়,
তোমার রূপ যে ধন্য হ'য়েছে, ওগো মোর দিল্-পিয়া,
কবির গভীর রূপসুধা-পিয়াসায়।
রূপ আসিয়াছে শুধু কবিদের প্রাণের খোরাক লাগি'
আসে নাই সে ত দুনিয়ার প্রয়োজনে
কবি তাই যে গো রূপ-মাধুরীর চিরদিন অনুরাগী—
রূপও ফিরে তাই কবির অন্বেষণে।
রূপসৃষ্টির আদর ছিল না কবির আসার আগে
সৃজন করিল বিধাতা তাই যে কবি,
কবি এসে দিল সন্ধান কোথা রূপের মাধুরী জাগে,
মিশিল বিশ্বে কবি যে রূপের নবী!

তুমি ভাবিতেছ—মিথ্যা এ-কথা, মিথ্যা এ-গৌরব
রূপের পূজারী কবি শুধু একা নয়,
ফুল দিতে পারে সবার প্রাণেই আনন্দ-সৌরভ
রূপের পূজারী ভরা যে ভুবনময়।
নয়, তাহা নয়, সবাই রূপেরে বাসে নাকো সখি ভালো,
মাটির দরেও রূপ যে বিকিয়ে যায়,
ফুল কিনে নিয়ে করে সবে দেখি উৎসব জমকালো
ফুল দিয়ে আজো চলে যে গো ব্যবসায়।

প্রেম যুগে যুগে

যেমন করিয়া বুলবুল্ দেখে গোলাবের রাঙা মুখ
তেমন করিয়া দেখে কিগো কেহ আর ?
যে-আবেশ মাখা স্বপন-সুখেতে ভ'রে যায় তার বুক,
এই দুনিয়ায় তুলনা কোথায় তার !

আমিও যে সখি তেমনি করিয়া গভীর চাহনি দিয়া
দেখি প্রাণ ভরি' তোমার ও-রূপরাশি,
আমার সে-চাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায় নাকো মিলাইয়া
তোমার দেহের মাধুরীর তটে আসি'।
সে চাহনি যেগো চ'লে যায় দূরে সীমারেখা ভেদ করি'
উড়ে যায় কোন্ অনন্তে আঁখি-পাখী,
সসীমের মাঝে অসীমের যেন ছায়া পড়ে সুন্দরী,
যত দেখি, তবু দেখার রয় যে বাকী !

যেন দুই চোখে কুলায় না মোর, আরো চোখ চাহে প্রাণ,
হেরিতে তোমার ধরা-নাহি-দেওয়া রূপ,
ব্যাপ্ত হইয়া ছেপে যায় যেন তোমার মূরতিখান—
বাতাসে যেমন মিলায় গন্ধ-ধূপ।

তুমি যেন এই ধরার ধূলার নহ নর-নন্দিনী
তুমি যেন কোন্ অজানা দেশের মেয়ে,
পথ ভুলে এই ধরণীর তলে হ'য়ে আছ বন্দিনী
চির রহস্য আছে তব মুখ ছেয়ে।
তোমার ও-মুখ অসীমের যেন একখানি বাতায়ন,
এপারে দাঁড়ায়ে ওপারে দৃষ্টি চলে,
তোমার মুখেতে ছায়া ফেলে যেন নন্দন-ফুলবন
মূর্ত্ত স্বপন তুমি যেন ধরাতলে !

প্রেম যুগে যুগে

তোমার রূপেরে এমনি করিয়া দেখেছি আমি যে প্রিয়া,
মিলিবে না কভু তুলনা সেই দেখার,
যে-ভালো তোমারে আমি বাসিয়াছি—সেই ভালোবাসা দিয়া
তোমারে কেহই চাহিবে না কভু আর !



প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাগুনে বাদল

কিছু করিব না কাজ,
তোমায় আমায় মুখোমুখি হ'য়ে শুধু ব'সে র'ব আজ।
কহিব না কথা, গাহিব না গান, মেঘম্লান দিবালোকে
শুধু চেয়ে র'ব তনু মন প্রাণ ভরিয়া দু'জোড়া চোখে।
আকাশ আজিকে ঘনায়ে এসেছে ধরার বুকের কাছে,
বহু দিবসের সঞ্চিত কথা কানে কানে কহিয়াছে।
চৌদিকে তাই শুভদৃষ্টির লজ্জা-বসন-সম
নিতল শীতল ছায়া নামিয়াছে—আজি সখি,—গাঢ়তম।
নিখিলে লেগেছে দিবসে দুপুরে রূপার কাঠির ছোঁয়া,
সজল সচল শুভ্র তিমিরে ধরণী হয়েছে ধোঁয়া।
ভূলোকে দ্যুলোকে ব্যথায় পুলকে হ'য়ে গেছে একাকার।
দিবসে নিশীথে দিশিতে দিশিতে কোনো ভেদ নাহি আর।
ভুবন ভরিয়া দুলিছে কেবল একখানি যবনিকা:
এ আঁধারে প্রিয়া, তুমি এস নিয়া তোমার রূপের শিখা।
শুধু হাসিমুখে চেয়ে থাকো তুমি, আমি শুধু চেয়ে দেখি।
দেবতা আজিকে কাজ ভুলিয়াছে, তুমি কাজ করিবে কি?

না, না, কাজ নয়, কোনো কাজ নয়, কোনো কথা শুনিব না;
শুধু তব কাজ ব'সে ব'সে আজ স্বপনের জাল বোনা।
বাহিরে ঝরিছে ঝরঝর ধারা, বাতাস ফিরিছে গাহি';
কাজ করিবার অবসর আর নিখিলে কোথাও নাহি।
আজি কমলার কল্যাণে বাজে বাগ্বাদিনীর বীণা:
ভীরু আলো কাঁপে মুদিত নয়নে আঁধার-কণ্ঠলীনা:

হেন দিনে আর তুলোনা তোমার কঠোর কাজের বুলি ;
ওগো, দয়া ক'রে ক্ষণেকের তরে সব কিছু যাও ভুলি।
ঘর সংসার, আহার বিহার, আচার বিচার যত
ঘন বর্ষায় যাক্ ভেসে যায় যদি বারেকের মতো।
জড়জীবনের যত জটিলতা,—যত বাধা ছোটো বড়ো—
জন্মের মতো হোক অপগত,—ওগো, তুমি দয়া করো!
ঐ বাতায়নে বোসো আনমনে আলুলিত কুন্তলে,
কুসুম সুরভি ভাসিয়া আসুক বর্ষাশীকর জলে।
বীণাখানি তব বুকে বাজিবে কি গুঞ্জর তানে বালা ?
নিশীথ-নিবিড় আকুল অলকে দুলাবে বকুল মালা ?
নীল নিচোলের আছে প্রয়োজন ? ময়ুরীর কেকারবে ?
কালো নয়নে কি কাজল না দিলে গুরুতর ত্রুটি হবে ?
হয় যদি হোক, আমার এ চোখ কোনো দোষ গুণ ধরি'
বিবাদ বিচার করিবেনা আর কারো সাথে সুন্দরী।
নীপশাখে আজ নাই বা ঝুলিল মিলনের ফুলডোর ?
নাই হ'ল গাওয়া কাজরীর গান অঙ্গনতলে মোর ?
আজি অভিসার দিবসে নিশার ভুলিয়া চন্দ্রতারা,
ঐ দেখ তারে ডুবাল ক্ষমায় আকাশের আঁখিধারা!
আজি ত্রিভুবনে কোনো কিছু নাই ক্ষমা না পাবার মতো ঃ
মোরা পারিবনা ক্ষমা ক'রে নিতে মোদের দীনতা যত ?
প্রকৃতি আজি যে সুরীতি ভুলেছে,—সমালোচনার আঁখি
যেথা যত ছিল—নিজেরে বাঁচাতে সে তাই দিয়েছে ঢাকি'।
নিখিলে কোথাও কোনো কেহ নাই, শুধু তুমি আমি আজ।
যা করিবে তাই মধুর মানিব, যা পরিবে তাই সাজ।

আহা আহা ওকি! কোথা যাও সখি ? ঘরে বুঝি ডাকে কারা ?
বাহিরে কে ডাকে শুনিতে পাওনা ? তাহারে দিবে না সাড়া ?
ভুবনে ভুবনে ধ্বনিছে যে ডাক জলদমন্দ্রে আজি,—

প্রেম যুগে যুগে

যে ডাকে উঠিছে শিরায় শোণিত বীণার মতন বাজি,—
যে ডাকে সহসা উষর ধুষর পুরানো জীবনখানা
নিমেষে ভরিল পুষ্পেপ্রবালে গন্ধে বরণে নানা,—
সেই ডাক তুমি স্বীকার করিতে কেন ভয় পাও অয়ি ?
ভ্রূকুটিতে তব ক্রুটি র'য়ে গেল, জানোতা ছলনাময়ি ?
রাশি রাশি কাজ থাকে থাক আজ, যা বলে বলুক যেবা।
অনেক হয়েছে মানুষেরে বধি' বিধিবিধানের সেবা।
চিরদিবসের যে নারী পুরুষ স্বজনে সমাজে ঢাকা
সংসার-রথচক্র-পেষণে লুটা'ল রক্তমাখা,—
দেবতা মানব সবারে তুষিয়া,—মিটায়ে সবার দাবি
যাহারা কাটা'ল শিষ্টজীবন কা'রা কি ভাবিবে ভাবি,'—
যৌবনে জরা বরি' নিল গুরু-পরিজন মেঘে ঢাকি,'—
আজি ফাল্গুনে পূর্বপবন তাদের ফিরিছে ডাকি'।
আজিকে তাদের ছুটি দিতে হবে,—অবাধ অগাধ ছুটি,
আজ বাধা দিলে সহিবেনা আর, সব বাধা যাবে টুটি'।
কাজের সময় অনেক মিলিবে, জীবন কাটিল কাজে ;
হেন বর্ষণ-বিধুর ফাগুন বাবে বারে আসে না যে।
দয়া করো,—কথা রাখো !
দেবতা আজিকে সদয় হয়েছে, প্রিয়ে, তুমি হবে নাকো ?



বন্দে আলী

তোমার মনের ভেঙেছে ঘুম

মোর জীবনের বিজন গহনে
কে তুমি বাজালে বীণা
'মনে পড়ে মোর কবে শুনেছিনু
সুর যেন তার চিনা ;
ছিনু আনমনে বসি বাতায়নে
তোমারে হেরিনু পথে
গুঞ্জরি গীতি তরুণী পথিক
চলেছো অরুণ রথে।
ভাবি আর চেয়ে দেখি বার বার
কবে যেন তুমি ছিলে আপনার
তোমাতে আমাতে আজিকে হে প্রিয়া
নহে কভু পরিচয়,
কালে আর কালে জনমে জনমে
ছিনু আমি তোমাময়।

তোমার মনের ভাঙিয়াছে ঘুম
মোর মৃদু পরশনে
তাই বুঝি তব বেপথু পরাণ
শিহরায় ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি বাজায়েছ বীণাখানি তব
আমি গাহিয়াছি গান
একদা দু'জনে ছিনু পাশাপাশি
আজি মরু ব্যবধান।

প্রেম যুগে যুগে

তুমি ভুলে গেছ সে দিনের কথা
মোর মনে তাহা আনে আকুলতা
নিরজনে আজ সপ্ত সাগর
বুকে মোর উথলায়,
জীবনের স্রোতে যারা এলো ভাসি
তারা আজি নাহি হায় !

বাতাসে বাতাসে অশেষ হরষ
রঙ লাগিয়াছে নভে
কুসুমে পাতায় জেগেছে কামনা
আজি মধু উৎসবে,
বন-বীথিকার আঙিনা আজিকে
সবুজে গিয়াছে ভরি
আজ তুমি এসো হে প্রিয় বন্ধু
সুর তোলো গুঞ্জরি ।
সেদিন তোমারে যে কথা বলিনি
সেই সুরে তব বাজে কিঙ্কিনী
হেথা দুই জনে বসি মুখোমুখি
চোখে চোখে রবো চেয়ে—
তুমি কাছে এসো আমার মনের
আঙিনার পথ বেয়ে ।



মহীউদ্দীন

পৃথিবীর গান

আশ্বিন এসেছে প্রিয়া…
তুমিতো তো আসনি !
শিশিরের হিম-গন্ধ
আকাশের নীলা !—
প্রভাতের প্রাণভরা কাঁচা রোদ—
হরিতে-লোহিতে-নীলে রোমাঞ্চিত দিন—
কাক-কৃষ্ণ বনচ্ছায়া,
শান্ত তরুশ্রেণী—
তৃণ-ছাওয়া বনতলে শালিখের নাচ !

দূর নভে দীর্ঘচঞ্চু হোয়াকের ঝাঁক—
রক্ত মেঘ,
অস্ত সূর্য,
হল্‌দে ফুল
পীত পৃথ্বী…
নামে শান্তি সন্ধ্যার সান্ত্বনা !…
ঘন-বন-বৃক্ষ চূড়ে বাঁকা চাঁদ
কম্পমান তারার ঝিলিক্ !

এলো তারা—সবি ফিরে এলো…
কৈশোরের স্বপ্ন এলো,
ফুল এলো

পাখী এলো,
সবি এলো···
এলে নাক তুমি !

তুমি শুধু এলেনা জীবনে !
শত শত আয়োজন আনন্দের মাঝে—
গোপনে
দুঃসহ এক জ্বালাময়ী আগুনের মত—
বিরহের দাবানল
জ্বলে মোর মনে।

তুমি তো আসনি প্রিয়া !
এত দুঃখ,
এত ব্যথা
এত যে তপস্যা মোর—
এতো ভালোবাসা।
এত করে দিন রাত্রি
সমস্ত হৃদয় দিয়ে চাওয়া···
ঘুচালনা তোমার বিচ্ছেদ !

জীবনে, কর্মের পথে ··
সংগ্রামের উচু নিচু দুর্গম পাহাড়ে প্রান্তে,
কঙ্করে
কাদায় পাঁকে—
খররৌদ্রে,
অন্ধকারে,

৩৭

প্রেম যুগে যুগে

শিলাবৃষ্টি,
ঝড় ঝঞ্ঝা
দুর্যোগ প্লাবনে
আর
সংঘাত আঘাতে অপমানে,
অবহেলা
লাঞ্ছনায়
অনাদরে অবজ্ঞায়,
বিদ্বেষে হিংসার তাপে—
পুড়ে গেছে মুখখানি··· !
আগুনে গিয়েছে ঝলে—
ছিল মোর যা কিছু জৌলুস !

তবু ভাসে শাদা মেঘ, ··
জ্যোছনার রাত
দূর নদী,
স্তব্ধ দিক,
সিন্ধুর আহ্বান··· !
কোথা যেন আকাশের তটে—
ভেঙে পড়ে পৃথিবীর গান !



সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মহানিশা

মরণ, তো তুমি আসিবেই একদিন,
এসো তবে আজ বেগে।
দশমীর চাঁদ আকাশে তন্দ্রাহীন
ভর করে আছে বীতবর্ষণ মেঘে ;
সুদূরের হাওয়া কোথা নারিকেল বনে
কার আহ্বান নিবিদ ভাষায় ভণে,
রজনীগন্ধা রয়েছে কী প্রয়োজনে,
প্রচুর পরাগে জেগে ;
শুধেছে বিধাতা চির জীবনের ঋণ ;
এসো, হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে ॥

আজি প্রেয়সীর সুরভিনিবিড় কেশে
দেখেছি তোমার ছায়া ;
চিনেছি যে তার অযাচিত আশ্লেষে
কত বিমোহন তব বিরতির মায়া।
এখনো শ্রবণে ধ্বনিতেছে অবিকার
গাঢ় কণ্ঠের নিরুপাধি ঝঙ্কার ;
স্মৃতিসঞ্চিত ঘন চুম্বনে তার
এখনো শিহরে কায়া ;
এখনো জগৎ লুটে মোর পাদদেশে ;
ঘনাও, মরণ, এই বেলা তব ছায়া ॥

প্রেম যুগে যুগে

কি জানি, হয়তো কেবলই স্বপন দেখি,
ফুরাবে সকলই প্রাতে।
প্রগল্‌ভ পণ অনাহত রহিবে কি
প্রতি দিবসের প্রচণ্ড সংঘাতে ?
দেবদুহিতার ধুলামাখা খেলাঘরে
ভাঙা পুত্তলি পড়ে রবো অনাদরে,
তবু লোভী কাল দৈব কোপের ডরে
সবে না আমারে হাতে।
মদির নেশায় ভিক্ষুরে অভিষেকি,
অনুশোচনায় জ্বলিবে না সে কি প্রাতে ?

তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে
আদি ভূতে ফিরে যাওয়া,
শুক্ল শশীর শাশ্বত বিকীরণে
খোলা বাতায়নে সুপ্ত সে-মুখে চাওয়া,
মৃদুল মলয়ে বর তনুখানি ঘিরে
কত্র কামোদে কামনা জানানো ধীরে,
ধূলিরেণু হয়ে ঢেকে সারা পৃথিবীরে,
তারণ চরণ পাওয়া,
ঈর্ষা জাগায়ে পুরুরবাদের মনে
এ মহানিশায় সনাতনে মিশে যাওয়া ॥

দুঃসময়

মোদের সাক্ষাৎ হলো অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,
সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে।—
আধোজাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;

প্রেম যুগে যুগে

বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অম্বরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশ মুকুরে,
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে
ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে ;
আসে নাই সন্ধিলগ্ন, অমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে ॥

জানো না কি, নিঃশঙ্কিনী, যদিও বা সত্য হয় আজ
আমাদের অবোধ স্বপন,
যদিও মার্জনা করে ঈর্ষাপর ক্লীবের সমাজ
যুগলের অমর্ত্য মিলন,
তথাপি নিষ্ফল সবই।—আমাদেরই দুর্মর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত ;
প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ,
অহেতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চনার লাজ
আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন ॥

তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে,
কায়-মনে তোমারেই চাই।
জানি স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে
রাত্রি-দিন মিনতি জানাই।
উন্মথি হৃদয় সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে
অভুঞ্জিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে ;
মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকী আছে, এসো আজ তাতে
আমাদের অমরা সাজাই।

প্রেম যুগে যুগে

অসাধ্যসিদ্ধির যুগ ফিরিবেনা, জানি, এ-সংসারে ;
তবু রুদ্র ভবিষ্যতে চাই ॥

আঁধার ঘনায় চোখে, তুমি ছাড়া কেউ নেই পাশে,
অন্তরীক্ষে জমে বিভীষিকা।
লুব্ধ ভবিতব্যতারে রুদ্ধ করো দৃপ্ত পরিহাসে,
হাতে হাত রাখো, সাহসিকা।
তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি
ফিরাবে, অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি,
মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল দিবে বুঝি মোরে অব্যাহতি,
শাপমুক্ত হবে অহমিকা ;
নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উল্লাসে
আমাদের নব নীহারিকা ॥



বিষ্ণু দে

প্রেমের কবিতা

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিনআলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি।

উপমা তোমার খুঁজি নিকে। আকিতেনে
এলেওনোরে তো সহজিয়া ত্রুবাদুর,
হেলেন-কে চাওয়া উদ্বায়ু ফাঁকি জেনে
দেহ-মনে মন-জীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চগান করিনি, প্রেম তোমার
অলকনন্দা, অনন্তগতি তার।

একাগ্র তাই সত্তা, জীবনতটে
বয়ে' যায় দেখি তোমারই সে মহানদী,
আমার প্রাণের অশ্বত্থে বা বটে
অচেনা পাখির গান শোনা যায় যদি,
গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা—
কিম্বা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা।

নয় খেয়াল

কে জানে এল হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে যবে চরম প্রাণে যুঝি,
দেশ বিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভারতে দোঁহে বিশ্বজনতায়।

হয়তো প্রেমে, হয়তো পথচলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়
শ্রাবণমেঘস্বপ্ন আনো গলায়,
হৃদয় ভরো পথিক মমতায়।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে জানি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা।

নানান্ কাজে তোমার কাটে দিন,
প্রাত্যহিকে আমার তৃষাহীন
জীবন চলে, অবকাশের ক্ষীণ
গলিতে ছড়াও তুমি সোনা।

সোনালী হাসি, সোনালী গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি
মরণজয়ী প্রাণের মমতায়।

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নবসমাজ গড়ার রলরোলে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।

সেখানে নেই বোমাতাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল ॥



সুকুমার সরকার

সে শুধু চাহিয়াছিল

কথা কহে নাই, সে শুধু চাহিয়াছিল
আমার পানে,
তবু সে চাহনি কি গীতি গাহিয়াছিল
কেই বা জানে !
মোর পরশন প্রবাহের হিল্লোল
তনুর তীরে
বরণ করেনি, ফিরে এল কল্লোল
নয়ন-নীরে ;
একি অভিমান একি অনুরাগ নব
মরমে তার
হ'লো না কি তবে হৃদয়ের বৈভব
সরম-পার !
আধাবিকশিত যূথী কি তাহার হিয়া
গোপনে বুঝি
ফুটি ফুটি ক'রে ওঠে না প্রস্ফুটিয়া
মোরেই খুঁজি !
সে কি সোহাগিনী আমার সন্ধ্যারাণী,
প্রাতের আলো,
লুকিয়ে রেখেছে আঁধার আঁচল টানি
ফুটাবে না লো !
সে কি গো ফল্গু মান-বালুকার নিচে
বহিছে মূক,
আপন সোহাগে আপনি উচ্ছ্বসিছে
উথল সুখ !

প্রেম যুগে যুগে

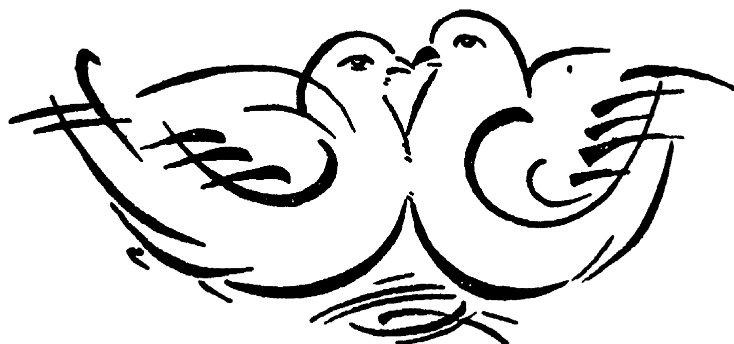
সে কি দখিনের সৌখিন মৃদুবায়
কিছু না দেবে,
আধেক ছোঁয়ার বেদনার মহিমায়
কেবলি নেবে !
সে-কি গো কৃষ্ণতিথি পঞ্চমী-চাঁদ
মদির হেসে
আমারে ধরিতে পাতি বঙ্কিম ফাঁদ্
পালাবে শেষে ?



অজয়কুমার ভট্টাচার্য

এই তো আমার জয়

এই তো আমার জয়
তোমার হাসির অন্তরালে
অশ্রু-ফুটে রয়।
দাওনি তুলে হাতে কিছু
যাবার পথে চাওনি পিছু
আজকে তোমার গাণের বীণা
আমার কথা কয়।
শুক্লারাতির প্রহরগুলি
চাঁদের তরী বেয়ে
নীরবতায় মিলিয়ে তোল
দেখনি হায় চেয়ে।
আনমনা গো খোলনি দ্বার
তাই যে আমি স্বপ্নে তোমার
আজ বিরহের অন্ধকারে
নূতন পরিচয়।



সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রতীক্ষা

তোমাকে পেয়েছি, জানে পূর্ণিমার অনেক আকাশ
অনেক ফুলের গন্ধ। তবু যেন ছিল অবকাশ
তবু থেকে গেছে দূরে কতো কথা, পৃথিবী কঠিন,
তোমাতে আমাতে যারা নিবিড় হয়নি কোনদিন।

তোমাকে পাইনি কাছে মধ্যাহ্নের সূর্যের আকাশে—
প্রখর মাটির রুক্ষ আদিগন্ত দীর্ণ দীর্ঘশ্বাসে—
যে মাটিরে দিতে হবে সবুজের অগাধ আশ্বাস
ফসলের কিশলয়ে জীবনের স্বচ্ছ প্রতিভাস!

স্বেদজল আছে জানি, স্বেদসিক্ত নয় ত ললাট,
মাটির অক্ষরে দেহ করে নাই সৃষ্টিমন্ত্র পাঠ
দিবারাত্র উন্নিদ্র প্রান্তরে। আনত নয়ন আছে,
আসে নাই সে-নয়ন পৃথিবীর হৃদয়ের কাছে।

চেয়ে থাকি কবে কোন্ মুহূর্তের মানচিত্রে আঁকা
আমাদের সেই দিন, মন হতে যুগল বলাকা
উড়ে যাবে অফুরন্ত আকাশ-আশায়, পাবে নীড়
সীমান্ত বিহীন মাটি—দুই দেহ যেখানে নিবিড়॥

মেঘ

মেঘে ছায়াঘন হ'ল আকাশের দিন,
পৃথিবীতে আজ আল হয়েছে কালো :
তোমাদের দেহ-যমুনায় বলো, রাধা,
কাঁদেনা উর্মিমালা ?

বন বুঝি মেঘে গহন হয়েছে আরো,
কার নীল চোখ হারায়েছে নীল বনে !
তোমাদের কতো উর্মিলা জাগে রাত
রাজপালঙ্কে বসে !

একা আরো কতো জেগেছ মেঘের রাত
কোন্ তপোবনে তোমরা, শকুন্তলা,
মালিনীর জলে সেখানে ভাসেনি কেয়া
আসেনি বিজয়ী রাজা !

হিমগিরি হতে মেঘের ধ্বনি কি শোনো ?-
উমা, তোমাদের দেবতা মেলেনি আঁখি !
কতো যুগ গেল যাবে আরো কতো যুগ
কতো মেঘ, কতো ব্যথা !



বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

বরষা কাটিয়া গেল

এক

বরষা কাটিয়া গেল, তবু তুমি এলেনাতো আর
মেঘগুলি ঝরে গেল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়।
জোয়ার নামিয়া গেল বহুদূর নদী মোহানার
ভাটিয়ালি থেমে গেল উদাসীন পূবালিব বায়।

তোমার সোনার ক্ষেতে ফসল কি ফলে নাই কিছু ?
তোমার ধানের শীষে বুলবুলি দেয় নাই শিস্ ?
আমার ফুলের ক্ষেত পড়িয়া রয়েছে সব পিছু
মধুর বদলে বুঝি মৌমাছি আনিয়াছে বিষ !

দেখ না গাঙের চরে উড়িয়াছে পাখীদের ঝাক,
আবার নিবার-কণা কুড়াবার এলো বুঝি দিন ?
চলো না গোধুলি বেলা ঘুরে আসি সেই নদীবাঁক
যেখানে ঝাউয়ের ছায়া বিরহীর মত উদাসীন !

বরষা কাটিয়া গেল, তবু তুমি এলেনাতো আর
শ্রাবণের মেঘগুলি মিছামিছি ঝরিল এবার !

দুই

বরষা কাটিয়া গেল,—মনে আছে দিনগুলি সেই ?
তোমার মাঠের ধারে নেমেছিল নীল মেঘ ভার ?

প্রেম যুগে যুগে

শ্রাবণের ধারা বহি আকাশের কিনারা যে নেই
শুকনো যে নদীগুলি ভরি গেল এপার ওপার !

আঙুরের মত তুমি ফলেছিলে দেহের লতায়
বেদনায় ফেটে পড়া রসভারে অলস বিধুর।
আকাশের ফোটাগুলি ঝরেছিল পাতায় পাতায়
ফুলের শিশির যেন তনু দেহে মধুর মধুর !

আমার গানের পাখী উড়ে গেল কোন্ বরষায়
তোমার সুরের সাথী ছিল নাকি সেই রাত ভোর ?
বাদলের ভরা দিনে ছিলে তুমি কোন্ ভরসায়
তোমার সকল আশা ছিল যেন নেশায় বিভোর !

বরষা কাটিয়া গেল, মনে আছে আরেক আধার
মেঘময় রজনীতে জীবনের নয়া অভিসার ?



নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

মেয়েটি

কালকের আবছায়া রাত্রের আঁধারে জানলার ঠিক নিচে দেখলাম,
ঝোপে ঝাড়ে যেখানটা বেলফুল ফুটেছে মেটে মেটে জ্যোৎস্নার আলোতে—
ঢলঢলে লতা-পাতা লুটোপুটি খাচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া এসে লাগাতে,
আলো আর কালোতে কি কানাকানি চলছে, সেইখানে মেয়ে এক অপরূপ!
চোখে তার চমকায় তারাদের ইসারা, মেঘ ডুরে শাড়ী তার পরনে,
দুই হাতে পরা তার রবারের লাল কলি, চুলে তার বুনো ফুল জড়ানো,
চৈতালী ফসলের পাকা শীষ এক গোছা—তার মাঝে মুখ ঢেকে কাঁদছে,
আবছায়া নিশীথের তারাভরা বিজনে, দেখলাম মেয়ে সেই অপরূপ!

কালকের আবছায়া রাত্রের আঁধারে, শুনলাম মেয়ে সেই অচেনা
আমাকেই ডেকে যেন কেঁদে কেঁদে বলছে, চললাম চললাম ঢের দূর ;
ঐ নীল পাহাড়ের কোলে ঘেঁষে ঝর্ণার ঠিকরিয়ে পড়া জলে ছোট নদী ছুটছে—
যার তীরে পরীরা জাফরানী চুল খুলে আনমনে বাজাচ্ছে এসরাজ,
হালকা পায়ের তলে খেলা করে নীল জল, কালো চোখে তারাফুল ফুটছে,
দিন নেই, রাত নেই, চির হাসি চির আলো—সেই দেশে এতদিন থাকতাম।
কেন তুমি ভালবেসে নিয়ে এলে এখানে, শেষকালে অবহেলা হানতে?
আবছায়া নিশীথের তারাভরা বিজনে, শুনলাম কথা সেই অদ্ভুত।

ভরা এই দিবালোকে বসে বসে ভাবছি, কালকের ব্যাপার কি সব তবে স্বপ্ন?
কার মেয়ে কোত্থেকে এলো এই বাগানে? বললে যা কিছু তার মানে হয়?
ঘুমে ভরা চোখে যাকে দেখলাম কাঁদতে, সত্যিই সে কি তবে কাঁদে নি?
জ্বল জ্বল মুখ তার এখনো যে মনে পড়ে—এখনো যে মনে পড়ে কথা তার!



বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সত্য

দৈবানুগমে আপন খেয়ালে এসেছিলে এই জীবনে।
বনানীদাহের শেষ সমারোহ
মেঘেতে ললাটে ঘনায় বিমোহ
মাটির কালোয় আকাশের নীলে সাজালে নয়ন অঞ্জনে।

কি ক'রে ভুলিব সেই কথা ?
নৈর্ব্যক্তিক জীবন কাব্য সে তো কৃত্রিম বিমুখতা।

মানুষের প্রেম শরীর ঘিরিয়া বাড়ে।
তাই মৌখর হৃদয়তন্ত্র
খোঁজে দেহমন-শিল্পমন্ত্র
পরাহত সুখে আত্মারে নিয়ে বিশ্বের মাঝে ছাড়ে।

তোমার বহ্নি মোর প্রচ্ছায়ে জ্বলে ওঠে নিষ্ঠুর
জানো না কি হায় কোথা ঝরে যায় কবিতার অঙ্কুর !
সেই বীজে যদি নাহি ফোটে শত
তত্ত্বকথার ফুল
রহে শুধু প্রাণ ইতিহাস-গত
হবে কি বিরাট ভুল ?
তপোবনে কভু থাকি নাই তাই জানি না তাহার দান
শুধু শুনিয়াছি সেখানেও ছোটে পঞ্চশরের বাণ।

প্রেম যুগে যুগে

প্রকাশ-বিপাকে দ্বন্দ্ব জাগেনি মনে।
আকৃতি-সীমার অতিক্রান্ত রূপ নিরূপিত বন্ধনে
আকুল করেনি। প্রসঙ্গ-চেয়ে পদ্ধতি নয় দামী।
তাই মিলনের ও প্রতিষেধের
ঘন অরণ্যে স্মৃতি-স্বপ্নের
ঝরা পল্লব খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কুড়ায়ে রেখেছি আমি।

মৃত্তিকারোহী লতাপ্রতানের মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ
স্পর্শধন্য দগ্ধতরুর সুচিকণ অভিমান।



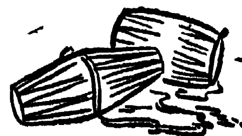
অশোকবিজয় রাহা

বিস্মরণ

সারা বিকাল আমি কেবল দেখ্‌ছি চেয়ে
ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছ জান্‌লা ধ'রে,
পিঠে তোমার ঝর্‌ছে কালো চুলের ধারা,
চোখে তোমার সাঁঝের আলোব ঝর্‌না নামে

কোথায় তুমি হারিয়ে গেছ অনেক দূরে,
অনেক দূরে হারিয়ে গেছ আকাশ হ'য়ে,
তোমার মুখে হঠাৎ যেন দেখ্‌ছি চেয়ে
দূর-প্রবাসের চিল্কা-হ্রদের সন্ধ্যাখানি।

আকাশ-পাবে হাঁসের পাঁতির উড়াল্‌ ডানা
হঠাৎ-ছেঁড়া মালার মতো স্তব্ধ আঁকা,
তা'রি তলায় সিঁদুর-মাখা সন্ধ্যা নামে,
চিল্কা-হ্রদেব নীল জলে লাল আবির ঝরে।



জগদীশ ভট্টাচার্য

তুমি ভালবাসো নীল

তুমি ভালবাসো নীল, ভালবাসো প্রিয়ার মতন ;
গোলাপী-কোমল তনু ঘেরি' তুমি পর নীল শাড়ি,
অপরাজিতার মত সুমসৃণ সুনীলিমা তারি,—
সে নীলের স্নিগ্ধকান্তি কলাপীর কামনার ধন।

কাজল কালির মত নীল রাত্রি ভালবাসো তুমি,
ভালবাসো আকাশের সীমাহীন প্রশান্ত নীলিমা,
ভালবাসো সমুদ্রের সুবিশাল ঘন-শ্যামলিমা,
ভালবাসো অরণ্যের ছায়াঘন নীল বনভূমি।

আমিও তোমারি মত সব চেয়ে নীল ভালবাসি,
যে নীল তোমার তনু জড়ায়েছে স্নেহ-আলিঙ্গনে,
যে নীল নয়ন-কোণে কাঁপিতেছে প্রণয়-অঞ্জনে,
যে নীল কিশোরী-মনে লক্ষ রূপে উঠিছে উদ্ভাসি'।

আমি কেন পাই নাই আকাশে নীলিমার কণা ?
সুনীল সাগরে কেন হই নাই সলিল-কুমার ?
বনরাজি কেন হায় হ'ল না কো নিলয় আমার ?
রজনীর কাজলিমা কেন মোরে ঘিরে রহিল না ?

তুমি যদি ভালবাসো আকাশের সাগরের নীল
কেন তার এক কণা মোর মাঝে দিল না নিখিল ?

• • •

জ্যোতির্ময়ী রায় চৌধুরী

আহত গোলাপ

বৃন্তহীন গোলাপের শুনেছ ক্রন্দন ?
নিঃশব্দ ক্রন্দন !
সে রোদনে প্রভাতের আয়ু টুটে যায়
দ্বিপ্রহর ঢলে পড়ে বঙ্কিল সন্ধ্যায় ।
তারাগুলি নিশাচর
কী অদ্ভুত বাত্রির সাগর !

মৃত্যুর স্পন্দনে
নির্যাতিত কুসুমের আস্রাব নির্যাস
আসে ভেসে··· ··
কোথা যেন রাখি' দীর্ঘশ্বাস
গোলাপের দিন
শুধিলো দিনেব ঋণ,
হায় বৃন্তহীন !
শুনেছ ক্রন্দন তার ?
মস্থিত অমৃত সেই নিঃশব্দ ব্যথার ।



দিনেশ দাস

সে

আমার চেতনা হ'তে সে কবে মুছিয়া গেছে স্বপ্নের মতন
বিস্মৃতির মোহানাতে সমুদ্র-মাছের মত
নেমে গেছি যেন কোন্ শঙ্খের গুহায় :
এখানে আমার ডানা
জড়ায়ে যায় না আর রঙিন সূতোয়
এখানে আমার দেহে
ছোঁবে নাকো কোন দিন পৃথিবীর গন্ধ আর রঙ
সে-পৃথিবী কবে যেন শেষ হ'য়ে গেছে !

অনেক বছর
অনেক অনেক রাতে বাতাসেতে বুলায় আঙুল
কতবার কার নাম লিখিলাম আমি,
কোন দিন জানিবে কি কেউ ?
কত না কান্নার ফোঁটা
রাতের শিশির-ভেজা তারার মতন
একে একে ঝ'রে গেল কবে—
কোন দিন জানিবে কি কেউ ?

আমার কবিতাগুলি দোলে নাকো কেন আর
ঝড়ের মতই কালো কার এলো চুলের হাওয়ায় ?

প্রেম যুগে যুগে

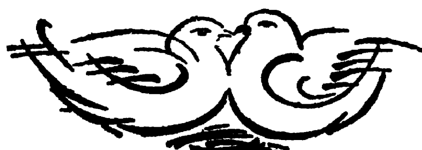
আমার কবিতাগুলি জ্বলে নাকো কেন আর
কুমারী-ঠোঁটের সেই গোলাপী আগুনে ?
তোমরা তো বুঝিবে না—জানিবে না কেউ
আমার জীবন হ'তে সে আজ মুছিয়া গেছে
যার দেহে রাখিলাম টুকে
আমার অলেখা যত কবিতার কুচো—
এ কথা তো জানিবে না—জানিবে না কেউ

সবুজ দ্বীপ

দূরের ওই সবুজ দ্বীপটি
যেন ফিকে কাঁচপোকার টিপ্
কার মসৃণ ললাটে !
যেন ঝল্‌মলিয়ে ওঠে
রাতের তারার মত সবুজ দুরন্তপনায়
কী সুন্দর ওই ছোট্ট সবুজ দ্বীপটি !

সাবানের ফেনার মত ছোটবড় ঢেউগুলি
হাজার হাজার ভঙ্গীতে
ভেঙে পড়ে ওর নিটোল দেহে
কী মধুর ওই ফেনার পালক-মোড়া সবুজ দ্বীপটি !

আমি যদি ওই ঢেউয়ের মতই
চুপে চুপে ভেঙে যেতাম অস্ফুট গুঞ্জনে
সারাদিন—সারারাত
আর তুমি যদি ওই নির্জন সবুজ দ্বীপ হ'তে !



সুভো ঠাকুর

নারী

নারী তো মানবী নয়,
বিষের আঙুর—
তারি মদ হতে উহারা জন্ম লয় ,
নয়নে চাহিলে ব্যথার বেহাগ
বুকেতে বাজিয়া ওঠে,
হোক না সে ব্যথা, সে কি নয় বিষ
হুল হয়ে যাহা ফোটে ।
দেহ তার মিছে,
দেহের পেয়ালা মবণের মদ ভরা,
যৌবন তলে জীবন জ্বালানো আগুন ঝরণা ঝরা ।
তবু সেই মধু আকণ্ঠ ভ'রে
চুমুর চুমুক দিই,
চির জীবনের বাহুবন্ধনে
নিবিড় নিংড়ে নিই ।



আশু চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়,
মনে হয়
মুঠোয় ধরিতে পারি আকাশের সব তারাগুলো,
সমস্ত আঁধার যেন তোমার সুগন্ধ ওই এলো খোঁপাখানি
আমার আঙুল যেন খেলা করে তার মাঝে মুহূর্তের কাঁটাগুলো নিয়ে।

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়,
মনে হয়
চোখের তারার তব তার চেয়ে অনেক বিস্তৃতি ;
তোমার এ চেয়ে-থাকা সময়ের সীমান্ত উত্তরি
কাঁপিবে আমার চক্ষে শত জন্ম-জন্মান্তর দ্যুতিমান অসহ পুলকে।
তোমার চকিত স্পর্শ ওই দেখ কাঁপিছে আকাশে
শত শত নক্ষত্রের আলোয় আলোয় আলিঙ্গনে
নিভৃত ইঙ্গিতময়।

যদি নিচু হয়ে
দিই তব দুটি ঠোঁটে আগুনের রোমাঞ্চ বুলায়ে
অমনি চঞ্চল হবে তরুশিরে রাত্রির বাতাস,
তপ্ত স্বাদে শিহরিবে ঘুমন্ত প্রিয়ের পার্শ্বে নিদ্রাহারা সহস্র রমণী
সঞ্চারিত মিলন-রভসে।

প্রেম যুগে যুগে

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়,
মনে হয়
তোমার দেহের মাঝে তার চেয়ে রহস্য অনেক !
অচুম্বিত ক্ষণগুলি তৃষাতুর চাহে ওষ্ঠ পানে,
আলিঙ্গন-ঔৎসুক্যের প্রেতমূর্তি ঘুরে মরে কুণ্ঠাদীন না-বলা কথায়
রাত্রি খুব ছোট মনে হয়।



জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

রথযাত্রা

তুমি যেন কোন রথের মেলার মুখ
এলোমেলো ঘোরো নাগর দোলার সাথে,
কাঠের পুতুল—ওঠাপড়াহীন বুক,
মেডুসা-কঠিন দৃষ্টির শাপ হাতে।
ঘুরে ফিরে তাই ভুলে যাই কেন খুঁজি,
অভিধান খুঁড়ি, খনি বুঝি আছে নিচে।
এতো শালীনতা, এতো বয়সের পুঁজি,
শুধু পাড়া ঘোরা—সব হল বুঝি মিছে।
মুখোস ছাড়ি না, তবু মুখে বলি আহা,
রসবোধ আছে তাই মানুষেরা বাঁচে।
নইলেত শুধু আত্মশাসনে ঠাসা
মন থাকে ঘেরা ক্ষণ ভঙ্গুর কাঁচে।
কোন দিন, জানি, আত্মপ্রসাদ ভেঙে
চুর্‌মার্‌ হবে মানুষের গায়ে লেগে।
ধ্বংস-ধূসর অবশেষ যাবে রেঙে
লেন্‌-এভেনিউ-পার্ক মন্থন বেগে।
তবু সেই মুখ, ক্লান্ত দিনের পারে
পিছু পিছু কালো রাত্রির মত আসে,
প্রলাপ-প্রখর শাণিত মনের ধারে
এলোমেলো ভিড় মেলা ভাঙবার পাশে।

তাই মনে বলি, হায় ঝরে যাওয়া পাতা
আমিও তোমারই দলে আছি, জান না তা !
জনারণ্যের সহর বালুকাপাতা
তার নিচে দেখি শিকড় গিয়েছে মবে ।
অর্কিড-হাতে নীল ফুল মাথা নাড়ে,
জানালার ফুল মাটিব অভাবে বাড়ে,
স্নিগ্ধ হাতের সৌখিন স্নেহ কাড়ে ;
হাওয়ার পৃথিবী হাওয়াতেই যায় ঝবে



হরপ্রসাদ মিত্র

প্রেম

দেখিলাম বহুদূর পাহাড়ের নিচে
কি নিথর বনছায়া কাঁপে !
দুপুর তো যায়…
কে ঘুমায় ?
—মণিমালা রায় ।

কে বা জানে এলো কোথা স্মরণীয় ঝড়,
দেহ কার কামনায় কাঁপে থরোথর !

দিন হলো রমণীয়, আকাশ কী নীল !
হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে, মনে মনে মিল ।

দেখিলাম কাঁপে ছায়া পাহাড়ের নিচে

*   *   *

তির্যক নামে রোদ রাজপথে—পিচে ।



সমর সেন

স্মৃতি

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম,
পার হ'য়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে ;
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হ'য়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

মদন ভস্মের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মত ;
রাত্রে ধূসর প্রেম ; কুসুমের কারাগার।
কত দিন, কত মন্থর, দীর্ঘ দিন,
কত গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মহাশ্বেতা

তোমায় দেখিনি আমি স্বয়ম্বরা সূর্যসভাতলে
অথবা কিংশুক হাসি দ্বাপরের মর্ম-তপোবন
আত্মায় জ্বালেনি দীপ সলজ্জ শিখায়
ঋজু-দেহ কাঁপেনি পুলকে
রোমাঞ্চিত ঐক্যতানে জাগেনিকো পৌরাণিক প্রেম
কাল্পনিক কবিতায় অত্যুক্তির মতো।

তবু তুমি অপরূপ আশ্চর্য সুন্দরী
সম্ভ্রমে অপরাজিতা নির্ভিক উজ্জ্বল,
তবু তুমি বিরহিণী ক্ষণদীপ্ত প্রথম দর্শনে
নিমেষে সমস্ত প্রাণে আধিপত্য করেছ আমার।
অথচ তুমি তো প্রিয়া নও
নও তুমি প্রিয়তমা সর্বস্বান্ত করোনি নিজেরে
গতানুগতিক ত্যাগে আত্ম-সমর্পণে
তুমি তাই সার্থক-স্মরণ!

মনে পড়ে একদিন মানসিক ঝড়ের রাত্রিতে
তুমি এলে মেঘকন্যা হে বিদ্যুল্লতা,
চিরায়ুর মরীচিকা মায়াবিনী সোণালী ঝলকে;
সেদিন এ বাসনার গভীর পাতালে
কেঁপে কেঁপে উঠেছিল প্রেমপদ্মে অদৃশ্য মৃণাল
শীর্ষে তার সপ্তপর্ণ রামধনু বহু বর্ণালোকে
আত্মার বীণায় যেন তুলেছিল অতনু ঝঙ্কার!

নিমিষে লুকালে তুমি রিক্ত বাহু আঁধারে দুর্বল
প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ বাসনার রোমাঞ্চ-বিলাস
মূর্ছিত আঁধারে কাঁপে বিদ্যুৎ বিকাশ
তুমি নেই, কোথা তুমি ? কোথা তব সুরভি নিঃশ্বাস ?
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি·বিজয়িনী তব আবির্ভাব
সংযত মর্মর মূর্তি, কী নির্মম অজেয় প্রভাব
অপার কবিত্বলোকে অয়ি মহাশ্বেতা !
জীবন-শর্বরী জুড়ে বিকাশ তোমার
অলব্ধ প্রেমের বাষ্পে বিরহের মেঘে।

তুমি নও জনতার জনগণ-মনের নায়িকা
নও তুমি সম্রাট নন্দিনী
অহঙ্কারে রূপে গর্বে জীবন্ত লালসা।
বুদ্ধিদীপ্ত রূপে তুমি চির-অনিন্দিতা
সাবলীল লীলালাস্যে চঞ্চল বিহ্বল
শ্যামল যৌবনশিখা তব,
তারুণ্যে শ্যামায়মান হে মোর শ্যামলী।
তাই তুমি তৃপ্ত তবু সর্বস্বান্ত করোনি নিজেরে
হে কবিতা বিদ্যুৎরূপিণী।

এ জীবন-অরণ্যের ঘন পল্লবিত শাখে শাখে
অন্ধকারে অনাদৃতা কুসুমিতা বল্লরী-বিতানে
হে আমার ক্ষণস্নিগ্ধ প্রাণ-পদ্মে সুরভি-সঞ্চার
তুমি মোর মহাশ্বেতা স্বর্ণ-পদ্মাসনা
নিভৃত বাসরকক্ষে হে বরবর্ণিনী।
সমস্ত চিন্তার বোঝা শূণ্য ক'রে দিয়ে
লঘু মন ভেসে যায় দুরাশার ঝড়ে

প্রেম যুগে যুগে

বেদনায় মেঘে মেঘে অতৃপ্তির দুঃসহ আঘাতে
বার বার জ্বলে ওঠো বিদ্যুৎরূপিণী
বার বার জ্বলে ওঠো এ যৌবন জলদ-পঞ্জরে
অলব্ধ প্রেমের ক্ষিপ্রশিখা
অকস্মাৎ এ জীবনে আধিপত্য করেছ যেমন।

তাইতো তোমার দেওয়া শাস্তি সকরুণ
অগ্নিগর্ভ মেঘে মেঘে ভারাক্রান্ত করেছে আমায়!
তুমি নও প্রিয়তমা
গতানুগতিক ত্যাগে আত্ম-সমর্পণে
সর্বস্বান্ত করোনি নিজেরে।
তুমি মোর স্বর্ণদীপ্তি জীবনের মেঘে
হে কবিতা, সার্থক-স্মরণ!

শাশ্বতী

এসেছে অনেক ঝড়, বহু যুদ্ধ, প্রলয় প্লাবন,
উন্মত্ত বরাহদন্তে ভীমকায় নৃসিংহ নখরে
বিজয়ীর অশ্বক্ষুরে যান্ত্রিক আঘাতে
শতদীর্ণ হয়েছে পৃথিবী
বিধ্বস্ত বিকৃত অসহায়!

মিশে গেছে রোমাঞ্চিত নিরালম্ব মহাকাশ পথে
দীর্ঘ নিঃশ্বসিত হাহাকার
প্রাচীন পুরাণ প্রাজ্ঞে অজোঽনিত্য শাশ্বত-আত্মার;
আজো তবু মরেনি পৃথিবী
তুমি আমি সমুদ্র আকাশ
বেঁচে আছি শত কোটি অর্বুদ বৎসর।

প্রেম যুগে যুগে

বহুবর্ণে ফুল ফোটে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
অরণ্যে বিহঙ্গগীতি, জনারণ্যে মানবিক ভাষা
ভেসে উঠে স্বপ্নময় প্রবালের দ্বীপ
প্রেমের হিরণ্যদ্যুতিময়
যৌবন-সমুদ্র বুকে।
পৃথিবী স্বপন দেখে সংখ্যাহীন তুমি আর আমি
পান করি অধরে অধরে
তৃপ্তিহীন কামতপ্ত সোমসুধারস
উন্মাদ রোমাঞ্চকর মদস্রাবী গাঢ় আলিঙ্গনে।
ভেসে যায় অযুত সভ্যতা
ভেসে যায় মুক্তিদাতা পৌরানিক লক্ষ অবতার ;
যতক্ষণ মৃত্যু নাহি আসে
নাহি আসে জন্মদিন অনাগত অপুষ্ট আত্মার
অন্তহীন অভিসারে আমরাও ভেসে চলে যাই
তুমি আমি,—মানব মানবী,
ক্ষুধা-খাদ্য, বহ্নি-বায়ু, শ্মশান-সংসার।

এসেছে অনেকবার ঝঞ্ঝাময়ী বিপ্লব-রজনী
অতিকায় সরীসৃপ বুদ্ধ খ্রীষ্ট তৈমুর চেঙ্গিস
বলিষ্ঠের দুর্বলের ক্ষণিকের স্থায়িত্বের মোহ
দিয়ে গেছে তোমায় আমায়
কালের ঘটিকাযন্ত্রে উৎসবের অনন্ত প্রহর।

মদোন্মত্ত মিথুনের শ্বাপদ-নিশ্বাস
স্তম্ভিত করেছে বিধাতারে,
নিষ্ঠা তাই অর্থহীন

প্রেম যুগে যুগে

অর্থহীন মহাশূন্যে আত্ম-সমর্পণ
শিলীভূত সনাতন অজ্ঞতার অজৈব বিধাতা।
একমাত্র সত্য শুধু তুমি আর আমি,
তুমি প্রিয়ে বহ্নিকুণ্ড জ্বলন্ত ক্ষুধার,
আমি মৃত্যু, দ্রুতগতি ভীমপক্ষ বিহঙ্গ দুর্বার।
তিন কেন্দ্রে—তুমি, আমি, সচলা পৃথিবী,
অবাধ্য কালের পায়ে পরায়েছি অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল,
তাই ফোটে ফুলদল তাই ওঠে তারা,
নামে ঘুম আদিত্যের চোখে,
ধন্য হয় বসুন্ধরা ঐশ্বর্যশালিনী
ধন্য হয় বহুজনসুখায় জীবন।
হে প্রিয়ে তোমার—
প্রাণশক্তি উদ্বোধক অনাদি প্রেমের সিংহদ্বারে
আমাদের কামনার সূর্য দেখা দেয়
জীবন্ত বহ্নির পিণ্ড ভবিষ্যের নিয়ন্তা দুর্জয়,
উপেক্ষিয়া ঝড় বৃষ্টি প্রলয়ের ভ্রূকুটি বিলাস।



অরুণ মিত্র

উত্তর মেঘ

ছোট ঘর ঘিরে মেঘাড়ম্বর নিরন্তর।
রূপকথা হবে জীবন্ত, এই আশা তোমার।
ভাঙা পালংকে সোনার কাঠির মৃদু পরশ
অঝোর শ্রাবণে লাগে যদি আহা লাগেই আজ !

দুয়ার দিলাম সন্তর্পণে : চতুর্দিক
কাছাকাছি আসে, গাঢ় হ'তে চায় বিনা কথায় ;
আর দেখি হায় তোমার নয়নে দিবাস্বপন।
মুখ গুঁজে থেকে প্রতীক্ষা করে কক্ষকোণ।

মেঘ-পর্বত বাহিরে তুলেছে শ্যাম শিখর।
জানালায় চেয়ে ছাখো অলকার গৃহ অলীক ;
মৌশুমী বায়ু কখনো পাগল, দূরাগতের
হাহাকার বেঁধে ভিতরের ছাদে বারংবার।

ঘোর ভ্রূ-ভঙ্গ তোমার, বিষয় দুঃসহণ ;
ছোট্ট একটি বাতায়ন আনে শত বেতাল।
ভুজ-বল্লরী বাড়ালে, বন্ধ কর কি তাও ?
তবে নিশ্বাস নেবার কি হবে, কোন উপায় ?



বীরেন্দ্র মল্লিক

পরী

আমার ঘরের পাশে আনাগোনা শুরু করিয়াছে
মুক্তার-ঝালর-পরা চাঁদের-কুম্‌কুম্‌-মাখা কোনো এক পরী।
সমুদ্র-তরংগ-ভাঙা ডানা তার ;
ডানা তার মেঘের দিনের মতো সফেন সুনীল ;
রক্ত-পলাশের চেয়ে আরো গাঢ় লাল, আরো রক্তাতুর ;
ডানার পালকগুলো খাঁজে খাঁজে জোড়া আছে তার
মাছের আঁশের মতো।
চোখে তার ওড়্‌না আঁকা অতীত যুগের যতো বিনিদ্র আথর ;
স্তূপের দেহের ফাঁকে কিংবা কোনো মিনারের গায়ে তারা
আঁকা হয়ে ছিলো ;
অথবা কোন সে নদী গোদাবরী অথবা নর্মদা
শুকিয়ে শুকিয়ে গিয়ে আজ যারা মানুষের হাড় হয়ে আছে
তাদের তীরের কোলে বালিয়ারি পাড়ে
মুহূর্তের তরে তারা লেখা হয়ে ছিলো
নুয়ে-পড়া কোনো এক প্রেয়সীর আঙুলের নখের ডগায়।
সমস্ত শরীরে তার মাখানো আঠার মতো চট্‌চটে অজস্র কামনা
অজস্র রেখার বাঁকে বাঁকে—যেনো এক শিকারীর
পাখী ধরা জালে
আটক পড়েছে এরা ;—এই সব ছোটো ছোটো
উজ্জ্বল অলস্ত যতো পাখী

কামনার ; যারা আজ চায় ছাড়া পেতে :
যারা আজ উড়ে যেতে চায়
বন্ধ্যা এই বন্ধনেরে ছিঁড়ে খুঁড়ে
দীপ্ত এক সূর্য-ছোঁয়া দিগন্তের পারে।
ঘুমন্ত মাথার কাছে শুনি আমি শুয়ে শুয়ে
তাদের ডানার ঝটাপটি ;
দেখি আমি শুয়ে শুয়ে চোখে তার অতীতের বিনিদ্র আখর ;
দেখি আমি সমুদ্র-তরংগ-ভাঙা ডানা তার ; দেখি সব।
কিন্তু হাত মেলি নাকো কভু। তবুও সে আনাগোনা করে
উড়ে উড়ে খুব কাছে কাছে ;
আমারি হাতের কাছে ধরা দেবে বলে ;
ধরা দিয়ে ছেড়ে দেবে বন্দী যতো কামনার পাখীর ডানায়,
সমস্ত সন্ধ্যার তীর ভেঙে দিয়ে মুছে দিয়ে
দিগ্বলয় ঢেকে দেবে যারা।



অমল দত্ত

তুমি

কোনোদিন হৃদয়ের মৌসুমী বায়ু
বর্ণে বর্ণে মেঘে মেঘে ঝড় সৃষ্টি করে—
তোমারে চিনিতে শুধু চিনিলাম ঝড়ে।
তারপর শ স্তক্ষণে কোথা পরিচয়—
তোমার উর্বরা ভূমি পরিপূর্ণ রয়
সোনালী সবুজ শস্য স্তরে!

তবু যদি আরবার ফিরে আসি,
একান্ত প্রত্যাশী,
প্রবল বন্যার মতো আবেগের ফেনিল উল্লাসে—
তোমারে খুঁজেছি খালি আমার উচ্ছ্বাসে।
প্লাবনের কলস্রোতে ভাঙিয়াছি নিজে,
তুমি যা সয়েছো সে তো ধরিয়াছো বীজে,
প্রাণের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে বেঁধেছো সহজে
দূরতম ব্যবধান ক্ষীণ কটিবাসে।

অসহ বিরহ লাগে ভাঁটির নিঃসাড়ে—এই সাড়া, এই বোধ
মৃত্যুর মতন :
তোমারে বাসিতে ভালো—চুমেছি মরণ!

প্রেম যুগে যুগে

চেয়েছি তোমার চোখে অরোরার আলো,
তোমার চুলের রাশি ঈগলের ছায়া লয়ে আসে,
তোমার ঠোঁটের কোণে রহস্য ঘনালো—
আমার হৃদয় তাই ভয়ে মরে ত্রাসে,
কোন সত্য লুকানো গোপন !

সত্যের আড়ালে থেকে অটুট আসনে,
সময়, পরিধি আর স্থিতির সীমানা হয়ে পার—
ধরা দিয়ে আছো কোন মুহূর্তের মনে ?

হায় প্রিয়া,
জেনো এই মৃত্যু-অহংকার :
আমার জীবন দিয়ে তোমার সত্তার !



গোবিন্দ চক্রবর্তী

জ্বর

এ মুহূর্তে কাছে এসো—হৃদয়ের পাশে বসো—নিস্তব্ধ নিথর ঃ
ছোটো ঘরে বন্দী করো অসীম প্রান্তর ;
বড় জ্বর—
ক্লান্ত দেহ, ক্লান্ত প্রাণ, ম্রিয়মান অফুরান, রুগ্ন ম্লান পড়ে আছি একা বিছানায়-
দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন অশান্ত বিরামহীন
ঝরোঝর ঝরোঝর অঝোর ধারায়
সে কোন কান্নার তীর্থে চলেছে নিঃসংগ মৌন আকাশ-ভূবন ;
পড়ে আছি—বড় শূন্য মন।

বড় শূন্য এ জীবন—
আজিকার এ লগন
শূন্যে শূন্যে মহাশূন্যে ব্যথা দিয়ে বাঁধে সেতু দূর-দূরান্তর ঃ
এখন নিকটতম মরু-মেরু দক্ষিণ ও উত্তর ;
যেখানে যেটুকু শূন্য সব এসে ভীড় করে চোখের পাতায়—
আজ শুধু তুমি এসো—দু'দণ্ড নিকটে বসো—
দয়া করো, দয়া করো জ্বরের সন্ধ্যায়।

জ্বরের সন্ধ্যায় আজ, জলের সন্ধ্যায় আজ বড় অন্ধকার।
রাত্রি-দিন নীল নির্বিকার,
বাতাসের অন্তহীন রোল—

প্রেম যুগে যুগে

সযত্ন আঙুলে ধরে মৃত্যুর মতন করে এঁকে দাও ঘুমের কাজল,
একটি চুম্বন দাও নিবিড়, নিটোল
জ্বরতপ্ত এ ললাটে।
জীবনের ভাঙা হাটে—
ঘাটে-ঘাটে, মাঠে-মাঠে, বাটে-বাটে আর
তুফান তুমুল হোক অশ্রুশ্লোক রাত্রিলোক : এ ভরা আষাঢ়।

অনাদি রাত্রির আগে ভুলে-যাওয়া কোন এক কোটিবর্ষ যুগে
কোনোদিন মেঘ-লীন এমনি বর্ষায় :
দেখা হয়েছিলো বুঝি তোমায়-আমায়!
তোমার চুলের স্রোতে তারপরে বয়ে গেছে কত দীর্ঘকাল—
দেখেছি কালের রূপ বীভৎস, ভয়াল :
ধরিত্রীর বুক ফুঁড়ে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস :
শান্তির সনদ নিয়ে স্বাক্ষর-বিলাস :
বোমা-চষা ধানক্ষেত, মৃত্যুক্ষরা নীলাকাশ—ঈগল, শ্যেনের ডানা—চক্রব্যূহজাল :
বারবার অবরোধ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ : পথে পথে স্তূপীকৃত করোটি-কংকাল
শুধু রুজি, রোজ আর প্রাণধারণের
করেছি লড়াই—
ভেবেছি, ভেবেছি মনে—এ জীবনে কোনো ক্ষণে আর কিছু নাই।

'কিছু নাই'—দু'টি কথা—কেঁপে কেঁপে ওঠে আজ অশ্রুর দোলায় :
'কিছু নাই'—মিছে কথা—বুঝি আজ কেঁপে উঠে তীব্র শূন্যতায় :
আছে প্রাণ, আছে প্রেম, আশ্চর্য দিগন্ত এক
বর্ণচ্ছটাময়—

প্রেম যুগে যুগে

কেবল বিরোধ আর কেবল বিপ্লব আর লড়ায়ের মৃত্যুশিস
—নয়, সব নয় !

বিপ্লবের জয় হোক, বিপ্লব সুদীর্ঘ হোক—
তবুও হৃদয়লোক
তুমি ছাড়া অন্ধকার, বড় অর্থহীন।
শুধু এ আষাঢ় নয়—আষাঢ়ের দীর্ঘ রাত্রি বিকীর্ণ মলিন
এ নিখিল বসুন্ধরাভোর :
তুমি এসো, তুমি এসো—নদী হয়ে বুকে মেশো—একা আমি উষর সাগর



করুণাময় বসু

সেই মুখ হ'লনা বদল

আবার দেখিনু তারে আজিকার করুণ প্রদোষে
মুদে আসা দিবসের ঝিলিমিলি সূর্যাস্ত ছায়ায়
সে দিঘীর প্রান্ততটে ; মুখখানি কিশোর কোমল
মধুর লাবণ্য ভরা, মুখে যেন লেগে আছে আজো
করুণ বর্ষণে ফোটা ছোট ছোট যুঁই ফুল গুলি,
সজল মাটির দাগ। মনে পড়ে সেই নীল মেঘ,
সোনালী চাঁপার গন্ধ ; পথে ওড়ে জীবনের ধূলি,
কখন মুছিয়া যায় শ্রাবণের ম্লান গোধূলিতে
চোখের অঞ্জন ছায়া। সব গেছে, স্মৃতি গেছে মুছে,
তবু ভাবি কাঁচা কাঁচা মুখখানি আজো আছে বেঁচে ;
ভাবি, যদি সব গেল, ওই মুখ হ'লনা বদল !
ওই মুখে লেগে আছে কৈশোরের সেই দিনগুলি,
মদির বসন্ত সন্ধ্যা, আকাশের বৃহৎ বিস্তার ;
অপার নিঃশব্দ স্রোতে ছায়া পড়ে তারা-পরীদের,
তুমি আমি ভেসে যাই সঙ্গীহীন প্রদীপের মতো।
মনে পড়ে রূপকথা, দিদিমার করুণ গুঞ্জন,
তুমি আমি পাশাপাশি, উঠানেতে আলোছায়া খেলা ;
পারুল মালঞ্চতলে গন্ধভরা বায়ুর উচ্ছ্বাস।
ওই চোখে যেন মিশে আছে
তারা ভরা গোধূলি-আকাশ, নির্জন নদীর চর ;
ওই ঠোঁঠে লেগে আছে স্মৃতির সমুদ্রগামী ভাষা,
ঢেউ লাগা অরণ্যের মর্মরিত তরঙ্গ গুঞ্জন।

প্রেম যুগে যুগে

কতো কথা মনে আসে, মনে আসে কাঁচা সোনা রোদ,
দুপুরের আমবনে ছায়াপূর্ণ আশ্চর্য স্তব্ধতা ;
সোনালী শস্যের ক্ষেত, জেগে ওঠা সবুজ কুসুম
মাঠের ঘাসের শীষে ; মু'ছে-যাওয়া সেই ছবিগুলি
আবার উজ্জ্বল হ'ল আকাশের করুণ আলোয়
ওই মেয়েটির মুখে।

এখনি আসিবে নীলছায়া,
মেয়েটি হয় তো যাবে গ্রামান্তের সরু পথ ধরে
সজল চরণ চিহ্ন এঁকে এঁকে পথের ধূলায়
দূর বনান্তের বাঁকে ; আবার আসিতে পারে ফিরে,
কহিবে করুণ স্নিগ্ধ স্বরে : ভালো ছিলে এতদিন,
মনে মনে কতো কথা গুছায়ে রেখেছি এতকাল,
হেসে হেসে বলিব উহারে, চাঁদের জোয়ার বেয়ে
দুজনে এসেছি ভেসে, আবার ভাঁটায় গেছি ফিরে
জীবনের দুই পারে। সে কথা হ'লনা বুঝি বলা,
মেয়েটি ফিরিয়া যায় ধূসরিত অরণ্য ছায়ায়
অদৃশ্য পথের প্রান্তে : শুধু ভাবি যদি সব গেল,
নির্মম গভীর স্রোতে ভেঙে গেল মর্মান্ত-জীবন,
কৈশোরের স্মৃতি আর সেই মুখ হ'লনা বদল।



কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাজার

ফুটপাথে থেমে আমি একমনে খুঁজি ফাঁকা ট্রাম
হকারের হাঁক শুনি : তাজা খবর, অসংখ্য গ্রাম
পুড়ে পুড়ে ছাই হোলো। এক আনা দাম ! — তারপর
হেমন্তের সন্ধ্যা দেখি, আকাশের প্রশান্ত প্রহর।
এ-সৌন্দর্য সত্যি নাকি ? কেনই বা সত্যি এটা নয় ?
পকেটের পোড়া বিড়ি, নীল সন্ধ্যা : অপূর্ব বিস্ময়।
আপেলেতে মাছি বসে, চুলের জরির সাদা ফিতে
মারাঠী মেয়েটি থামে, নিচু হয় সেটা তুলে নিতে।
উঁচু বাড়িটার পানে ক্ষণিকের এই নীল মায়া।
ধোঁয়াটে গ্রামের পাশে মরা মুখ আর আবছায়া।

পা যে চায়না চলতে, কাকে খুঁজি, পাই কি না পাই।
বাজারের জনতায় আবার হারিয়ে বুঝি যাই।
দেহের নীড়ের সনে, মনের নীড়ের অন্ধকারে
এলোমেলো বহু শব্দ ভেসে-ভেসে আসে বারে বারে।
তারা ছিল একদিন তারা ছিল এক দিন পাশে
তাদের চোখের দৃষ্টি ধরা পড়ে সন্ধ্যার আকাশে।
এই নীল মৌন গানে তাদের স্পন্দন শোনা যায়
কেউ মাটি কেউ ছাই আলো হয়ে কেউ বা হারায়।
তারা ছিলো একদিন। স্মৃতি খানি ক্ষীণতর হয়ে
উড়ে যায় ভেসে যায় মেঘের মিনার দিয়ে দিয়ে।
তবু তো যায় না জানা, আমাদেরি পাশে জেগে থাকে

কিংবা থাকে না কেউ-ই, সময়ের শিল্পী শুধু আঁকে
শিশুর গভীর মায়া, সায়াহ্নের নীল ছায়াখানি
কখনো রঙীন পটে ছবি হায় মুছে যায় জানি।

আমি ক্লান্ত অভাজন ধীরে ধীরে চলি ঘরে ফিরে
মনের দেয়ালে আঁকি অসংখ্য মুখের ছবি চোখ দিয়া চিরে।
স্মৃতির ভাণ্ডারে শুধু পুরু হয়ে ধুলো জমে থাকে
সেখানে হারাই পথ, চলেছে হাজার রথ, খুঁজি তবু কাকে?

প্রথম পৃথিবীর পর

আমাদের প্রথম-পৃথিবী-পথে চল যাই ফিরে।
চূর্ণ চাঁদে গড়া পথ হেমন্তের হলুদের তীরে
মাঝে মাঝে পদশব্দ স্মৃতির গুহায়।
ফিরে চলো অসহায়
সময়কে মুখোমুখি রেখে
দিনান্তের ক্লান্ত পথে বিকেলের সূর্যালোক মেখে
যাযাবর স্মৃতি নিয়ে। কত কাল পরে হায় গেলো

গানের সুরের মতো হৃদয়ের কলোচ্ছ্বাসে। আবার হারালো
তন্দ্রাম্লান বিকেলের শেষ চিহ্ন। অন্ধকারে একা—
চূর্ণ চাঁদে গড়া পথ। শস্য ক্ষেত, হলুদের রেখা।

তির্যক বর্শার মতো তারি কথা ফিরে-ফিরে আসে
রক্তের সোনালী আশ্বাসে।
পাহাড়ের সারি বুঝি তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মতো
খুলে দেবে পথ এক দুর্নিবার ইচ্ছাকে অন্তত।

প্রেম যুগে যুগে

জনতার মাঝে মিশে তারি কথা মনে-মনে বলি
ছেঁড়া জামা, রুগ্ন মুখ, হতাশায় ক্ষণেক চঞ্চলি
নীলাভ অতল এক পাতালের স্নিগ্ধ অন্ধকারে
মৃত্যুর গভীর স্বাদে খুঁজে.নেবে শেষবার তোমারে-আমারে।

আজ যদি গান শুনি বিদায়ের মতন করুণ,
যদি জাগে হৃদয়ের সুগভীর প্রদেশে তরুণ
সূর্যের চরণধ্বনি ;
থাকি যদি ঘনঘোর স্তব্ধ অন্ধকারে—
মহুয়াবীথির তীরে জেনো আমি বারবার চেয়েছি উল্কারে।

আমার তির্যক পথে সময়কে মুখোমুখি রেখে
শিশিরের স্নিগ্ধতায় স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গোপনে এঁকে
জেনো ফিরে যাবো।
মুহূর্তের এ-দেখার গান
তোমার আলোর বান হঠাৎ নিস্প্রাণ
অভ্রের মতন শুধু উঠে জ্বলজ্বলে
বেদনায় মৌনতায় যাবে মিশে কোন এক গভীর অতলে।

তির্যক বর্শার মতো তারি কথা মনে-মনে শুনি
ফিরে আসে শীতের আঘ্রাণ-ভরা সমুদ্রের শ্বেত পদধ্বনি।



দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রেমিক

The skull had a tongue in it
And it could sing once—

কোনো এক যুবকের চোখে একদিন দেখেছি
প্রমিথিয়ুসের আগুন নতুন পৃথিবী গড়বার
সে যখন তর্ক তুলেছে সমান জীবনের দাবিতে।

তারপর শুনতে পাই
বিহারের কোনো এক নির্জন নগরে
সে এখন স্ত্রী-তনুর তারিফে মগ্ন।
স্টোভ ধরায়
বাহবা দেয়।
জীবনতরী বহে যেন মন্দাক্রান্তা তালে।

তাই বলি, চলো আমরাও যাই,
তুমি আর আমি,
বর্বর নগর পেছনে ফেলে
প্রেমনগরের খোলার ঘরে ঃ
প্রেমেরি জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে।

প্রেম যুগে যুগে

অর্থের প্রসঙ্গ অবান্তর
ভিজে গামছায় কাটাব উষ্ণ সন্ধ্যা।
আর মহাকাল থমকে দেখবে
উদ্দাম মিলন আমাদের।

বাঁধন খুলে দাও
দাও দাও দাও॥



আহ্‌সান হাবিব

প্রেমের কবিতা

সুকন্যা তোমার নাম।
শুনেছো এ নাম কোনোদিন?
কোথায় হৃদয় থেকে হৃদয়ের দিগন্তে বিলীন এই নাম।
একথা কি শুনেছো বিস্মিত হয়ে কভু?
এ নাম তোমার নয় তুমি এ নামের মেয়ে তবু।

কোথাও সুকন্যা নামে কোনো মেয়ে আছে কি না আছে জানা নেই
তবু নিত্য হৃদয়ের একেবারে কাছে
সুকন্যা নামের মেয়ে দেখা দেয়।
আর দেখা যায়
সে মেয়ে তোমার মত কথা কয় অপূর্ব ভাষায়!

এ নাম তোমার নয়।
তবু তো এ নাম ধরে ডাকা
পরম আশ্চর্য সুখ।
যেন কোনো নামের বলাকা
অন্ধকার বাতায়নে হানে স্নিগ্ধ পাখার আওয়াজ
আড়ালে হৃদয়-পদ্ম খোলে তার মগ্নতার ভাঁজ।

হোক মিথ্যে এই নাম তবুতো মনের মত নাম।
এ নামে তোমায় ডেকে পাওয়া যায় অশেষ বিশ্রাম।
এ নামে তোমার চিত্ত সাড়া দেয় বাসনার মত।
এ নামে তোমাকে দেখি বসন্তের কবিতার মত।

প্রেম যুগে যুগে

সুকন্যার এলোচুলে আরণ্যতা তোমার চুলের।
বিষন্ন নয়নে তার তোমার নিমীল নয়নের
ঘুমের মতন প্রেম।
হৃদয়ের সুগহনে তার
কথা কয় মৌন মূক হৃদয়ের স্তব্ধতা তোমার।

একথা কি জানো তুমি, সুকন্যা শুনেছো কোনদিন ;
এ নাম হৃদয়ে কারো দ্যুতি হ'য়ে জ্বলে রাত্রিদিন ?
জানো কি কোথায় আনে এই নাম বন্যার আবেগ ?
শ্রান্ত অপরাহ্ণে কোথা এই নাম শ্রাবণের মেঘ ?

এ নামে কান্নার শেষ অবসন্ন স্নায়ুতে আমার।
এ নাম স্নেহের মত সকালের শান্ত নীলিমার
অশেষ বিস্তার যেন।
এই নাম নতুন কিংশুক।
এ নাম উন্মুক্ত করে তোমার পার্থিব মত বুক।



মনীন্দ্র রায়

কোনো-এক বিশেষ দিনের প্রার্থনা

এখানে ক্ষণেক
থামাও তোমার রথ, মহাকাল! জীবনে অনেক
বেদনার বিস্ফোরণে ছত্রভঙ্গ হবে জানি পথ;
পদাতিক মুহূর্তেরা পাবে না দুর্গের ছায়া নিশ্চিন্ত, বৃহৎ;
ভগ্নমনোরথ, বহুবার হব পরাজিত
তোমার কুটিল চক্রে; হব আবর্তিত
তোমার জটিল ছন্দে, উত্থানে পতনে কতবার!
বেদনার সেই ইতিহাস, সে তো আছে চিরকাল, চিরমুক্ত তোমার দুয়ার।

ক্ষণেক বিস্মৃত হও, ধীরে বও, হে কাল থামাও
তোমার ঝটিতিগতি তুরঙ্গের বেগ। যাও, হেথা দিয়ে যাও
মুহূর্তের উদ্ভাসিত পূর্ণ পরিচয়।
হোক বিচ্ছুরিত ঘনান্ধ রাত্রির ভালে প্রভাতের প্রসন্ন বিস্ময়
ক্ষণতরে। জানি তার পর
ভেঙে যাবে এ বিলাস, তারুণ্যের স্বপ্নাহত এই খেলাঘর
বৃহৎ সংসারে হবে লয়; দিনগত ক্ষয়।
তার আগে, যৌবনের এই অনুরাগে, এই ভয়-
থরোথরো সংশয়ের সন্দেহের আগে
তোমার আবর্তঝঞ্ঝা যেন থামে; জাগে
ক্ষণেক শ্যামলমনে বনছায়াপ্রেম:
ধরণীর ধূলি যেন জ্বলে ওঠে রাগরক্ত হেম
উদয়সমুদ্রতীরে, বালুকার শিরে শিরে, এই শুষ্ক হৃদয়ের কণায় কণায়।
নামে যেন আশীর্বাদ পরিপূর্ণ হাত।...
বারেক এখানে থামো। হে কাল, হে কৃপাহীন বেদনাপ্রপাত!
ভাঙো ভাঙো ঘন অবসাদ, মধুময় করো তনুমন।
মধুগর্ভ এ মুহূর্তে প্রাণপদ্মে ফোটে যেন জ্যোতির্ময় আমার ভুবন॥



কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অনন্ত জিজ্ঞাসা

ছাদের উপরে রাত্রি জেগেছো কি তুমি কোনোদিন ?
ঠাণ্ডা শীতের রাত্রি—কনকনে, হিম,
অর্ধরাতে একা-একা জেগেছো কি কোনো একদিন ?
প্রিয়া যদি না-ই থাকে পাশে,
সাময়িক বিচ্ছেদের লঘু অবকাশে
নিজেরে ঢালিয়া দিয়া মেঘেদের হাতে,
অপলকে কাটায়েছো তারাদের সাথে
কখনো কি কোনো একদিন ?…
নিঃসাড় পউষ রাত্রি—শীতল, তুহিন !

একরাশ অন্ধকারে আকাশের ঘরে
মেঘেরা জটলা করে,
জ্বলজ্বলে তারাদের ঝাঁক হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো নড়ে !
আমার বুকের উপর কুয়াশা গলিয়া পড়ে।
পউষের ঝরঝরে শীতের কুয়াশা,
হাওয়ায় কিসের হতাশা !……

আমার প্রিয়ার বুকে এই মুখ রাখিয়াছি
কতোরাতে আমি কতো দিন ;
ফুলের ভিতরে বুঝি লুকায়েছে দুষ্ট মৌমাছি,
মৌমাছি ফুলেতে বিলীন !
কিন্তু ওই মেঘগুলি—
মাথার উপরে যারা ঢেউয়ের মতো নড়ে,

প্রেম যুগে যুগে

একবার বার হয় আরবার ফিরে যায় আকাশের ঘরে,
উহাদের তুলতুলে দেহ
কোনোদিন হাত দিয়ে ধরেছো কি কেহ ?
তুলতুলে তাহাদের দেহ
প্রিয়ার বুকের চেয়ে মনোরম :
হাঁসের পালকে গড়া ধবধবে যদি থাকে দেহ,
তার মতো মনোরম।

আর ওই তারাগুলি ? উহাদের কথা,
উহাদের আলোড়ন, উহাদের ব্যথা
সে-কথা তো শুনিলে না আর।
কী-ইবা আছে বলিবার !
ওই সব জ্বলজ্বলে তারাদের ঝাঁক
হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো নড়ে ;
আমার দেহের উপর অযথা গলিয়া পড়ে !
শীতের শিশির বুঝি উহাদের লালসার রস,
জ্বলজ্বলে তারাগুলি একঝাঁক বিষণ্ন সারস !

মাঝে মাঝে দেখ নাকি তুমি ?
ওইসব তারাদের কেহ কোনোদিন
কক্ষ ত্যজি তীব্রবেগে ছুটে চলে যায়,
কোথা যায় ? পলকেতে আকাশে বিলীন !
বক্ষে যদি জেগে থাকে অর্ধমৃত আশা,
অর্ধরাতে এই মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
নিয়ে এসে তাহার উত্তর :
পৃথিবীতে প্রশ্ন এতো—কে দিবে উত্তর !

• • •

আবুল হোসেন

শেহদীর জন্য কবিতা

তোমাকে চাই তোমাকে চাই ওগো দুর্লভ বল্লভা আমার।
রূপে নয় সাজে নয়, সায়াহ্নের অন্ধকারে অস্পষ্ট আধো আধো
পরিচয় স্বপ্নের মতো, রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্য বিলাসে
তৃপ্ত দেহ আকাশে মেলে পাখা, সে প্রণয় আমার তো নয়।
তোমাকে জড়াবো বুকে নিবীড় আলিঙ্গনে, রোমাঞ্চিত
উত্তপ্ত জঘনে জ্যোৎস্নোজ্জ্বলা বোর্‌খাহীন স্তব্ধ রাতে
গলে যাবে গলে যাবে থরথর কপোতী শরীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে

প্রতি মুহূর্তে দেখেছি তোমাকে, দেইনি তাকে রূপক ; বলেছি
শেষ হ'ক শেষ হ'ক আভরণ, রঙিন কুহক আর বিচিত্রিত
তনিমা লেপন। জড়ক জড়াক পাকে পাকে, হে সুমধ্যমা,
গুরুভার নিতম্বের উদ্ধত নর্ম তোমাকে সমস্ত শরীর বেয়ে।
রাত্রির দু'কুল ছাপিয়ে ছলছল লাল রক্তের বিহ্বল কল্লোল
তোমাকে ভাসায়ে নিক দুরন্ত ঝড় দিক হতে দিগন্তরে।
আমাকে ডুবায়ে দিক ব্যাপ্তিহীন কালহীন তৃপ্তির অতল সাগরে।
ঝরে যায় মরে যায় আঙুর দোলানো হাওয়ায় জড়ানো যৌবনের
প্রস্ফুটিত দিন দুঃসহ একাকীত্বে, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত
বেদনায় বাসনায় বিহ্বল, আর সময়ের প্রাচীন পাহাড়
পিষে মারে সুকুমার প্রাণের সবুজ, স্মরণের সোজা পথে
নিঃসংগ দেউদার শ্রেণী, শূন্য ঝর্ণা দ্রাক্ষালতাগুল্মহীন বালু
তপ্ত হাওয়ায় ওড়ে আকাশমনে, জ্বলে যাই পুড়ে যাই
অসহ্য তাপে, ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার তোমাকে চাই।

প্রেম যুগে যুগে

জীবনে তোমার টান জ্যোংস্নার নিশ্চিত নির্মম জোয়ারে,
দিগন্ত প্লাবিত বানে দিশাহারা হৃদয়তরণী আমার,
তৃষ্ণার্ত নিশায় শুনি অরণ্যকম্পিত ডাক শিরায় শিরায়।
শিহরিত আমি কম্পিত আমি, বস্ত্রহীন বিহ্বল যৌবন
ঘন অনুরাগে ফেটে পড়ে পড়ে পরম পরাগে তোমাকে ঘিরে।
রাত্রির তিমির ছিঁড়ে, হে জ্বলন্ত জোৎস্না, এসো আমার শরীরে,
ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার তোমাকে চাই তোমাকে চাই।



গোলাম কুদ্দুস

অস্থি-মাংস-সংবাদ

অস্থি। বাতায়ন হ'তে আজ কেন হাতছানি ?
এখন অনেক কাজ আছে মহারাণী
অন্য কোনো দিন যদি দেখা হয় হবে।
রাস্তায় প্রচণ্ড রৌদ্র বোঝ অনুভবে ?
আমাদের শক্ত হাড়ে সূর্য ঝলকায়।
তোমার ননীর দেহ, রৌদ্রে গলে যায়।

মধ্যাহ্নের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
অকস্মাৎ কাব্য এলো, শোনো মন দিয়ে।
হে অঞ্চল ঢাকা মাংস, হে ছায়াবাসিনি,
কেন জান তোমাদের সান্নিধ্য আসিনি
বহুদিন ? হাড়ে মাংসে বিকট বেহাগ
যেই বাজে আলিঙ্গনে, তপ্ত অনুরাগ
লুপ্ত হয়। প্রেমিক নধর ননী চোর !
'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' !

মাংস। তুমি স্বপ্ন সমাচ্ছন্ন দৃষ্টির আড়ালে
কত কণ্টকিত পথে চরণ বাড়ালে
কত ক্লান্ত অপরাহ্ণে কত অন্ধকারে।
আমি একা একা ঘরে জানালার ধারে
আহারান্তে এসে শুনি কপোত কূজন।
আহা রে এমন ঘরে আমরা দু'জন
বুকে বুক চোখে চোখ হাতে রেখে হাত
কাটিয়ে দিতাম চিন্তাহীন দিনরাত !

প্রেম যুগে যুগে

বল তুমি, এত কি সহজ পথ চলা ?
পথে যে গড়ায়ে যাবে এ-মাংসের দলা !
দক্ষিণ পঞ্জর হ'তে আদমের কালে
একখণ্ড অস্থি মাত্র কী এক খেয়ালে
আমার মেদের স্তূপে ফেলে দিলে ছুঁড়ে
সেই থেকে স্থির আছি মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে।

•

অস্থি। মেদভারশূন্য তন্বি হে মৃণ্ময়ী।
অতনুর অন্ধ নৃত্যে তুমি চিরজয়ী,
নূপুর জড়ায়ে কাঁদে বহু ক্লান্ত হাত !
বহু জীবনের রিক্ত মৃত্যুর প্রপাত
পরভোজী তনুতটে যেন কল্লোলিত।
প্রবাল দ্বীপের পুষ্প অস্থি সুরভিত।
নিষ্পেষিত অস্থি বজ্র পল্লবিনী লতে।
বিশীর্ণ ছায়ারা লুপ্ত নিরুদ্দিষ্ট পথে।

সচেতন অস্থিদল স্নিগ্ধ স্বর্গধামে
তোমাকে বিচূর্ণ ক'রে সম্মুখ সংগ্রামে
উড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাবে, ছিন্ন খণ্ড হ'তে
দীর্ণ জীর্ণ অগ্নিমোহ ফুটবে আলোতে
অস্থি মাংসে এক হ'য়ে। আদমের দেনা
আমরা ব্যতিত আর কেউ শুধবে না।



গোপাল ভৌমিক

মুহূর্ত-বিলাস

আবেগের মাটির প্রলেপ
মন থেকে খসে যদি
খসে যাক—
করি না আক্ষেপ ঃ
বুদ্ধির ইস্পাত যদি
ঝক্‌মক্‌ করে সারাক্ষণ
ক্ষতি নাই—
যাক্‌ পুড়ে ঘুণ-ধরা বিবর্ণ এ মন

অনুভবে আবেগে উচ্ছ্রিত সময়
মুঠো মুঠো হল অপচয়
অপাত্রে অকালে ঃ
তবু কই জয়টিকা তোমার কপালে !
একান্তে ঘরের কোনে
তুমি ছিলে বসে—
আনমনে সম্মোহ-রভসে ঃ
সহসা আমার মনে আবেগের ঢেউ
কানায় কানায় হল জড়ো,
মুগ্ধ মুখে জানালাম—

প্রেম যুগে যুগে

'এ বিশ্বে তোমার চেয়ে বড়
আর নেই কেউ—
এই কথা সত্য জেনো তুমি'—
দুজনের স্পর্শসিক্ত আবেগের ভূমি।

একটি মুহূর্ত শুধু—
উদ্দাম আবেগে সুমধুর :
তারপর তুমি আমি
দুইজনে বহু বহু দূর।
মাঝখানে জনতার উচ্চ ব্যবধান
মাথা তোলে ধীরে অতি ধীরে :
বুদ্ধির প্রখর সূর্য দেখি তেজীয়ান্
আবেগ-ফেনায় কাঁপা সমুদ্রের শিরে।



উমা দেবী

মুখরা

দরোজা তোমার খোলা রেখো আজ রাত্রির শেষযামে
পুবের আকাশে ভীরুর মতন কাঁপলে ভোরের তারা
আবেশে যখন চোখের পাতায় ঘন হ'য়ে ঘুম নামে
একটি প্রহর জেগে থেকো তুমি না হয় নিদ্রাহারা!
আলো ও আঁধার জড়াজড়ি ক'রে এলে দক্ষিণে বামে
আমার জন্য নামিও না হয় ক্ষণিক অশ্রুধারা।
জানি জানি আমি দিনের জগতে এর উল্টোই ঘটে
হাসি খুশি ভরা ঢেউ লেগে ওঠে চিরক্রন্দন তটে।
আর আমারও ক্রন্দন জানি সে সময় হবে শেষ—
শেষ-রাত্রির শীতল বাতাসে আসবে দুচোখ বুজে
জাগ্রতে যাকে পাইনে তাকেই টানবে স্বপ্ন রেশ
না ব'লতে নীল পদ্মের মালা আনবে তুমিই খুঁজে।
ক্ষণিকের ছলে মিলবে হঠাৎ চিরন্তনের দেশ
চির-মিলনের রাখি-বন্ধন চির-চঞ্চল ভুজে।

দেখেছ আজিকে কেমন আঁধার, নিবিড় আঁধার রাত—
লাল নীল আর সাদা তারাগুলি নেভে জ্বলে বারে বারে,-
নরম ছোঁয়ার আবেশ বুলাক তোমার কঠিন হাত—
নিভানো থাকুক রাত্রির আলো দেয়ালের এক ধারে।
দু-চোখে তোমার জড়াবে আঁধার পড়িতে পাবো না ভাষা
এলো-মেলো রুখু চুলগুলি শুধু কপালে লাগাবে ছোঁয়া

চটুল কূজন শুনিবনা আজ শুনিবার নাই আশা
আগুনের আলো নাই যদি আনো—এনোনা কথার ধোঁয়া।
শোনো প্রিয়তম কলহ আমার প্রেম-দ্বন্দ্বের নহে—
অন্য কারেও ভালোবাসো যদি সে নহেক অপরাধ,—
ভালোবাসো কম শুধু এইটুকু অন্তরমূল দহে
সকল বেদনা ভুলানো তাইতো আঁধারে ডোবার সাধ।
বুকের দুয়ারে মরিব আজিকে নির্মম বাহুপাশে
আরো ঘন হয়ে নামুক আঁধার অকূল নিশীথাকাশে।
এপারের শেষে বল প্রিয়তম ওপার আছে কি কোনো
ওপারেও নামে কান্নায় ভরা জমাট জ্যোৎস্না রাত ?—
এমনি ক'রেই চলে চিরদিন মেঘে মনে মন্থনও
চেয়ে চেয়ে শুধু জ্বালা করে শেষে বিনিদ্র আঁখিপাত :
ওপারের কথা থাক প্রিয়তম, এপারের কথা শোনো
এই আজকের শীতল-বাতাস-ঝিমানো বিজন ছাতে
শুধু আমাদের দুজনার কথা শুনতে চাও কি কোনো
জল ঝরে-যাওয়া মেঘের ছোঁয়ায় বিকল জ্যোৎস্নারাতে ?
এপারের কথা থাক প্রিয়তম, এপারের কথা থাক
এপারের কথা আজো কি ভাষায় হয়েছে কোথাও বলা ?
আকাশের থই পায়না মেঘেরা ভেসে যায় নির্বাক
আবছা আলোর ইঙ্গিতে হায় চিরদিন শুধু চলা।
চেয়ে চেয়ে তাই জ্বালা করে শেষে বিনিদ্র আঁখিপাত
ঘন কান্নার মত লাগে যেন জমাট জ্যোৎস্নারাত।

আমার মনের অনেক কাহিনী যায়না জীবনে লেখা
জীবনের কথা পায়না মনের আশ্বাস স্বাক্ষর !—
দেহের তৃষা ও মনের তৃষায় বিরোধ-বক্র রেখা—
কুটিলপ্রশ্ন ইঙ্গিতে আজো মেলেনা সদুত্তর।

তাইতো যখন জানাও সহজে দেহের স্পষ্ট দাবী
মনের তন্ত্রে কারা হানে যেন আঘাত পরস্পর,—
চোখের আড়ালে পাই নির্জনে যখন তোমায় ভাবি—
ধুলায় জড়ানো কামনা-মণির বেদনা নিরন্তর।…
…এযুগে মোদের দেখা যে হ'য়েছে এইতো ভাগ্য ঢের—
বিষবন্ধনে পেতাম যদিবা আরোও অনেক কাছে—
তাহ'লেও জানি এ অনুযোগের মিটতো না আজো জের—
সূক্ষ্মরেখার কোন দিকে হায় কে জানে সত্য আছে!
চোখ বুঁজে কারা নাগাল পেয়েছে জীবনের তথ্যের ?
আলো এ যুগের আঁধারের মত আমাদের ঘেরিয়াছে।

দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয়ের কথা জানো নিশ্চয়—
সেই যার ফলে হ'ল অবশেষে মিলন সংঘটন ?
আমাদেরো যেন ঐ জাতীয়ই ছিল কিছু মনে হয়—
হারিয়ে যা আজ ভোগ করি শুধু নিত্যই অনটন।
তাইতো এখনো সহিতে পারি না স্খলন পতন ত্রুটি—
বারে বারে ভাবি 'একি সেই নয় ? তবে কি করেছি ভুল ?'
সময় যাহার কেটে যায় শুধু যোগাতে দিনের রুটি—
ভাগ্যের ফেরে তারো চাই বুঝি সুরা ও গোলাপ-ফুল।
অনেক সময় কেটে গেছে, আর মিথ্যা কাটানো কাল
আজ হ'তে শুরু হোক আমাদের অঙ্গুরী-সন্ধান,
পাই যদি ভালো, না পেলেও আর বহিবনা জঞ্জাল
এইখানে এই মাটির উপরে রচিব বাসস্থান।
কালের চক্র ঘুরে চ'লে যায় আমরা পিছনে থাকি
যা পাইনা সেতো পাইনা কখনো যা পাই তাতেও ফাঁকি।
একদা যখন আমরা দুজন ছিলাম স্বাধীনচেতা—
আমাদের মাঝে ছিলনা তখন এতটুকু ব্যবধান

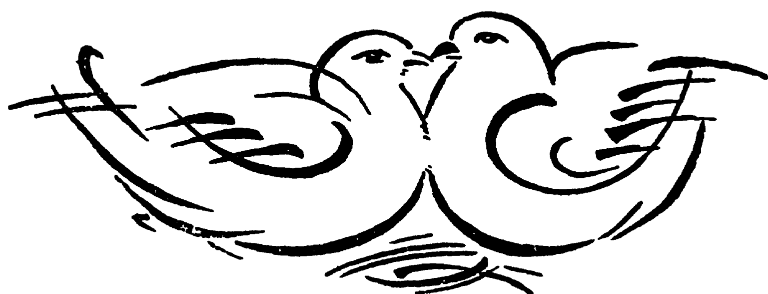
প্রেম যুগে যুগে

মসৃন ছিল জীবনপন্থা, কাজেই হারা ও জেতা
প্রলুব্ধ কভু করেনি মোদের অনন্ত অভিযান।
তারপরে সেকি ক্লান্তিই এলো? অথবা লীলাচ্ছলে
এখানে ওখানে রচিলাম মোরা একটি কি দুটি বাধা,
স্বপ্নেও কভু ভাবিনি তখন একদা অশ্রুজলে
এমন তিক্ত সমাপ্তি পাবে মধুর সাধের কাঁদা।
গর্ভ-শয়নে ভ্রূণ হয়েছিল একান্ত অসহায়—
তারি যৌবনে আপন মৃত্যু গণিছে মায়ের বুক,
আমরা যাদের জন্ম দিলাম সেই অবশেষে হায়—
স্বত-বিবর্ধ-কায় আমাদেরি পেষনেও উন্মুখ।
আবার ফিরিয়া যাবো কি আমরা সেই পুরাতন পথে
ক্ষেপার পরশ-পাথর খুঁজিয়া মিলিবে কি মনোরথে?

নেমেছে প্রভাত নয়নে আমার ভোরের সোনালী রোদে—
রাত্রি এখন বিবশ···তুমিও জেগেছ কি প্রিয়তম?
উস্কখুস্ক চুল—শিথিল পিরাণ,—স্বপ্নের সম্পদে
চোখের পাতায় ঘুমায় কি আজো কামনার উদগম?
বহুকাল আগে কবে যে আঁধার লেগেছিল মনোরম—
অন্ধকারের নিবিড়-রন্ধ্রে সাবধানে পথ চ'লে,—
জীবনের সাথে ছিল হৃদয়ের নিষ্ঠুর উদ্যম
সংসার থেকে কেড়েছি তোমায় শুধু আপনার ব'লে।
নেমেছে প্রভাত—কত পথ ঘুরে এসেছে প্রভাত আজ
তোমার চোখের তারায় নরম হ'য়েছে প্রখর আলো,
ভীড়ের মধ্যে এবার সহজে ধরেছি কঠিন হাত—
সবার সঙ্গে ভালবেসে আরো লেগেছে তোমায় ভালো।
একমুঠি আলো ভোরের ক'রেছে—আকাশকে মনোরম,
—রাত্রি এখন বিবশ তুমি কি জেগে আছ প্রিয়তম?

প্রেম যুগে যুগে

আরো কিছু কথা বাকি র'য়ে গেছে—শুন্‌বে কি প্রিয়তম ?
আরো কিছু কথা বলার প্রয়াস ক'রেছি অনেক দিন···
শোনার নেশায় নিশীথ আকাশ হয়েছিল মনোরম
বিফল আশায় চাঁদের জোছনা ক্রমশ হ'য়েছে ক্ষীণ।
আরো কিছু কথা আরো কিছু সুর, কিছু রঙ অনুপম—
এত ভঙ্গুর কথা···ছবি গান···তুমি এত উদাসীন !—
সমুদ্র-তলে কত অজস্র মণি মাণিক্য আছে
তীরে-তীরে খুঁজে শঙ্খ-শামুক মেলে শুধু দূরে কাছে।
আরো কিছু কথা বাকি র'য়ে গেছে শুন্‌বে কি প্রিয়তম ?
শুন্‌তে কি চাও বুকের তলায় কান্না আছে জাগ্রত ?
অন্তর-তল দগ্ধ করেছে অদৃষ্ট নির্ম্মম—
গহন গুহায় কামনা-মণির বহ্নি-শিখার ক্ষত।
যত আনি কথা গীতি ও ছবির বিচিত্র উদ্যম
অবসানে শুধু ভাসে জীবনের মরু-মরীচিকা তত !—



ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

প্রতীক্ষমানা

ভোর হ'য়ে এল পাণ্ডুর বিভা
রাতের তারায়'
বনান্তরের গোলাবের বাস
হাওয়ায় মিলায়,
ঘুম ভেঙে গেল নতুন কুঁড়ির
দূর গুলবাগে,
জুলেখার চোখে কোমল ঘুমের
কম্পন জাগে ;
অতন্দ্র তার রাত কেটে গেছে
স্মরি প্রিয়মুখ
এখনো আবেশ-কম্পিত বুক
আঁখি উৎসুক ॥
এখনো রাতের তারায় তারায়
জ্বালা অধীরতা,
মুখর বাতাস কানে কানে তার
বলে কোটি কথা,
ব্যর্থ বিরহ রাত হ'ল তার
কণ্টক বন
কামনার বিষে নীল হ'য়ে এল
ম্লান যৌবন ॥
কোন্ জিন্দানখানায় একাকী
প্রিয়তম তার

প্রেম যুগে যুগে

পাথরের মাঝে কাটায় সে নিয়ে
শৃঙ্খলভার
জুলেখার মনে সেই শিকলের
ঝড় এসে লাগে
জুলেখার মনে সেই পাথরের
ঘন দাগ জাগে ॥
যে দাহনে জ্বলি লোবান ছড়ায়
সুগন্ধভার
যে দাহনে জ্বলি কামনা ছড়ায়
রোশ্‌নি হীরার,
সে দাহনে হ'ল জুলেখার প্রেম
সুরভি অনল,—
সংশয়াকুল আকাশে 'জোহ্‌রা'
তারা অচপল
স্থির দ্যুতি ফেলে; ক্লান্ত তবুও
তনু জুলেখার
গোলাবের মত প্রতীক্ষা করে
আগমন কার!
কোন সূর্যের আশাপথ চেয়ে
কুঁড়ি উন্মুখ
ভোরের আলোক-ঝর্ণাতে চায়
ভরে নিতে বুক,
শিশিরের মত উপাধানে ঝরে
শোকাশ্রু তার
নৈশ বাতাস কেঁদে ওঠে শোকে
স্বয়ম্বরার ॥
দূর মাজারের প্রশান্তি ভাঙে
তীব্র ব্যথায়।

রুদ্ধ আবেগে ফুলে ওঠে পানি
নীল দরিয়ায়,
শিহরে ধরণী তার বেদনায়
ক্রন্দনে তার
রাত্রি শেষের উতলা হাওয়ায়
ভাসে হাহাকার ॥
নিশাবসানের মিনারে কখন
আরক্ত আজ
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ চিরিয়া
ওঠে আওয়াজ ॥
এমনি করিয়া কাটে জুলেখার প্রতিটি রাত
এমনি করিয়া রাত শেষ হয় জোলায়খার,
দিনের দুরাশা রাত্রির ক্ষীণ চেরাগে তার,
দুলে দুলে উঠে কম্পিত বুকে বেদনাভার,
প্রভাতের শিখা করে সে তিমিরে রশ্মিপাত,
শিকারী সূর্য রাঙায়ে যায় সে বিরহ রাত
ক্লান্তি-শীর্ণ জুলেখা তখন ঘুমায়ে পড়ে
স্বপ্ন দেখে সে রক্ত উষার রাঙা আশায় :
সূর্যের মত আসিবে এবার দয়িত তার ॥



বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমর আশা

ক্ষমা করো অনুপমা! তোমারে বুঝিয়াছিনু ভুল;
অলস মস্তিষ্কে ছিলো বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যেরা নির্বাক!
অভাবে মরিচা পড়ে হৃদয়ের তীক্ষ্ণ ছুরিকায়।...
অতীতের কথা মোর অতীতেই তাই ফিরে যাক।
আজ তুমি ফিরে এসো, মুখোমুখী বসি আরবার,
ভালো করে ও নয়নে এ ক্ষুধার্ত নয়ন মেলাই।
পুরাতন সব দ্বন্দ্ব, মানসিক মিথ্যা আভরণ
পরিত্যক্ত পড়ে থাক্।   চলো মোরা ঘরে ফিরে যাই।

যে প্রেম ঘুমায়েছিলো ঈর্ষা-অন্ধ-মৌনবক্রতায়
তাহারে পৌরুষ দানো,—মৃত্যুত্তীর্ণ মুক্তির ফসল!
চিত্ত তার মরুচারী অগ্নিগর্ভ তপ্ত লাভাস্রোত,
তোমার পরশে হোক্ উজ্জীবন-সিক্ত সুনির্মল!

অশান্ত এ নগরীর ছিন্নপথে আমরা অমর
চিরদিন রহিব না জীর্ণদেহ, ভিন্ন যাযাবর।



সানাউল হক

অনাগত

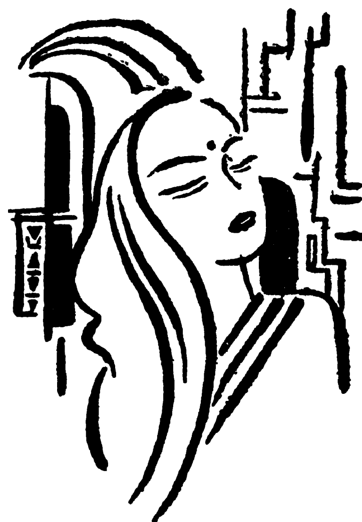
পায়রার পুচ্ছের মতো বাম চোখ নাচে ঃ
অনাগত যেই জন,
যে অতিথি প্রতিক্ষিয় আছে
শতাব্দীর নিমেষের
শুভক্ষণ মাগি'
সে আসিবে, তাই।

যে বাণী লিখিত হয় সোনার আখরে
মানুষের সভ্যতার শুচি ইতিহাসে,
সেই বাণী কণ্ঠে যার—
যার জন্ম লাগি'
মহাকাল-বক্ষ স্ফীতমান
সে আসিবে কবে, তাই
মনে মোর জাগে কথাঙ্কুর।

পৃথিবীর কবিদের স্বপ্ন-ছোঁয়া সাগরের
নীল নীরে স্নাত,
প্রেমের চুম্বন-পুষ্ট
প্রথম আস্বাদে আয়ুষ্মান,
বুভুক্ষার নগ্ন আবেদনে,
শতলক্ষ মানুষের বেদনায়, সাধনার মূর্ত হাহারবে
মহাকাল-বক্ষ থেকে উৎসারিত হবে, বন্ধু,

প্রেম যুগে যুগে

যে শাশ্বত সাকী,
ভঙ্গুর এ পৃথিবীতে যে ঢালিবে
অমৃতের সুরা,
নতুন সূর্যের সাথে
প্রকাশিবে যেই মুখচ্ছবি—জীবন-সুন্দর :
তার শুভ্র আননের বাসনা অপার
তার দীপ্ত ললাটের রহস্যের উদ্ঘাটন লাগি'
আজ মোর নয়ন আকুল ॥



শুদ্ধসত্ত্ব বসু

একটি রোমান্টিক কবিতা

চলো মোরা উড়ে চলি শুভ্রপাখা বকের মতন,
সমুদ্রের আধোভাঙা ঢেউয়ের উপর ;
রৌদ্রের আরক্ত দীপ্তি,—তারি দাহে অবসন্ন মোরা,—
বাস্তবের রূঢ় ঘাতে নিয়ত জর্জর।
সোনালী গোধূলি আসে, রৌদ্রদগ্ধ তারার ইশারা :
আমরা হেথায় নাই, তুমি আমি সাদা পাখী দুটি,
বহু ঊর্ধ্বে উড়ে চলি—অনন্ত আকাশ !

হাসনুহেনারা হেথা মরে গেছে বোবা বেদনায়,
কলাপীর স্বর আজ হলো অবসান,
আকাশের নীল তারা আমাদের হাতছানি দেয়,
সমুদ্রের আধোভাঙা তরঙ্গের গান !
ক্লেদাক্ত ধূমল বাষ্প—আমাদের রুদ্ধশ্বাস হলো
বন্দীবায়ু অহরহ করে আর্তনাদ ;
আশায় আবেশ নাই,—যন্ত্রবদ্ধ মানুষের প্রাণ ;
বাঁচার আনন্দ হেথা বিকৃত বিস্বাদ !

আমরা চলিয়া যাই, চলো যাই নূতন জগতে,
তুমি আমি সচঞ্চল দুটি সাদা পাখী,
যেখানে দীনতা নাই, নাই কোনো বেদনার মায়া,
যেথা শুধু চিরন্তন সুরা আর সাকী !
অনন্ত আকাশ তলে, স্বর্ণোজ্জ্বল তারকার দেশে
সময়ের গতি যেথা হয়েছে নিথর,
চলো সেথা উড়ে যাই প্রসারিয়া স্বর্ণবর্ণ ডানা
সমুদ্রের আধোভাঙা ঢেউয়ের উপর।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখ

তোমার চোখেতে আজ নীলিমার কই সেই মায়া
যার মাঝে ধরা দিত নীল সমুদ্র ও আকাশের
উদার বিস্তৃতি ভ্রূণাত্ম বিস্ময় কতো সম্ভাবনা
সুপ্ত ছিলো, উন্মুখ আগ্রহে কোনো নব পৃথিবীর
প্রতীক্ষাজাগর চোখ – স্বপ্নদর্শী বিপ্লবী কবির
অনুচ্চার কবিতার মতো ?   কত উধাও কল্পনা
বন্দী ছিলো তোমার ও-দুটি চোখে, ও-দুটি চোখের
ছোঁয়ায় জাগরিত হ'তো কতো প্রেতায়িত ছায়া !

আজ দেখি দুটি চোখ শুধু স্থূল দুটি অবস্থিতি :
ঘুমন্ত গোধূলি এক প্রতিক্ষিত অনন্ত রাত্রির,
মৃত পীত দুটি চোখে জাগে শুধু বিষণ্ন বিস্মৃতি
স্বপ্নময় একদার, দুঃস্বপ্ন আজ করে ভীড়
তির্যক ভুরুর মাঝে ম্লান দুটি মণির ছায়ায়,
তোমার চোখেতে আজ মিশরের মমীরা ঘুমায়।

তোমাকে জাগাতে পারি, যদি বলো, হে মাটির মেয়ে !
আমার চোখেতে আছে জাগৃতির সেই স্পর্শমণি,
যদি তার ছোঁয়া লাগে একবার, স্তম্ভিত বিস্ময়ে
বৈদ্যুতির অনুভূতি পাবে তব মুমূর্ষু ধমনী।

তুমি কি জাগতে চাও ?   হাতে তবে রাখো দুটি হাত,
চোখে চোখ মেলে দাও ; বিদ্যুতের জাগুক সংঘাত !



রামেন্দ্র দেশমুখ্য

হৃদয়

হৃদয়ের জলে-মগ্ন এক মেয়ে রক্তে চিঠি লেখে,
এক ঝাঁক ছোট মাছ মানসিক কথাগুলো নড়ে,
প্রেমের কোমল সূর্য মেয়েটির সব মেধা ঢেকে
একস্থানে স্থির হয়ে থরোথরো রামধনু গড়ে।
সেই ক'টি ছোট মাছ আর আঁশ এবং সলিল।

এমনি তো কত চিঠি আর কত শপথ-দলিল
পৃথিবীতে লেখা হলো আমাদের বয়সের আগে।
আমাদের মাতামহী কত প্রেমিকার পুরোভাগে
শুধু লিপিমালা শিখে হয়ত' বা এসে দাঁড়ালেন।

বাঁকা পথে সন্ধ্যা হলে কাছাকাছি কোথাও ছিলেন।
বন্ধ্যা জমি। অন্ধকার। জোনাকির পরিচিত পথ।
সেইখানে শুষ্ক ঘাসে আলো জ্বেলে অনেক শপথ—
আমাদের মাতামহ প্রেমের তরুণ মহাজন।

আখর জন্মের আগে শুধু ছিল মুখে আলাপন।
আমরা যাদের গোত্র পূর্বতন তাদের অনেক,
কোন কেউ আর্য-বংশী মুগ্ধ কোন অনার্যায় এক—
অস্ফুট কাকলি দিয়ে রচা হল মিলন মল্লার।

প্রেম যুগে যুগে

তারো আগে একদিন পৃথিবীতে পাতার বাহার।
মাত্র-স্নাতা বসুন্ধরা আর কোন পাহাড়ের ভাজ,
পীত সূর্য, শ্বেত চাঁদ, মানুষের সন্তর্পণে চলা,
অরণ্যের গন্ধ মেখে অনাবৃতা শান্ত রমণীকে
পুরুষের কাছে এসে শুধু চোখে হৃদয়েরে বলা।

দেহদণ্ডে হে হৃদয়, প্রস্ফুটিত যৌবন-শিশিরে:
তোমার আদর হলো কামনার বিহংগীর ঘরে।
একদিন শেষ রাত্রে শিরীষের শিবির চূড়ায়
বিহংগী বহন করে শূন্যে যদি তোমারে ওড়ায়,
ভোর বেলা ভুলে যাবে প্রথমার পূর্বাপর-প্রীতি,
দ্বিতীয় নতুন গন্ধে মুগ্ধ হবে লুব্ধ প্রজাপতি।



মৃণালকান্তি দাস

প্রেমিকের প্রার্থনা

একখানি চাঁদ জানালায় জ্বলে।
ছোট দু'টি তারা আকাশ তলে,
সারারাত ধরে কী কথা বলে।
চোখে ঘুম নেই আমরা দু'জন :
নিশার পৃথিবী নিথর এখন।

দ্যাখো, ভরে গেছে বন জ্যোৎস্নায়
স্নিগ্ধ বাতাস সুরভি ছড়ায়,
মৃদু মালতীর পরশ বুলায়।
হে ভীরু আমার, হৃদয় দাও,
হৃদয় দাও, হৃদয় নাও।
একখানি চাঁদ জানালায় জ্বলে,
ঐ দু'টি তারা কি কথা বলে!
আমরাও চল জীবন জুড়াই,
সারারাত ধরে স্বপন কুড়াই।



কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

পরাজিতা

সুন্দরী আমি, সে-কথা ত প্রিয়, শুনেছি অনেকবার
আমার কোমল করপল্লবে নিহিত পুষ্পসার।
জীবনের শিখা নয়নে আমার, মরণ ঠোঁটের কোণে
ঘন কালো চুল জড়ায় তোমারে নিবিড় সম্মোহনে।
আমার পরশে মাটি ফুটে ওঠে ফুল হয়ে রাশি রাশি,
আমার স্তব্ধ কথাটি তোমার হৃদয়ে বাজায় বাঁশি।
সব জানি, প্রিয়, তবু এও জানি এ মোহের শেষ আছে,
স্বপ্ন ভাঙিবে, খেলা শেষ হবে, তখনো কি র'বে কাছে?
আমারে তো তুমি ভালবাস নাই, এ-দেহে বেসেছ ভালো
দেহের তৃষ্ণা মিটিবে যখনি, সব আলো হবে কালো।
তবে তাই হোক! ক্ষণিকের খেলা, সে-ও তো মিথ্যা নয়,
রঙিন ক্ষণিকে দেখি বসে-বসে অসীমের অভিনয়।
চিহ্ন না থাক তোমার প্রেমের শূন্য রাত্রিশেষে,
তবু বলো আজ ভালবাসিয়াছ, বলো, বলো কাছে এসে।
আমারে অন্ধ করে দাও তব বন্যার মত প্রেমে,
এ-দেহ ছাড়ায়ে অকূল আকাশ জীবনে আসুক নেমে।
দূর হোক যত দ্বিধা ভয় আর ঘুচে যাক্ সংশয়
তোমার প্রাণের পূর্ণ পরশে হোক মম পরাজয়।

